তীর্থদর্শন।

(চতুর্থ অংশ।)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

শক ১৮১৪।
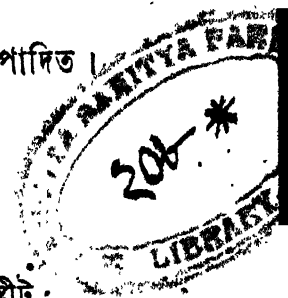
ভূমিকা।

তীর্থদর্শনের চতুর্থাংশ প্রকাশিত হইল। গত পৌষমাসে যে কয়েকটি তীর্থ সন্দর্শন করিয়াছিলাম তাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। বরঙ্গল এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল; তথায় একশীলা দুর্গ ও হনুমৎকণ্ডার মন্দির হিন্দুদিগের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রসিদ্ধ রামেশ্বর তীর্থ সেতুবন্ধে অবস্থিত। ইহা কাশীর সদৃশ বলিয়া সেতুমাহাত্ম্যোক্ত বিবরণগুলি ইহাতে বিশেষরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। দর্ভশয়নং, নাগপত্তন, মায়াবরম্, বৈদ্যেশ্বরকোবিল, শিবালি, মহাবলিপুর, পক্ষিতীর্থ, তিরুবল্লুর এবং কোএম্ব-তোর ও তদন্তর্গত মেলচিদম্বরম্ প্রভৃতি হিন্দু-গণের বিশেষ তীর্থ এজন্য উহাদের প্রত্যেকটীর ঐতিহাসক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিচুর ও কালিকট কেরলের অন্তর্গত। তথাকার আচার ব্যবহার যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা লিপি-

বদ্ধ করিয়াছি। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের আচার ব্যবহারের বিষয় পরে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা থাকিল। এক্ষণে মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তীর্থদর্শনের অপর অংশ গুলির ন্যায় এইখানিও পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীব—

৭ই পৌষ ১৮১৪ শক।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	১২৯১ খৃঃ	১৮৯১ খৃঃ
১৯	৫	জহ্নুঃ	জহ্নুঃ
১৯	৮	বিস্তীর্ণ	বিস্তীর্ণঃ
২১	৫	নগ্নপত্তন	নাগপত্তন (সর্ব্বত্র এইরূপ)
২৫	১৫	রাজরতন	রামরতন
২৬	১০	রথ্যপার্শ্বে	রথ্যাপার্শ্বে
২৬	১৩	চন্দ্রকণা	চন্দ্রকিরণ
২৬	১৮	মনহারিণী	মনোহারিণী
২৬	১৮	সোভা	শোভা
২৬	২০	লোকারন্য	লোকারণ্য
২৮	১	ক্রূদ্ধ	ক্রুদ্ধ
৩১	৩	অর্চ্চজকেই	অর্চ্চককেই
৩২	২৪	নামোৎপত্তি	নামোৎপত্তি
৩৩	২	কান্তিমতি	কান্তিমতী
৩৫	৯	অশনিবাণী	অশরীরিণী বাণী
৩৫	১৭	প্রাভূর্য্যে	প্রাচুর্য্যে
৪০	২৫	চত্তারিংশৎ	চত্বারিংশৎ
১৬৯	৯	৯ ফুট	৯৬ ফিট
১৮০	৮	অরুবাদূর	অরুকদূর
১৮০	১৫	থকিয়া	থাকিয়া

তীর্থদর্শন।

(চতুর্থ অংশ।)

বরঙ্গল।

বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রবংশের উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা যে তৈলঙ্গদেশের অন্তর্গত, তাহা জানিতাম না। বিজয়বাড়ায় আসিয়া 'বরঙ্গল' পুরাতন অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী বলিয়া অবগত হইলাম। তাহা সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেও, বহু দিবস সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই।

রামেশ্বর যাইবার উদ্দেশে ১২৯১ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিজয়বাড়া হইতে নিজাম গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ে হইয়া আমরা প্রথমে বরঙ্গলে অবতরণ করিলাম। উহা বিজয়বাড়া হইতে ৭০ মাইল ও বডি জংসন (Wadi Junction.) হইতে ২০৮ মাইল অন্তর এবং ১৭।৫৮ উত্তর অক্ষরেখা ও পূর্ব্ব ৭৯।৪০ দ্রাঘিমায় অবস্থিত ; উহা এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়ন্‌সিয়ন্ ৬৩০—৬৪৫ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্তে উক্ত রাজ্যের বেষ্টন ৫০০ শত মাইল কহিয়া-

ছেন। তথায় কাকতীয়বংশীয় রাজারা রাজ্য করিতেন। প্রথম হনুমৎকোণ্ডায় (অনুমকোণ্ডা) তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। পরে একশীলা নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; তাঁহারা হস্তিনাপুরের চান্দ্ররাজবংশোদ্ভব বলিয়া, আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। কিম্বদন্তী, কোন সময়ে হস্তিনাপুরের রাজবংশের দুই ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে, একজন দেশত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ দিকে কয়েক খানি গ্রাম অধিকার পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে অপরাপর গ্রাম হস্তগত করিয়া বলসঞ্চয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও ক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ৯৫৩ খৃঃ অব্দে গণপতি-দেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজনাম গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে সপ্তম রাজা কাকাতী-প্রলয়ু-নামধারী ছিলেন। তিনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রথম চালুক্যরাজদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, স্বয়ং স্বাধীন হয়েন। ন্যূনাধিক ১১৩২ খৃঃ কাকতীয় চার-গঙ্গা রাজা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, পুরীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাঁহার নাম পুরীতে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। আপন ভ্রাতার হস্তে 'হনুমৎকোণ্ডা' প্রদান করিয়া, তিনি স্বয়ং পুরীতে রাজ্য করিতে থাকেন এবং পশ্চিম বাঙ্গালা পর্য্যন্তও জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা গঙ্গাবংশীয়

নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত আপন শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন; রাজমহেন্দ্রিতে তাঁহাদিগের এক বংশ ছিল।

১১৯০খৃঃ গণপতি রুদ্রদেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন এবং ১২৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯৯ খৃঃ হনুমৎকোণ্ডার ৫ মাইল দূরে উরুক্কল (একশীলা নগর) নির্ম্মাণ করেন; উহারই অপভ্রংশ বরঙ্গল হইয়াছে। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও শৈব ছিলেন, অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণী ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি জৈন ও বৌদ্ধ পীড়ক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই, তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন। তাঁহার রাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পত্নী রুদ্রামাতা দেবগিরি রাজার কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা, নাম গণপাম্মা। ধরণীকোটার রাজার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হয় ও সেই বিবাহের ফলস্বরূপ প্রতাপরুদ্র নামে তাঁহার এক দৌহিত্র জন্মে। গণপতি রুদ্রদেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী রুদ্রামাতা ভর্ত্তার নামে ১২৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন ও প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ বিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো ১২৯০ খৃঃ অন্ধ্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি 'মুৎফিলি' বর্ত্তমান 'বপ্টালা' তালুকের অন্তর্গত মাতুপল্লি গ্রামে সামুদ্রিক পোত হইতে অবতরণ করিয়া, একশীলানামক

ছেন। তথায় কাকতীয়বংশীয় রাজারা রাজ্য করি-তেন। প্রথম হনুমৎকোণ্ডায় (অনুমকোণ্ডা) তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। পরে একশীলা নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজ-ধানী স্থানান্তরিত করেন; তাঁহারা হস্তিনাপুরের চান্দ্র-রাজবংশোদ্ভব বলিয়া, আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। কিম্বদন্তী, কোন সময়ে হস্তিনাপুরের রাজবংশের দুই ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে, একজন দেশত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ দিকে কয়েক খানি গ্রাম অধিকার পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে অপরাপর গ্রাম হস্তগত করিয়া বলসঞ্চয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও ক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ৯৫৩ খৃঃ অব্দে গণ-পতি-দেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজনাম গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে সপ্তম রাজা কাকাতী-প্রলয়ু-নামধারী ছিলেন। তিনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রথম চালুক্যরাজদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, স্বয়ং স্বাধীন হয়েন। ন্যূনাধিক ১১৩২ খৃঃ কাকতীয় চার-গঙ্গা রাজা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, পুরীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাঁহার নাম পুরীতে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। আপন ভ্রাতার হস্তে 'হনুমৎকোণ্ডা' প্রদান করিয়া, তিনি স্বয়ং পুরীতে রাজ্য করিতে থাকেন এবং পশ্চিম বাঙ্গালা পর্য্যন্তও জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা গঙ্গাবংশীয়

নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত আপন শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন; রাজমহেন্দ্রিতে তাঁহাদিগের এক বংশ ছিল।

১১৯০খৃঃ গণপতি রুদ্রদেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন এবং ১২৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯৯ খৃঃ হনুমৎকোণ্ডার ৫ মাইল দূরে উরুক্কল (একশীলা নগর) নির্ম্মাণ করেন; উহারই অপভ্রংশ বরঙ্গল হইয়াছে। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও শৈব ছিলেন, অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণী ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি জৈন ও বৌদ্ধ পীড়ক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই, তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন। তাঁহার রাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পত্নী রুদ্রামাতা দেবগিরি রাজার কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা, নাম গণপাম্মা। ধরণীকোটার রাজার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হয় ও সেই বিবাহের ফলস্বরূপ প্রতাপরুদ্র নামে তাঁহার এক দৌহিত্র জন্মে। গণপতি রুদ্রদেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী রুদ্রামাতা ভর্ত্তার নামে ১২৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন ও প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ বিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো ১২৯০ খৃঃ অন্ধ্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি 'মুৎফিলি' বর্ত্তমান 'বপ্টালা' তালুকের অন্তর্গত মাতুপল্লি গ্রামে সামুদ্রিক পোত হইতে অবতরণ করিয়া, একশীলানামক

নগর সন্দর্শন করিবার জন্য উত্তরমুখে গমন করেন এবং স্বরচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রুদ্রামাতার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা গণপতি রুদ্রদেবের সময়ে একশীলা নগরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইলেও, রুদ্রামাতা উহা সম্পূর্ণ করেন এবং উহার বহির্ভাগে বৃহৎ মৃৎ-দুর্গ ও তাহার বহির্ভাগে প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়াছিলেন। পরে তিনি ১২৯৫ খৃঃ আপন দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। প্রতাপরুদ্রও প্রথমে অতিশয় দক্ষতা সহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অনুশাসনে রাজ্যবিস্তার গোদাবরী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বলিয়া কথিত আছে। কৃষ্ণা ও নেল্লুর জেলায় তাঁহার প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তিনি মাতামহের ন্যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত-বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে প্রতাপরুদ্রীয়ম্ নামে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। উক্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি দক্ষিণ দেশে প্রসিদ্ধ আছে।

১৩০৯ খৃঃ মালিক কাফুর বরঙ্গল অবরোধ করিলে, প্রতাপরুদ্র ৩০০ শত গজ ও ৭০০ শত ঘোটক বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর ১৩১০অব্দে শ্রীশৈল পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক তথায় কয়েকটি গ্রাম স্থাপিত করেন। তিনি প্রতিবৎসর দিল্লীতে নির্দ্ধারিত কর পাঠাইতেন এবং ১৩১২ খৃঃ পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন। ১৩২১ খৃঃ গয়াশ-

উদ্দীন তুগলক্ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ্‌কে প্রতাপ-রুদ্রের শাসন করিতে পাঠান। প্রথমে প্রতাপরুদ্র অতি নিপুণতা সহকারে আলফের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে দেবগিরি পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য করেন। কিন্তু পরবৎসর আলফ্ নূতন সেনায় পরিবৃত হইয়া, বরঙ্গল অবরোধ ও প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করিয়া, দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ দরবারে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক বাৎসরিক নির্দ্ধারিত কর দিতে প্রতিশ্রুত ও মুক্তিলাভানন্তর বরঙ্গলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রতিবৎসর দেয় কর দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়া ১৩৪৩ খৃঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র বীরভদ্র পিতৃপদে অধিরূঢ় হয়েন। ইত্যবসরে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তোগলগের নিদারুণ ক্রূর ব্যবহারে সর্ব্বত্রই অশান্তি স্থাপন হইলে, বীরভদ্র হাম্পির অন্তর্গত বিজয় নগরের নরপতিরাজ হরিহর রয়ালুর সাহায্যে ১৩৪৪ খৃঃ একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন। ১৩৪৭ খৃঃ হোসেন গঙ্গু দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, গুলবর্গে ব্রাহ্মণীরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও আপন রাজ্য বিস্তার মানসে ক্রমে পূর্ব্বোত্তরে গমনপূর্ব্বক বীরভদ্রকে স্বকীয় বশে আনয়ন করেন। বীরভদ্র ব্রাহ্মণীরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নির্দ্ধারিত কর প্রতিবৎসর প্রদান করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা ব্রাহ্মণীরাজদিগের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিবৎসর নির্দ্ধারিত কর দিলেও, ক্রমে তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি ও রাজ্যসীমা কমিয়াছিল।

পরন্তু ১৪২৫খৃঃ আহম্মদ ব্রাহ্মণী (১ম) বরঙ্গল অবরোধ ও হিন্দুরাজাকে দূরীকৃত করত, উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া, অন্ধ্রদেশ শাসন করিবার জন্য, ঐ বরঙ্গলে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই সময় হইতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইয়া অন্ধ্রদেশ মুসলমান শাসনে রহিয়াছে এবং তাহার পর হইতে বরঙ্গলের প্রকৃত বিবরণ দুষ্প্রাপ্য।

আমরা বরঙ্গলে আসিয়া, কষ্টম-হাউসের কর্ম্মচারী জাহাঙ্গীর সুরাবজী মহাশয়ের আবাসে রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিন প্রাতে কাকতীয়াদিগের রাজধানী বরঙ্গল সন্দর্শনে গমন করিলাম। রেল-ষ্টেসন হইতে উহা দুই মাইল দূরে হইবে। উহার মৃৎ-দুর্গের দুইটী প্রবেশ-দ্বার। পূর্ব্বদিকেরটী 'বন্দর দরজা' ও পশ্চিম দিকেরটী 'হাইদ্রাবাদ দরজা' নামে খ্যাত। মৃৎদুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা ও উহার অভ্যন্তরে সুদৃঢ় একশীলা নগর নামে দুর্গে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। উহার উত্তর দক্ষিণ দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দ্বার অদ্যাপি রহিয়াছে। দরজার উপরিভাগে প্রস্তরফলকে সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত প্রতাপরুদ্রের অনুশাসনও অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক দরজায় তিনটি করিয়া কবাট; দুর্গের প্রাচীরে ও অভ্যন্তরস্থ পুরাতন বাটীতে হস্ত্যাদি জন্তুর অবয়ব খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়; উহা অবশ্যই জৈন ও বৌদ্ধ দেবালয় ভাঙ্গিয়া লওয়া হইয়াছিল। দুর্গাভ্যন্তরে ৫ হইতে ৩৫ ফুট দীর্ঘ প্রস্তরফলকে অনেকগুলি খোদিত

অনুশাসন দৃষ্ট হয়। মহাদেবের একটি মন্দিরের সম্মুখে নন্দির তিনটি উৎকৃষ্ট' মূর্ত্তি রহিয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে চারি দিকে চারিটী দরজার প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। উহা প্রতাপরুদ্রের প্রাসাদের দরজা ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির ও দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের নিকট অনেকগুলি ভগ্ন বাটী দৃষ্ট হয়। কিম্বদন্তী, পূর্ব্বে উহাতে কমিসেরিয়েট ষ্টোর থাকিত। পশ্চিম প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে কেল্লাদার সাহেব খাঁর প্রাসাদের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কেল্লা-দার কোরিম-উদ্দীন কাকা খাঁ দুর্গের মধ্যস্থলে বাস এবং তত্রস্থ সমস্ত জমির আয় ভোগ করিতেছেন।

দুর্গের ভিতরের অবস্থা অতি শোচনীয়। উহার ভিতরে ও বহির্ভাগে ভগ্ন গৃহের ভিত্তি অনেক দৃষ্ট হইল; কিন্তু বাসোপযোগী একটিও গৃহ দেখিলাম না। ৩০০০ হাজার ইতর লোক কেল্লাদারের অধীনে থাকিয়া, দুর্গাভ্যন্তরের অধিকাংশ জমি আবাদ করিতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! যাহা এক সময়ে হিন্দুরাজ্যের রাজধানী ছিল; হিয়ানৃসিয়ান্ যে রাজ্যের বেষ্টন ৫০০ শত মাইল দেখিয়াছেন, যাহার সমৃদ্ধিবার্ত্তা শুনিয়া পরিব্রাজক মার্কপোলও সন্দর্শনের জন্য সামুদ্রিক পোতে আরোহণপূর্ব্বক চোলমণ্ডলের 'মাতুপল্লী' গ্রামে আসিয়া পদব্রজে বরঙ্গল পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধি দর্শন ও রাজনৈতিক বৃত্তান্ত আপন ভ্রমণ-লিপিতে বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই বরঙ্গল এক্ষণে মরুভূমিতে

পরিণত হইয়াছে! দুর্গাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দেবালয় কয়েকটী ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় প্রস্তরফলকে খোদিত অনুশাসন থাকিয়া, কাকতীয়াদিগের লুপ্ত কীর্ত্তির স্মৃতি ও সংসারের অনিত্যতা জাগরূক করিয়া দিতেছে। আমরা দুর্গাভ্যন্তর পরিদর্শন ও সংসারের অনিত্যতা ভাবিতে ভাবিতে, পূর্ব্বপথাবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং পরদিবস 'হনুমৎকোণ্ডা' সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম।

ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে 'হনুমৎকোণ্ডা' সহর। উহা তৈলঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় যে সহস্রস্তম্ভ মন্দির রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। ১০৮৪ শকে মহারাজ রুদ্রদেব উহা নির্ম্মাণ করেন। সহস্রস্তম্ভ দেবালয় নামে কথিত হইলেও, উহাতে দুই শত স্তম্ভমাত্র দৃষ্ট হয়। একটি স্তম্ভে সংস্কৃত অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। উহার তারিখ ১০৮৪ শক উহাতে শ্রীরুদ্রদেব মহারাজের বিজয়বার্ত্তা বর্ণিত আছে। মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। অন্ধ্রদেশে ভাস্করকার্য্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ঐ মন্দির দৃষ্টে প্রতীত হয়। এরূপ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবালয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, যবনের দৌরাত্ম্যে উহা অস্পৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্গও অদৃশ্য হইয়াছেন। সহরটীতে অনেকগুলি লোকের বাস। পুরাতন দুর্গ পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া

থাকে। তথায় কয়েকটি শৈব মন্দির ভিন্ন আর কিছু দেখিবার নাই।

রেল ষ্টেশনের নিকট নিজামের নূতন কষ্টম-হাউস এবং তাহারই পার্শ্বে পর্ব্বতোপরি 'গোবিন্দ রাজুলু' দেবের মন্দির। পূর্ব্বে নূতন সহর গোবিন্দপেটা নামে অভিহিত হইত এবং এখনও তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। 'গোবিন্দ রাজুলু' পাহাড় ও নিজাম ষ্টেট লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নূতন সহর হইয়াছে। তাহার লোক সংখ্যা ৪০০০ হাজারের অধিক হইবে। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিদেরা 'হনুমৎকোণ্ডায়' সহস্রস্তম্ভ দেবালয় ও পুরাতন 'একশীলা' দুর্গ দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা হিন্দুনামে গর্ব্ব করিলেও, পুরাকালের হিন্দুকীর্ত্তি সন্দর্শন করিতে কদাচ আসি না। আমরা তীর্থদর্শনে গমন করি মাত্র; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বকীর্ত্তি-দর্শনে অভিলাষী, তাঁহারা কাকতীয় রাজাদিগের কীর্ত্তিস্বরূপ বরঙ্গলে একশীলা দুর্গ ও হনুমৎ-কোণ্ডায় সহস্রস্তম্ভ দেবালয় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রামেশ্বর।

রামেশ্বর দক্ষিণ দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যতীর্থ। আমরা উহা দর্শনে গমন করিলাম। স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, উভয়েই সমভাবে এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। ইহা

অতি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে উত্তর ভারত হইতে যাত্রীরা পদব্রজে এই পুণ্যতীর্থে আসিত। এক্ষণে লৌহবর্ত্ম হওয়ায়, গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ যাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্দেশের অধিবাসীরা বারাণসী পুণ্যধামে বিশ্বেশ্বরের পূজা এবং তথা হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক সম্বৎসর মধ্যে রামেশ্বরে আসিয়া, সযত্নে রামেশ্বরনাথের একাদশরুদ্রী * গঙ্গোদকাভিষেকাদি করিয়া থাকে। যে স্থান যত পুণ্যময়, সে স্থান তত পাপে পরিপূর্ণ। এখানে পাণ্ডাদিগের অত্যাচার ও প্রবঞ্চনায় গরীব যাত্রীদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তীর্থদর্শনের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি যে, এপ্রদেশে অনেক তীর্থস্থান দর্শনে ও শাস্ত্রবিধানে দেবের পূজা করিতে গিয়া, অর্চ্চক কর্ত্তৃক প্রতারিত হই নাই; সে সকল স্থানে সাধারণতঃ পাণ্ডা নাই। রামেশ্বরে অনেক ঘর পাণ্ডা। তাহারা মাসিক শত হইতে সহস্রাধিক রৌপ্যমুদ্রা উপায় করিয়া থাকে। উহাদিগের বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

রামেশ্বরে যাইতে হইলে, সাধারণতঃ রেলগাড়ি সাহায্যে মধুরায় আসিতে হয়। বেগৈ নদীর ধারে অনেকগুলি ছত্র বা পান্থশালা রহিয়াছে। পাণ্ডাদিগের

---

* একাদশ বেদপারগ ব্রাহ্মণ মহান্যাস করিয়া 'নমকম্' 'চমকম্' মন্ত্র একাদশবার সমস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিবে। সেই সময়ে পঞ্চামৃত, তীর্থোদক ও নারিকেলোদকে একাদশবার ঈশ্বরের অভিষেক হইবে।

অনুচরেরা মধুরাতে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে; কোন বৈদেশিক লোক ট্রেন হইতে অবতরণ করিবা-মাত্র তাহাকে বেষ্টন এবং আপন আপন পাণ্ডার নামাদি উল্লেখ ও গুণগান করিয়া, আগন্তুকের নাম ধাম গোত্র এবং আসিবার উদ্দেশ্যাদি জিজ্ঞাসা করত, প্রত্যেকেই স্ব স্ব পাণ্ডার আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য, সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি করে না। তৎকালে তাহারা ভৃত্যের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে। শকট বন্দোবস্ত করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে আগন্তুকের মোট ইত্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া, তাহাকে ছত্রে লইয়া যায়। তথায় তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সেবা শুশ্রূষা, আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় ও জল আনয়নাদি করিয়া, আগন্তুকের ক্লেশের লাঘব করিতে থাকে। ছত্রে অবস্থানের সময় ঐ সকল অনুচরেরা আগন্তুককে যত্ন করিতে ক্রটি করে না; দিবা রাত্র তাহার শুশ্রূষা করে, মধুরার মন্দিরে লইয়া যাইয়া সুন্দরেশ্বর স্বামীকে দর্শন করাইয়া আনয়ন করে, দোকানদার কর্ত্তৃক একটি কপর্দ্দকও যাহাতে প্রতারিত না হয়, তাহা করিয়া থাকে। অধিকন্তু, আগন্তুককে বুঝাইয়া থাকে যে, তাহাকে সঙ্গে লইলে, পথে কোন কষ্ট হইবে না এবং তাহার পাণ্ডার আবাসে আসিলে, তীর্থযাত্রা ও দেবদর্শনাদির কিছুই ক্লেশ হইবে না। তাহাদিগের মিষ্টালাপে ও শঠতাপূর্ণ যত্নে আগন্তুক মনে মনে ভাবিতে থাকেন যে, পাণ্ডা-ভৃত্য অযাচিত হইয়া, যখন এইরূপ বিনয় ও নম্রতাসহকারে সেবা শুশ্রূষা

করিতেছে, তখন না জানি, পাণ্ডা কতদূর বিনয়ী, নম্র ও ভদ্রলোক হইবে। পাণ্ডার অনুচরেরা কেবল মধুরাতেই বিচরণ করে, এরূপ নহে; তাহারা বারাণসী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, পুষ্কর ও হরিদ্বার প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ সকলেও অবস্থিতি করিতেছে। কোন নূতন ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে আসিলেই, উহারা তাহাদিগের সঙ্গ লইয়া, ভজন-ভাজন দিতে থাকে এবং কোন ব্যক্তি দক্ষিণ দেশে আসিতে স্বীকৃত হইলে, পথদর্শকরূপে সঙ্গে আইসে। ইহারা এই দক্ষিণ দেশের তিরুপতির শ্রীব্যেঙ্কটাচলে বালজীতে, শ্রী-কাঞ্চীপুরে বরদাস্বামীর মন্দিরে ও শ্রীরঙ্গম-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে বিচরণ করিতেছে এবং বৈদেশিক আগন্তুক আসিবামাত্রই পূর্ব্ববৎ সঙ্গ লইয়া, পরিদর্শকের ন্যায় আসিয়া থাকে। উহারা মাসিক বৃত্তিভোগী। সকল পাণ্ডারই অনুচর আছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইবার সময় সঙ্গে ভৃত্য না থাকিলেও, পাণ্ডার অনুচরেরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, উত্তর পশ্চিম দেশের লোক দ্রাবিড় ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, ঐ সকল অনুচরের সাহায্যে কষ্ট ভোগ করে না।

মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে, প্রথমে রাম-নাদে আসিতে হয়। ইহা মধুরা হইতে ৭২ মাইল। ঘোড়ার ঝটকা অথবা শকট-যান পাওয়া যায়। ঝটকা হর্স-ট্রান্‌সিটের ভাড়া ১০৲টাকা; প্রত্যেক ট্র্যানজিটে দুই জন যাইতে পারে এবং উহাতে গমন করিতে হইলে,

১৭।১৮ ঘণ্টামাত্র সময় লাগে। কারণ ৬ হইতে ৮ মাইল অন্তরে প্রত্যেক ট্র্যানজিটের ঘোড়া বদল হইয়া থাকে। গরুর গাড়ীর ভাড়া ৫৲ টাকা। তাহাতে চারিজন অনায়াসে যাইতে পারে। শকট রাত্রিতে চলিতে থাকে। দিবসে ছত্রে থাকিয়া, যাত্রীরা রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লয় এবং ৩।৪ দিবসে রামনাদে পঁহুছায়। রাস্তায় 'মানমধুরা' 'পরাণগুটি' ও 'পডুলর' ছত্রবাটী আছে। পডুলর পর্য্যন্ত রাস্তা পাকা এবং পডুলর হইতে রামনাদ পর্য্যন্ত কাঁচা ও দুর্গম্য।

রামনাদ, সেতুপতিদিগের রাজধানী। ইহাঁরা এক সময়ে 'মরব' প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সময়-ক্রমে অবস্থান্তর ঘটাতে, এক্ষণে জমীদারে পরিণত হইয়াছেন। সেতুপতিদিগের বিবরণ কতক পরিমাণে মধুরা-প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। মুত্তুবিজয় রঘুনাথ সেতুপতির সময়ে দর্ভশয়নের ও রামেশ্বরের মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজবর্ত্মের ধারে অনেকগুলি ছত্রবাটী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান রাজা ভাস্কর-সেতুপতি। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫শ বৎসর। এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, দুই স্ত্রী ও একটি পুত্র। জমীদারীর আয় ১২ লক্ষ টাকার অধিক, কলেক্টরি দেয় ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে। ইহাঁরা দেবসেবায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। গত নবরাত্রব্রতে ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। রামনাদে ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত 'কোদণ্ড-রামস্বামী' 'বিশ্বনাথস্বামী' 'রাণশঙ্করী' 'নীলকণ্ঠী' ও 'রাজ-

রাজেশ্বরী' দেবীর মন্দির এবং লক্ষ্মীপুরে 'বালসুব্রহ্মণ্য', 'মুত্তুরাম-লিঙ্গস্বামী' ও 'মরি-আম্মা' দেবীর মন্দিরই প্রধান। মধুরা হইতে রামেশ্বরের রাস্তায় ও রামনাদ হইতে 'দর্ভশয়ন' ও 'নব-পাষাণ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থে যাইবার রাজবর্ত্মে ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত ২০টী ছত্রবাটী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি ছত্রে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকেন। আমরা লক্ষ্মীপুরের ছত্রে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এই ছত্রবাটী অতি বৃহৎ। এখানে ব্রাহ্মণ আগন্তুকদিগের জন্য প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ তণ্ডুল ও ২৲ টাকা নগদ এবং ভিখারীদিগের নিমিত্ত মাসে ২ দুই মণ তণ্ডুল নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মধুরায় পঁহুছিলাম। উকীল সুন্দর-রাম আইয়ারের বাটীর সন্নিকটে অবস্থিতি করিলাম এবং অপরাহ্ণে সুন্দরেশ্বরের মন্দির সন্দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া, 'তিরু-জ্ঞান-সম্বন্ধ-পাণ্ডার-সন্নিধির' প্রসিদ্ধ মঠ দর্শন করিলাম। এই মঠের আদি পুরুষের নাম, মধুরার প্রবন্ধে কুব্জপাণ্ড্যর বিবরণে উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও, বর্ত্তমান মঠাধিকারী শূদ্র। যে সময়ে আমরা মঠ সন্দর্শন করিতে গমন করি, তৎকালে মঠাধিপতি রামেশ্বরে ছিলেন। তথায় তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর সন্তোষ-লাভ করিয়াছিলাম। তিনি বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী ও 'শৈববিশিষ্টাদ্বৈত'-মতাবলম্বী। অধিকন্তু, অনেকগুলি শৈব মন্দিরের ম্যানেজার।

মার্গ-শীর্ষে শুক্ল ত্রয়োদশীতে সুন্দরেশ্বরের ও রামেশ্বরের লক্ষ দীপোৎসব হইয়া থাকে। উক্ত দিবসে বহু দূরদূরান্তর হইতে সধবা ও বিধবা আগমনপূর্ব্বক মণ্ডপে বসিয়া, অতীব যত্নসহকারে গৌরী-ব্রতোৎসব সম্পাদন করে। আমরা অপরাহ্নে দেবালয়ে আসিয়া, অনেককে ব্রত করিতে দেখিয়াছিলাম। ব্রতের প্রধান অঙ্গ, অখণ্ড-দীপালোক-প্রদান ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে হোমকার্য্য। আমরা যথাবিধি দেবদর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া, সন্ধ্যাব পরে দীপোৎসব সন্দর্শনপূর্ব্বক রাত্রিতে হর্স ট্রানজিট যোগে রামনাদাভিমুখে গমন করিলাম। বেলা ১০টার সময় মানমধুরার সম্মুখে বেগৈ নদীর পরপারে যাইবার কালে স্নানাদি করিয়াছিলাম। রাত্রি ৮টার সময় রামনাদে পঁহুছিয়া রাজাদিগের লক্ষ্মীপুরের বৃহৎ লক্ষ্মী-সরোবর-তীরস্থ লক্ষ্মীবিলাস-ছত্র-বাটীতে থাকিতে স্থান পাইয়াছিলাম। এখান হইতে ১০ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে 'দেবীপুরে' নবপাষাণ, ৭ মাইল অন্তরে পশ্চিমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন এবং দক্ষিণে ২২শ মাইল দূরে 'বিট্‌লেমণ্ডপ' নামক বন্দর।

দেবীপুরের অপর নাম দেবীপত্তন। উহার উৎপত্তি বিষয়ে সেতুমাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহিষাসুরযুদ্ধে, দেবী মহিষাসুরের সমস্ত সেনা নিধন করিলে, ঐ মহিষ স্বয়ং যুদ্ধে আগমনপূর্ব্বক দেবীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, দেবীর মুষ্টি প্রহারে তাড়িত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে

আরম্ভ করিলে, দেবীও তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মহিষ অনন্যোপায় হইয়া, দশযোজনব্যাপী ধর্ম্মপুকরিণীর তোয়ে প্রবেশপূর্ব্বক লুক্কায়িত হইলে, অশরীরিণী বাণী দেবীকে এই ঘটনা বিনিবেদিত করে। তখন দেবীর আদেশে মৃগেন্দ্র ধর্ম্মপুষ্করিণীর তোয় পানপূর্ব্বক নিঃশেষ করিলে, দেবী মহিষকে সন্দর্শন ও বধ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীর উত্তরভাগে দক্ষিণোদধিতীরে স্বনামে যে পুরী নির্ম্মাণ করেন, দেবতারা তাহাকে 'দেবীপত্তন' নাম প্রদান করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাত্ম্যে সপ্তম অধ্যায়ে এবিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে।

ধর্ম্মপুষ্করিণীর অপর নাম 'চক্রতীর্থ'। ইহার উৎপত্তির বিষয় যথা—ধর্ম্ম পুরাকালে দক্ষিণ উদধিতটে দেবদেব মহাদেবের তপস্যা করিবার সময়ে স্নানার্থ দশযোজনব্যাপী তীর্থ খনন করেন। তাহাই ধর্ম্মপুষ্করিণী নামে খ্যাত হয়। ইহা দক্ষিণ উদধিতটের অনতিদূরে ক্ষীরসরের নিকটে বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে ফুল্লগ্রামসমীপে ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে বিষ্ণুপরায়ণ 'গালব' মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যক্ষে দেখা দিলেন। মুনিবর শ্রুতিসুখাবহ স্তুতি করিলে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, চারি বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন," 'বৎস গালব! তোমার তপস্যায় তুষ্ট এবং তোমার স্তোত্র ও নমস্কারে

প্রীত হইয়াছি; অধুনা বর দিবার জন্য, স্বরূপমূর্ত্তিতে তোমার সমীপে আসিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' গালব ভক্তি-নম্রভাবে কহিলেন, 'হে জগন্ময়! তোমার স্বরূপদর্শনেই কৃতার্থ হইলাম। ব্রহ্মা যাঁহাকে জানিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তির দর্শন অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে? যোগীরা যাঁহাকে দেখিতে সক্ষম নহেন, কর্ম্মযোগ দ্বারাও যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে সচক্ষে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক বর কি সম্ভবে? আমি কৃতার্থ হইলাম। হে জগৎপতে! ত্বদীয় পাদপদ্ম-যুগলে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে, এই আমার প্রার্থনা।' হরি কহিলেন, 'তুমি এই স্থানে থাকিয়া, দেহান্ত পর্য্যন্ত আমার উপাসনা কর; দেহান্তে আমার স্বরূপ লাভ করিবে। তোমার কোন বিপৎ উপস্থিত হইলে, আমার চক্র আসিয়া, তোমায় রক্ষা করিবে।' এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে গালব বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া, ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সময়ে মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাস, জাগরণ ও বিষ্ণু-পূজা করিয়া, পরদিন পুষ্করিণীতে স্নান ও নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করণানন্তর হরির পূজা করত, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন; এমন সময়ে বশিষ্ঠশাপভ্রষ্ট রাক্ষসরূপী "দুর্দ্দম" ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে গালবকে আহারার্থ গ্রহণ করিল, তাহাতে তিনি বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সেই ভক্তার্ত্তিহারী ভগবান্

ভক্তের ত্রাণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন। চক্র সত্বর আসিয়া, রাক্ষসকে সংহার করিয়া, গালব মুনিকে উদ্ধারপূর্ব্বক ধর্ম্মপুষ্করিণীকে নিরাপদ করিবার জন্য, তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। তদধিব উহা চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহা এক সময় দর্ভশয়ন হইতে দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উৎপ্লুত হইয়া, জীবোৎপীড়ক হইলে, সংসার-নাশের আশঙ্কায় ইন্দ্র তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। তখন উহারা দক্ষিণ সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লয়। কোন কোন পর্ব্বত চক্রতীর্থে পতিত হয়, তাহাতে উহার গর্ভ পূরিয়া যায়। এই কারণে, এখন দর্ভশয়ন ও দেবীপত্তন দুই স্থানে দুইটী চক্রতীর্থ হইয়াছে। এতদ্বিষয় সেতু-মাহাত্ম্যে তৃতীয় অধ্যায় হইতে ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ বর্ণিত আছে। চতুর্ব্বিংশতি সেতুতীর্থের ইহা প্রথম তীর্থ।

রামচন্দ্র সেতুনির্ম্মাণ করিবার সময়, দেবীপুরে নব-পাষাণ প্রতিষ্ঠা করেন, উহা পুণ্যতীর্থ। সাধারণ রামে-শ্বর-যাত্রীরা রামনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণ-পূজা ও চক্রতীর্থে স্নান এবং সেতুনাথের পূজা করিয়া থাকেন। (যথা—সেতুমাহাত্ম্যে ৭।৫১—৭৩।)

শ্রীসূত উবাচ।

"মহাদেবাভ্যনুজ্ঞাতো রামচন্দ্রোঽতিধার্ম্মিকঃ।
স্থাপয়িত্বা স্বহস্তেন পাষাণনবকং মুদা ॥

সেতুমারব্ধবান্বিপ্রা যাবল্লঙ্কামতন্দ্রিতঃ।
সিংহাসনং সমারুহ্য রামোনলকৃতং শুভম্॥
বানরৈঃ কারয়ামাস সেতুমব্ধৌ নলাদিভিঃ।
পর্ব্বতান্ শাখিনো বৃক্ষান্ দৃষদঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ান্॥
তৃণানি চ সমাজহ্রুর্বানরা বনমধ্যতঃ।
নলস্তানি সমাদায় চক্রে সেতুং মহোদধৌ।
পঞ্চভির্দিবসৈঃ সেতুর্যাবল্লঙ্কা সমীপতঃ॥
দশযোজনবিস্তীর্ণ শতযোজনমায়তঃ।
কৃতঃ সেতুর্নলেনাব্ধৌ পুণ্যঃ পাপবিনাশনঃ॥
দেবীপুরস্য নিকটে নবপাষাণরূপকে।
সেতুমূলে নরঃস্নায়াৎ স্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে॥
চক্রতীর্থে তথা স্নায়াদ্ভজেৎ সেত্বধিপং হরিম্।
দেবীপত্তনমারভ্য যৎকৃতং সেতুবন্ধনম্॥
তৎসেতুমূলং বিপ্রেন্দ্রা যথার্থং পরিকল্পিতম্।
সেতোস্তু পশ্চিমাকোটির্দর্ভশয্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
দেবীপুরী চ প্রাক্কোটিরুভয়ং সেতুমূলকম্।
উভয়ং পুণ্যমাখ্যাতং পবিত্রং পাপনাশনম্॥
যৎসেতুমূলং গচ্ছান্তি যেনমার্গেণ যে নরাঃ।
তত্তন্মার্গ গতাস্তে তে তস্মিংস্তস্মিন্ বিমুক্তিদে॥
স্নাত্বাদৌ সেতুমূলেতু চক্রতীর্থে তথৈব চ।
সংকল্পপূর্ব্বকং পশ্চাদ্গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্॥
দেবীপুরে তথা দর্ভশয্যায়ামপি ভূসুরাঃ।
চক্রতীর্থে শিবে স্নানং পুণ্যং পাপবিনাশনম্॥
স্মরণাদুভয়ত্রাপি চক্রতীর্থস্য বৈ দ্বিজাঃ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি লক্ষজন্ম কৃতান্যপি॥
জন্মাপিবিলয়ং যাযান্ মুক্তিশ্চাপি করেস্থিতা।
চক্রতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

ভূলোকে যানিতীর্থানি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ।
চক্রতীর্থস্য তান্যদ্ধা কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
আদৌ তু নবপাষাণ মধ্যেঽব্ধৌ স্নানমাচরেৎ।
ক্ষেত্রপিণ্ডং ততঃ কুর্য্যাচ্চক্রতীর্থে তথৈব চ॥
সেতুনাথং হরিং সেবেৎ স্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে।
এবং হি দর্ভশয্যায়াং কুর্য্যাস্তন্মার্গতো গতাঃ॥
আরূঢ়ং রামচন্দ্রেণ যো নমস্কুরুতে জনঃ।
সিংহাসনং নলকৃতং ন তস্য নরকাত্তয়ম্॥
সেতুমাদৌ নমস্কুর্য্যাদ্রামং ধ্যায়ন্ হৃদামুদা।
রঘুবীরপদন্যাস পবিত্রীকৃতপাংসবে॥
দশকণ্ঠশিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ।
কেতবে রামচন্দ্রস্য মোক্ষমার্গৈকহেতবে॥
সীতায়ামানসাংভোজ ভানবে সেতবে নমঃ।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাদৌ মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজাঃ॥
ততো বেতালবরদং তীর্থং গচ্ছেন্মহাবলম্॥"

নবপাষাণ সেতুমূলে স্থাপিত। অতএব এখানে সপ্ত-খণ্ড পাষাণ প্রদান করিয়া, সাগর-স্নানপূর্ব্বক বিশুদ্ধাত্মা হইয়া দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিলে, তাঁহারা তৃপ্ত হন, এবং পিণ্ডদাতাও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যথা,—৩০।১২৮ শ্লোক।

"পিতৃণাং তৃপ্তিদং স্থানত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্।
সেতুমূলে ধনষ্কোট্যাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥"

ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কা-গমনের জন্য, দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ-পরিসরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন

রামায়ণে বর্ণিত সেই সেতুর পরিসর ১০ যোজন হইলেও, দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ ২৬ মাইলের উপর হইবে না।

সাউথ ইষ্ট-মনসুন অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বায়ু বহিবার সময় যে সকল পোত 'নগ্নপত্তন' হইতে পাম্বম্ বন্দরে যাতায়াত করে, তাহারা নবপাষাণে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। অতএব অনেক যাত্রী সেই বোটে চড়িয়া, নবপাষাণ হইতে পাম্বমে আইসে। নবপাষাণ সন্দর্শন, পূজা ও সাগরস্নান, রামেশ্বর-তীর্থযাত্রার প্রধান অঙ্গ হইলেও, সময়াভাবে আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই নাই।

দর্ভশয়নে ভগবান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবশাসিত বানরসেনায় পরিবৃত হইয়া, সাগরতীরে আগমনপূর্ব্বক সেই অগাধ নক্র-ব্যাল-সঙ্কুল ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ শতযোজনব্যাপী সাগর দেখিয়া, বরুণের সাহায্য প্রত্যাশায় দর্ভোপরি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। অতএব ইহাও একটি উৎকৃষ্ট তীর্থ ইহার সবিস্তার বর্ণনা পৃথক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

রামনাদ হইতে মণ্ডপের রাজবর্ত্ম অতি কদর্য্য। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দুই-সারি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী থাকিয়া, পুরাতন রাজবর্ত্মের পরিচয় দিলেও, ঐ রাস্তাটী আশপাশের জমীর অপেক্ষা ২ হইতে ৩ ফুট নিম্ন হইয়া গিয়াছে। ডিসেম্বর মাস "নর্থ ইষ্ট মনসুনের" শেষ বর্ষা। এবৎসর মরবদেশে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল।

এতদ্দেশবাসী অনেকেই কহিলেন, এরূপ বর্ষা তাহারা বহুদিন দেখেন নাই। সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত। তজ্জন্য চারি দিক শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিশোভিত হইয়া, কৃষকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল। রাজবর্ত্মোপরি ৩।৪ ফুট জল থাকাতে, যাতায়াতের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। আমরা লক্ষ্মীবিলাসছত্রে থাকিয়া, (১) বিট্‌লে-মণ্ডপের রাস্তার দুর্গতির বিষয় কতকটা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু উপায়াভাবে শকটারোহণে উহা অতিক্রম করিতে বাধ্য হই। আহারান্তে ন্যূনাধিক অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শকটে করিয়া রওনা হইলাম এবং রাত্রি এক ঘটিকার সময় অর্দ্ধেক রাস্তায় ছত্রবাটীতে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিবস বেলা ১২টার সময় বিট্‌লে-মণ্ডপে পঁহুছিলাম। প্রথমে আমাদের সহিত কোন পাণ্ডার লোক ছিল না। আমরা মধুরা হইতে যে পাণ্ডাকে তারে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহার লোক আসিয়া পঁহুছে নাই। আমরা দ্রাবিড়ভাষায় অনভিজ্ঞ; বিশেষতঃ মরবদিগের প্রাদেশিক ভাষা আমাদিগের নিকটে গ্রীক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীপুর হইতে দুই মাইল আসিলে পর, সৌভাগ্যক্রমে শালিগ্রাম রঘুনাথ পাণ্ডার অনুচরদ্বয় বিট্টলে-মণ্ডপ হইতে রামনাদাভিমুখে যাইতে-

---

(১) মধুরা হইতে পাম্বম্ পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুতের নিমিত্ত সর্ভে (জরিপ) হইয়া, নক্সা ও এষ্টিমেট (মূল্যনিরূপণ) হইয়াছে। রূপার মূল্য হ্রাস হওয়ায় রাজস্ব অনাটনহেতু উহা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে। ঐ বর্ত্ম সম্পূর্ণ হইলে, যাত্রীগণ ৫ ঘণ্টা সময়ে মধুরা হইতে পাম্বমে পঁহুছিতে পারিবে।

ছিল, আমাদিগের গাড়ী বিট্‌লে-মণ্ডপাভিমুখে গমন করিতেছে। অধিকন্তু, কোন পাণ্ডার অনুচর সঙ্গে নাই, দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন আমাদিগের সঙ্গ লইল ও অযাচিত হইয়াও আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল, আবশ্যক মতে গাড়ী টানিতে বা ধরিতে আরম্ভ করিল। এক যোড়া গরু দুর্ব্বল ছিল, দুর্গম জলপূর্ণ বর্ত্মে গমন করাতে ত্বরায় ক্লান্ত হইয়া বহনে অক্ষম হইল। এই পাণ্ডার অনুচর তৎকালে আমাদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। সে ব্যক্তি পরদিবস গ্রামে যাইয়া, অপর এক গাড়ী ঠিক করিয়া না আনিলে, হয়ত আমরা বিট্‌লে-মণ্ডপে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারিতাম না।

বিট্‌লে-মণ্ডপ অতি প্রাচীন স্থান। কয়েকটী প্রাচীন মন্দির ও মণ্ডপের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিলাম। পূর্ব্বে অনেকগুলি মণ্ডপ ছিল বলিয়া, বন্দরের নাম বিট্‌লে-মণ্ডপ হইয়াছে। এখান হইতে পোত পাম্বমে যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। যে সকল কুলি সিলোনের কফি-উদ্যানে কাজ করিতে যায়, তাহাদিগের অনেকেই এই স্থানে পোতে করিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করে। মণ্ডপের সম্মুখে একটি ল্যাণ্ডিং ঘাট। রামনদের ভাস্কর সেতুপতি কয়েকদিবস পূর্ব্বে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া, ঘাটটীর উপর প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করাতে সুশোভিত হইয়াছিল। মণ্ডপগুলি যাত্রীদিগের জন্য হইলেও, অন্যরূপে ব্যবহৃত

হইতেছে; অথবা গরু ও মহিষের আবাসগৃহে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কোন সময় যাত্রীরা মণ্ডপে আসিয়া, হাওয়ার বেগতিকে অপর পারে যাইতে সমর্থ না হইলে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রবাটীর দ্বারে অধিক শুল্ক দিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। আমরা আসিবামাত্রই, পোতাধ্যক্ষেরা বেষ্টন করিয়া, আপন আপন পোতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। পাণ্ডার অনুচর একটি পোত স্থির করিয়া কহিল যে, তথা হইতে পাম্বম্ চারি মাইল দূর এবং বায়ু অনুকূলে বহিতেছে এক ঘণ্টারমধ্যে পরপারে পৌঁছাইয়া দিবে। সেই স্থানে পণ্যশালা, ছত্রবাটী ও মিষ্ট জলের ইঁদেরা আছে। তথায় যাইয়া আমরা আহারাদি করিতে সমর্থ হইব এবং কোন কষ্ট হইবে না। সামান্য দেশী বোটে ৪মাইল সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে কম সাহসের কথা নহে। এদিকে নাবিকেরা কহিতে লাগিল, হয় বাতাস বন্ধ হইয়া যাইবে, না হয় অত্যন্ত বাতাস উঠিবে। পোত বাতাসের সাহায্যে পালভরে চলিয়া থাকে, তাহাতে দাঁড় টানিবার বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং বাতাস না হইলে, পোত চলিবে না। মৃদু হাওয়ায় তটের ধারে সামুদ্রিক তরঙ্গের যে উর্ম্মি উঠিতেছিল, তাহা গঙ্গার বর্ষা কোটালের বাণের উর্ম্মি হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। হাওয়া উঠিলে তরঙ্গ বাড়িবে। অতএব আমরা সত্বর মিষ্ট জলের ইঁদারা হইতে জল লইয়া স্নান ও মিষ্টান্ন আহার করিয়া, ত্বরায় পোতে উঠিলাম। প্রথমতঃ পোত কিনারা

হইয়া, ২ মাইলের অধিক যাইলে, পাম্বম্ বন্দরের সম্মুখে আসিয়া, পাম্বম্-যোজক পার হইল। এই পাম্বম্-যোজকের মধ্যে ভারত খণ্ডের তীর হইতে পাম্বম্ পর্য্যন্ত একটি জলমগ্ন পাহাড় গিয়াছে, তাহাই রাম-সেতুর কিয়দংশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ভাটার সময় সেই শৈলের উপর হইয়া লোকে পদব্রজে পারাপার হইত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ছোট ষ্টীমারের গতিবিধির জন্য পাম্বম্ তীরের দিকে সহস্র ফুট পরিসর শৈল ডাইনামায়িটের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছেন। এখন তথায় ভাটার সময় ১৮ ফুট জল থাকে। অতএব যে সকল ষ্টীমার ১৬ ফুট জল কাটে, তাহা যোজকের পারাপারে গমনাগমন করিতেছে।

আমরা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া, বন্দরঘাট হইতে কলিয়ানৃপিল্লের ছত্রে আশ্রয় লইলাম, আমাদিগের পাকাদি হইতে থাকিল। আমি সব্-ম্যাজিষ্ট্রেট রাজ-রত্তন-পিল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। রামেশ্বরে থাকিবার জন্য তিনি পৃথক বাটী স্থির করিয়া দিলেন। ব্যেঙ্কটরাম আয়ার নামে রামেশ্বর নিবাসী কোন উকীলের দ্বারা দেবালয় সন্দর্শনের সুবিধার জন্য টেম্পেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। যে পাণ্ডাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন লোক পাম্বমে আইসে নাই। শালিগ্রাম রঘুনাথের অনুচর কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া, তাহার প্রভুকে পাণ্ডাত্বে লইতে স্থির করিলাম। ছত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া,

আহারান্তে নিকটস্থ দেবালয় সন্দর্শন ও সাগরতীর্থে স্পর্শ-স্নান করিয়া সন্ধ্যার পর রামেশ্বরে আসিলাম। প্রত্যাবৃত্তের সময় পাম্বমে দর্শনোপযোগী স্থানগুলি পরিদর্শন করি। অতএব পাম্বমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই সময়ে প্রদত্ত হইবে।

পাম্বম্ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ। রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে ও পাম্বম্‌বন্দর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজবর্ত্ম অতি পরিস্কার, পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সমভাবে পরিশোভিত। পদব্রজে ক্লান্ত পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য রথ্যপার্শ্বে যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। সে দিবস পৌর্ণমাসী ছিল; বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া চন্দ্রকণা বর্ত্মোপরি পতিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছিল; চতুর্দ্দিকে শ্যামল নীল-সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত। ১৫ই ডিসেম্বর হইলেও, পূর্ণ-বসন্ত মূর্ত্তিমান থাকিয়া, সকলের মনে তৎকালোচিত ভাবোদয় করিতেছিল। আমরা হর্সট্রানৃজিটে বসিয়া, প্রকৃতির সেই মনহারিণী শ্রমনাশিনী সোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রামেশ্বরের পাণ্ডাষ্ট্রীটে আসিলাম। ট্রানৃজিটের শব্দ পাইবামাত্র রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইল; পাণ্ডা ও পাণ্ডার অনুচরেরা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইল; কেহ কহিতে থাকিল 'মহাশয় আমার বাটীতে আসুন', কেহ কহিল 'আপনার বাটী কোথায়? নাম গোত্র কি, কোথা হইতে আসিতেছেন'? কেহ কহিল

'আপনারাতো অমুক সময় অমুক জায়গায় ছিলেন, আমার অমুক অনুচর আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম আপনাদিগকে দিয়া আপনাদিগের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে লিখিয়াছে। আমি আমার অমুক অনুচরকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি সে কি মথুরার ষ্টেশনে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঙ্গে আইসে নাই'? কেহ কহিল 'বাঙ্গালায় হুগলি জেলার অমুকের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ বলুন? তিনি আমার যজমান, তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সূত্রে আপনিও আমার যজমান'। কেহ কহিল 'মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী বাবুদের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছেত? আমার বাটীতে আসুন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না, তিনি আমার যজমান'। এইরূপ প্রত্যেক পাণ্ডা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহাদের সকলকে যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদানে নিরস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাটীর দিগে গাড়ী লইতে কহিলাম, কিন্তু শালিগ্রাম পাণ্ডার অনুচর, প্রভুর দ্বারদেশের সম্মুখে আসিয়া, চালকদিগকে ইঙ্গিতে গাড়ী দাঁড় করাইয়া কহিল, বাটীর সম্মুখে আসিয়াছে, আপনারা অবতরণ করুন'। কাহার বাটী জিজ্ঞাসা করাতে তাহার উত্তর না দিয়া, তথায় থাকিলে আমাদিগের কোন কষ্ট হইবে না, বাটী পরিষ্কার; কক্ষ বৃহৎ ও সজ্জিত ইত্যাদি কহিতে থাকিল। ইতিমধ্যে আরও দশাধিক অনুচর আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল ও আমাদিগের লগেজ্ নামাইতে

উপক্রম করিলে, আমি তাহাদিগের কুহক বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, 'না মহারাজ! খপরদার, এরূপ চেষ্টা করিওনা, যে বাটীতে রাজরতনপিল্লে থাকিবার স্থির করিয়া দিয়াছেন তথায় চল, আমরা তথায় থাকিব, অন্যত্রে থাকিব না, যদি অন্যথা করিবার চেষ্টাকর, তবে জানিও তোমার পাণ্ডাকে লইতেছি না, রামনাথ শাস্ত্রীকে পাণ্ডা লইব, সামান্য লোক ভাবিওনা, হয় ত পরে তোমাকেও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দণ্ড পাইতে হইবে'। তখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, সে বাটী যেখানে তথায় গাড়ী যাইবে না, তজ্জন্য এইখানে থাকিবার স্থান স্থির করিতেছি। তখন আমি কহিলাম, ভাল আমরা পদব্রজে যাইতেছি। এই বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে আসিতে থাকিলাম। পূর্ব্বোক্ত রাজবর্ত্ম দেবালয়ের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মথুরাপুরীর দেবালয়ের অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রশস্ত রাস্তা, ইহাতে অধিক পরিমাণে বালি থাকায় বোঝাই গাড়ি সহজে যায় না। আমরা পূর্ব্বদিক হইতে উত্তরদিক হইয়া, পশ্চিম দিকের নির্দ্দিষ্ট আবাসে আসিলাম। এই আবাসের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত উকীল মহাশয়ের ভবন। আমরা আসিবামাত্র তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, দেবালয় সন্দর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, পরক্ষণেই রঘুনাথ পাণ্ডাজী আসিয়া কহিলেন, 'দেবসন্দর্শনের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেবা-

লয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কন্দস্বামী মুদেলিয়ার ফুলচন্দন লইয়া আসিতেছে'। পরক্ষণেই ১০।১৫ জন লোক পশ্চিম গোপুরবিশিষ্ট তোরণ পার হইয়া আমাদের দিকে আসিতে থাকিল, তাহাদের অগ্রে অগ্রে মশাল ও বাদ্য বাজিতেছিল, তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, পাণ্ডাজী স্কন্দস্বামীর পরিচয় দিয়া তাহার কর্ত্তব্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সহিত ইংরাজিতে বাক্যালাপ করিয়া জানিলাম যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক দীর্ঘদর্শনে আসিলে তিনি (স্কন্দস্বামী) ম্যানেজারের প্রতিনিধিরূপে ফুল-চন্দন প্রদানপূর্ব্বক আগন্তুকের সম্মান করিতে বাধ্য। তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছেন বলিয়া স্বহস্তে আমাদের গাত্রে চন্দন ম্রক্ষণ করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। তৎপরে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডাজী রামেশ্বরদেব সন্দর্শনে লইয়া যাইতে চাহিলে, পাণ্ডার অনুচরকে মুদ্রা দিয়া কহিলাম শীঘ্র করিয়া নারিকেল ও পান-সুপারী আদি আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া আইস। পাণ্ডাজী তাহা শুনিবামাত্র নিষেধ করিয়া কহিলেন, অদ্যকার দর্শনে উহা আবশ্যক নাই এবং অর্চ্চনা করাইবারও সময় নাই, চিরপ্রথানুসারে যাত্রী রামেশ্বরে আসিয়াই দেব সন্দর্শনে যাইবে," পাণ্ডা সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দর্শাইয়া দিবে এই বলিয়া তাঁহাদের ক্ষমতার পরিচয়ের স্বরূপ কহিলেন, যে মুক্তগাছার আচার্য্য-চৌধুরী জমীদারদিগের কোন

বিধবা রমণী স্বীয় অনুচরের সহিত বারাণসী হইতে, রামেশ্বর মহাধামে আসিয়াছিলেন, তৎকালে অধিক রাত্রি হওয়ায় দেবালয়ের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আসিবা মাত্রই কহিলেন যে, তিনি অনাহারে আছেন, দেব সন্দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার আগ্রহ ও নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি রাত্রি তিনটার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জাগরিত করিয়া দেবালয়ের কপাটের শিলমোহর কাটাইয়া তাহা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক আচার্য্য-চোধুরাণীকে সমস্ত দেব সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিতে অন্য কেহ সমর্থ হয় নাই। আমি অবশ্য তাঁহার গৌরব শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তদনন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্বাদশাধিক হিন্দুস্থানী অনুচরে পরিবৃত হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডাজী এক এক করিয়া সমস্ত দেবতাদিগকে দেখাইতে থাকিলেন, প্রত্যেক দেবালয়ের দ্বারে আসিবা মাত্রই অর্চ্চক যত্ন-সহকারে কর্পূরালোকে দেবের মুখ ও শরীর দর্শাইয়া তত্তৎ দেব দর্শনের ফলশ্রুতি ব্যক্ত করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাণ্ডাজী কহিয়াছিলেন অদ্যকার দর্শনে একটি পয়সাও খরচ হইবে না, কিন্তু প্রথমে যে দেব দর্শন করিলাম, তাহার অর্চ্চক আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া দক্ষিণা প্রার্থি হইলে পাণ্ডাজীকে কহিলাম, মহারাজ! আপনি আবাসে কহিলেন, পয়সার আবশ্যক নাই, টাকাও ভাঙ্গাইতে দিলেন না, এক্ষণে

কোথা হইতে দক্ষিণা দিব? পাণ্ডাজী অপ্রতীভ হইয়া অর্চ্চককে দ্রাবিড়ীতে কহিলেন, তোমাদের প্রাপ্য পরে পাইবে. তখন হইতে পাণ্ডাজী সকল অর্চ্চকেই সেই-রূপ কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কত দেব সন্দর্শন করাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ঠিক স্মরণ নাই, তবে এই কার্য্যে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাণ্ডাজীর অনুগতিতে অনুচরেরা দেবালয়স্থিত কূপ হইতে পানীয় জল আনিয়া দিল, তদনন্তর তিনি দুই জন অনুচরকে সর্ব্বদা আমাদিগের পরিচর্য্যায় উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা দিয়া পর দিবস প্রাতে আসিবেন কহিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন। আমরা কথঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সে রাত্রি কাটাইলাম।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সেতুমহাত্ম্য দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বিভক্ত। এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক বঙ্গদেশে মুদ্রিত হইয়াছে কি না জ্ঞাত নহি, কিন্তু সেতুমাহাত্ম্যের সংক্ষেপ বিবরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বঙ্গবাসীর জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্থলে তাহা সংগৃহিত হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৪-১১০ শ্লোকে চতুর্ব্বিংশতি প্রধানতম তীর্থের নামোল্লেখ যথা,—

১। চক্রতীর্থ।

২। বেতালবরদ তীর্থ।

৩। পাপবিনাশন তীর্থ।

৪। সীতাসর তীর্থ।

৫। মঙ্গল তীর্থ।

৬। অমৃতবাপিকা তীর্থ।
৭। ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ।
৮। হনুমৎকুণ্ড তীর্থ।
৯। অগস্ত্য তীর্থ।
১০। শ্রীরাম তীর্থ।
১১। শ্রীলক্ষ্মণ তীর্থ।
১২। জটা তীর্থ।
১৩। শ্রীলক্ষ্মী তীর্থ।
১৪। অগ্নি তীর্থ।
১৫। চক্রতীর্থ দ্বিতীয়।
১৬। শ্রীশিব তীর্থ।
১৭। শঙ্খ তীর্থ।
১৮। যামুন তীর্থ।
১৯। গঙ্গা তীর্থ।
২০। গয়া তীর্থ।
২১। কোটী তীর্থ।
২২। সাধ্যামৃত তীর্থ।
২৩। মানসাখ্য সর্ব্বতীর্থ।
২৪। ধনুষ্কোটি তীর্থ।

১। আমরা ১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বেই চক্রতীর্থ বিষয়ে বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২। বেতালবরদ তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে ৮ম এবং ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত। ইহা উত্তর উদধিতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত। নামোৎপত্তি

বিষয়ে পৌরাণিকী কথা যথা,—পুরাকালে গালব ঋষির কন্যা কান্তিমতি রূপযৌবনসম্পন্না হইলেও পিতার পূজার কারণ পুষ্প চয়নে একাকিনী আশ্রমের বহির্ভাগে গহন বনে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন এমন সময়ে 'সুদর্শন' ও 'সুকর্ণ' নামে বিদ্যাধর কুমার দ্বয় তাহাকে সন্দর্শন করেন। তথা 'সুদর্শন' কান্তিমতির রূপযৌবনে মোহিত হইয়া তাহাকে প্রলোভনে স্ববশে আনিবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে বলপ্রয়োগে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বিমানোপরি তুলিয়া প্রস্থান করিতে থাকিল, অপর ভ্রাতা তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইল না। কান্তিমতি অনন্যোপায় হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিল; গালব ঋষি উহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে মুক্ত করত কন্যাপহারক সুদর্শনকে শাপ প্রদান করেন যে, 'মানুষরূপধারী হইয়া নানা কষ্ট পাইয়া সহসা বেতালত্ব প্রাপ্ত হইবে ও মাংস শোণিত ভুক্ হইবে।' তথা তাহার ভ্রাতা সুকর্ণকে সন্দর্শন করিয়া অভিসম্পাত দিলেন যে, 'তুমি তোমার ভ্রাতার দুষ্কার্য্যে প্রতিবন্ধক হও নাই বলিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে ও বিদ্যাধর বিজ্ঞাপ্ত-কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত হইবে।' অনন্তর বিদ্যাধর ভ্রাতা দ্বয় গালব মুনির শাপবশতঃ যমুনাতট বাসী গোবিন্দ স্বামী নামক কোন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুদর্শন 'বিজয়াশোক দত্ত' ও সুকর্ণ 'অশোক দত্ত' নাম ধারী হয়। দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি জনিত আপৎকাল উপস্থিত হইলে গোবিন্দ স্বামী

দেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে গমন করেন, পথিমধ্যে প্রয়াগস্থ মহাবট মূলে কোন যতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আশীর্ব্বাদ করণানন্তর সতর্ক করিয়া কহিয়াছিলেন, অদ্য রাত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের সম্ভব আছে। রাত্রিতে হিম-শিখরযুক্ত শিতল বায়ু বেগে বহিতেছিল। গোবিন্দ স্বামীর বৃদ্ধ পিতা তাহাতে প্রপীড়িত হইয়া অগ্নি আনয়ন করিতে, কহিল, বিজয়াশোকদত্ত নগরে অগ্নি না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, পৌরজনেরা নিদ্রাগত কেহ পাবক দিল না। বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল তোমার কথা মিথ্যা, ঐ দেখ এই পুরের অদূরে অগ্নি শিখা জ্বলিতেছে, শীত নিবৃত্ত কারণ তথা হইতে অগ্নি আনয়ন কর। তৎশ্রবণে গোবিন্দ স্বামী কহিল উহা চিতানল, অতএব অসেব্য, স্পর্শ দূষিত, যে উহা সেবন করে, তাহার আয়ু ক্ষয় হয়; অতএব উহার স্পর্শে আপনার আয়ু নষ্ট হইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ পিতা কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, উহা শবানলই হউক বা দগ্ধানলই হউক আনয়ন কর, নচেৎ আমার মৃত্যু হইবে। গোবিন্দ স্বামী যতির বাক্য স্মরণ করিয়া অপত্য-স্নেহবশতঃ স্বয়ং শ্মশানে গমন করিল, বিজয়াশোকদত্ত কালের বশবর্ত্তী হইয়া পিতার পশ্চাৎ যাইল, তাপের নিকট আসিয়া চিতানলে অস্থি সমূহ বিকীর্ণ দেখিয়া পিতাকে কহিল রক্তাম্বুজসন্নিভ অগ্নিতে প্রদীপ্ত এই বর্ত্তুল কি? পুত্রের ঐ কথা শুনিয়া ব্রহ্মসত্তম গোবিন্দ স্বামী কহিল অনল

স্থালে কপালস্থ বসা রক্তাম্বুজ সদৃশ দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিজ-পুত্র তাহা শ্রবণ করিবা মাত্রই কাষ্ঠাগ্রে তাহা তাড়ন করিলে বসা ছটকাইয়া তাহার মুখে পড়িল, সে পুনঃ পুনঃ জিহ্বা লেহন করিয়া বসার আস্বাদন পাইল, পরক্ষণেই কপাল গ্রহণ করিয়া সমস্ত বসা পান করত অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় ও তীক্ষ্ণদংষ্ট্র হইয়া বেতালত্ব পাইল, তখন তাহার অট্টহাস-ঘোষে দিক্ প্রদিক্, আকাশান্তরীক্ষাদি প্রতিশব্দিত হইল, ঘোর রবে পিতাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ অশনিবাণী হইল পিতৃহত্যায় সাহস করিও না; সে তাহা আকর্ণ করিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে গমন করত অপর বেতালদিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর বিপ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্র অশোকদত্ত ও ভার্য্যার সহিত অনেক বিলাপ করিল; ও বণিক সমুদ্রদত্তের আবাসে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে থাকিল। কনিষ্ঠ পুত্র শাস্ত্রে ও শস্ত্রে বিচক্ষণ হইল, ক্রমে কাশিরাজের সহিত পরিচিত হইলে রাজা তাহার বলবিক্রম ও বুদ্ধি প্রাচুর্য্যে প্রীত হইয়া আপন কন্যা মদনলেখাকে তাহার করে অর্পণ করিল। তদনন্তর কদাচিৎ কোন সময়ে রাজাজ্ঞায় স্বর্ণপদ্ম আনয়ন করিতে যাইয়া বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক বিদ্যা-ধরকে দর্শনপূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্ত ও মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া স্বরূপত্ব লাভ করিল। তদনন্তর তাহারই নিকট পূর্ব্বশাপবৃত্তান্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, তাহারই মন্ত্রণায় বেতালরূপী আপন ভ্রাতাকে দক্ষিণ

সমুদ্রতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত, ব্রহ্ম সনকাদি সেবিত শীকরস্পর্শমাত্রে মহাপাতক নাশক অতি পুণ্যতীর্থে আসিয়া ভ্রাতাকে কহিল, গালব মুনির শাপে তোমার এই ঘোররূপ হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া মুনিশাপ হইতে মুক্ত হও। তৎকালে বায়ু-যোগে তীর্থ-শীকর বেতালের গাত্রে পতিত হইবামাত্রই তাহার সংস্পর্শে বেতালত্ব ঘুচিয়া দ্বিজপুত্রত্ব লাভ করিল। তদনন্তর সঙ্কল্প করত স্নান করিবামাত্রই শাপ-মুক্ত হইয়া স্বরূপধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন হইতে উহা 'বেতালবরদ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভূতলে এরূপ পুণ্যতীর্থ হয় নাই ও হইবেও না, যখন ইহার শীকরস্পর্শমাত্রেই বেতালত্ব বিনষ্ট হয়, তখন স্নানের মহিমা কি বলিব। যাহারা চক্রতীর্থের দক্ষিণস্থ এই সুবিজ্ঞাত বেতালবরদে আগমনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া স্নানান্তর বেদবিদ ব্রাহ্মণকে গো, ভূমি, তিল, রজত, কাঞ্চন, যথাসাধ্য দান করিবে, তাহারা জীবন্মুক্ত হইবে। ইহার মাহাত্ম্যবিষয় সেতুমাহাত্ম্যে ৯।৮৩—৮৮ শ্লোকে যথা,—

"তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধং।
বেতালত্বং বিনষ্টং যৎ শীকরস্পশমাত্রতঃ।
যা ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে॥
স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তাভবন্তিতে।
এতত্তীর্থসমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ "

ঘোরাং বেতালতাং ত্যক্ত্বা দিব্যতাং স যদাপ্তবান্।
অত্র সঙ্কল্প্য চ স্নাত্বা বেতালবরদে শুভে।
পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ নিয়মান্বিতঃ॥”

৩। গন্ধমাদনপর্ব্বত। এখন যাহাকে পাম্বম্ ও রামেশ্বর কহে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন। অতএব ৩ সংখ্যক হইতে ত্রয়োবিংশ তীর্থগুলি এই গন্ধ-মাদন পর্ব্বতে স্থিত। দশম অধ্যায়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের সবিস্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দর্শক রামেশ্বরে যাইয়া, সেতু-মাহাত্ম্যোক্ত বর্ণনার এক শতাংশের একাংশও দেখিতে পাইবেন না। গন্ধমাদন পিণ্ডদানের একটি প্রধান তীর্থ। যথা,—

“সেতুমূলং ধনুষ্কোটিগন্ধমাদনমেব চ।
ঋণমোক্ষ ইতি খ্যাতমুত্তমং দেবনির্ম্মিতম্॥”

গন্ধমাদনের বায়ু অঙ্গে লাগিলে, কোটি ব্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমনাদি মহাপাতক নাশ হইয়া থাকে। যথা,—১০।৯ হইতে ১১ শ্লোক।

“তস্য দর্শনমাত্রেণ বুদ্ধিসৌখ্যং নৃণাং ভবেৎ।
তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোষিতঃ।
পূজয়ন্তি সদাকালং শঙ্করং গিরিজাপতিম্॥
কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
অঙ্গলগ্নৈর্ব্বিনশ্যন্তি গন্ধমাদন-মারুতৈঃ॥”

রামেশ্বরে আসিয়াই সাগরে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া গন্ধমাদনে পিণ্ড দিবে। পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ তুষ্ট হন। যথা,—১০।১৮—১৯ শ্লোক।

"অব্ধৌ তত্র নরঃ স্নাত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাদপি সর্ষপমাত্রকম্॥
তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরস্তস্য যাবদ্‌যুগক্ষয়ঃ।
শমীদলসমানান্ বা দদ্যাৎ পিণ্ডান্ পিতৄন্ প্রতি।
স্বর্গস্থা মোক্ষমায়ান্তি স্বর্গং নরকবাসিনঃ॥"

৪। পর্ব্বতোপরি লোকবিশ্রুত সর্ব্বতীর্থোপম সর্ব্ব-পাপবিনাশক "পাপবিনাশন তীর্থ।" উহার স্মরণমাত্রে গর্ব্ভবাস নষ্ট করে এবং উহাতে স্নান করিলে, লোক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। যথা,—১০।১৯—২২ শ্লোক।

"ততস্তস্যোপরি মহাতীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং নাম্না পাপবিনাশনম্।
অস্তি পুণ্যতমং বিপ্রাঃ পবিত্রে গন্ধমাদনে॥
যস্য সংস্মরণাদেব গর্ভবাসো ন বিদ্যতে।
তৎ প্রাপ্য তু নরঃ স্নায়াৎ স্বদেহ-মলনাশনম্॥
তত্র স্নানান্নরা যান্তি বৈকুণ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ॥"

৪। সীতাসরতীর্থ। ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক দেশে অবস্থিত। ইহার সবিস্তার বিবরণ একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত।

উহা পঞ্চ-মহাপাতক-নাশিনী বলিয়া, পঞ্চানন উহার সন্নিধানে অবস্থান করেন। এতদ্বিষয়ে পৌরাণিক গল্প যথা;—পুরাকালে 'ত্রিবক্র' রাক্ষসের পত্নী 'সুশীলা' বিন্ধ্যপাদবনে 'শুচি' নামক মহামুনির নিকট আসিয়া পুত্রকামনা করিলে, মুনি তাহার সহিত দিবসত্রয় রমণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে কহিয়াছিলেন, তোমার উদরে

মহাবীর্য্য নিষিক্ত হইয়াছে। 'কপালাভরণ' নামে মহাবীর্য্যবন্ত পুরন্দরসম সন্তান হইবে এবং বিধির বরে পুরন্দর ভিন্ন অপরের অবধ্য হইবে ও সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করিবে। তদনন্তর কপালাভরণ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন; বিধিকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মনোমত বর লাভপূর্ব্বক সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন। অপরের অবধ্য অতএব অতি গর্ব্বিত হইয়া অমরাবতী আক্রমণ করিলে দেবাসুর-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, দেবগণ কর্ত্তৃক তাহার শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ হইলে. কপালাভরণ পুরন্দরের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া, তাহার বজ্রপ্রহারে নিহত হয়। কপালাভরণ ব্রহ্মবীজোদ্ভব, সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক পাপনাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্ব্বতে সীতাসর নামে পঞ্চপাপবিনাশন তীর্থ আছে, সদাশিব তাহার তীরে বাস করিতেছেন। তুমি তাহাতে স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পুনঃ দেবলোকে আসিতে পারিবে। যথা,—১১।৬৪—৭৬ শ্লোক।

ব্রহ্মোবাচ।

"সীতাকুণ্ডং প্রযাহীন্দ্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
সীতাকুণ্ডস্য তীরে ত্বং ইষ্ট্বা যাগৈঃ সদাশিবম্॥
তস্মিন্ সরসি চ স্নায়াৎ সর্ব্বপাপহরে শুভে।
ততঃ পূতো ভবান্ শক্র ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ॥
দেবলোকং পুনর্যায়াঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সীতাকুণ্ডং বিমুক্তিদম্॥
মহাপাতক-সংঘানাং নাশকং পরমামৃতম্॥
সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্॥
ধনধান্যপ্রদং শুদ্ধং বৈকুণ্ঠাদিপদপ্রদম্।
তস্মাত্তত্র কুরুষ্বেষ্টিং সীতাসরসি বৃত্রহন্॥
ইত্যুক্তঃ সুররাজোঽসৌ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্।
প্রাপ্য সীতাসরো বিপ্রাঃ স্নাত্বেষ্ট্বা চ তদন্তিকে॥
প্রযযৌ স্বপুরীং ভূয়ো ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ।
এবং প্রভাবং তত্তীর্থং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমম্॥
রাঘবপ্রত্যয়ার্থং হি প্রবিশ্য হুতবাহনম্।
সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং মৈথিলী জনকাত্মজা॥
বিনির্গতা পুনর্ব্বহ্নেঃ স্থিতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা।
নির্ম্মমে লোকরক্ষার্থং স্বনাম্না তীর্থমুত্তমম্॥
তত্র সস্নৌ স্বয়ং সীতা তেন সীতাসরঃ স্মৃতম্।
তত্র যো মানবঃ স্নাতি সর্ব্বান্ কামান্ লভেত সঃ॥
তস্মিন্নুপস্পৃশ্য নরো দ্বিজেন্দ্রা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি।
কৃত্বা চ যজ্ঞান্ বহুদক্ষিণাভির্লোকং প্রয়াযাৎপরমেশ্বরস্য॥
যুষ্মাকমেবং প্রথিতং মুনীন্দ্রাঃ সীতাসরোবৈভবমেতদুক্তম্।
শৃণ্বন্ পঠন্ বৈ তদিহৈব ভোগান্ ভুক্ত্বা পরত্রাপি সুখং লভেত॥"

৫। মঙ্গলতীর্থ। ইহার বিবরণ ১২শ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের একৈকদেশে স্থিত। তথায় বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা সদা অবস্থান করিতেছেন, অলক্ষ্মীপরিহারের জন্য নিত্য সুরেরাও তথায় আসিয়া থাকেন। তথায় স্নান করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চত্বারিংশৎ দিন জপ করিলে সর্ব্ব অনর্থ বিনাশ হয়। এতদ্-

বিষয়ে পৌরাণিকী গাথা যথা,—পুরাকালে সোমকুলোদ্ভব 'মনোজব' রাজা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, লোভ, মদ, কাম, ক্রোধ ও অসূয়ায় বিমোহিত হইয়া বিপ্রগ্রামের করাদান, শিববিষ্ণু আদির বৃত্ত অপহরণ করিয়া সকলের বিরাগভাজন হইয়া 'গোলভ' নামে কোন রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনগমনপূর্ব্বক অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া কদাচিৎ প্রতিপ্রাণা সুমিত্রা ভার্য্যাকে আপন দোষ কীর্ত্তন করিয়া, মনস্তাপে ও ক্ষোভে সহসা মূর্চ্ছিত হইল, পতিব্রতা সতী তদ্দর্শনে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে মুনিসত্তম পরাশর সহসা আসিয়া তথায় উপস্থিত হন; তিনি সাধ্যা পতিপ্রাণা সুমিত্রার কাতরোক্তিতে আর্দ্র হইয়া ত্র্যম্বকের ধ্যান করিয়া রাজাকে হস্তদ্বারায় স্পর্শ করিলে রাজা তমোময়ী মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং পরাশর মুনিকে প্রণাম করিয়া, পরমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, মুনিসত্তম! আপনার পাদাঙ্গুলিস্পর্শে আমার মূর্চ্ছা বিগত হইল, আমাকে আপদ হইতে রক্ষা করুন, তখন পরাশর কহিলেন, যথা—১২।৭৯—৯৯ শ্লোক।

পরাশর উবাচ।

"উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি রাজন্ শত্রুজয়ায় বৈ।
রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
বিদ্যতে মঙ্গলং তীর্থং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্।
সর্ব্বলোকোপকারায় তস্মিন্ সরসি রাঘবঃ॥
সন্নিধত্তে সদা লক্ষ্ম্যা সীতয়া রাজসত্তম।

সপুত্রভার্য্যাস্ত্বং তত্র গত্বা স্নাত্বা সভক্তিকম্॥
ক্ষেত্রশ্রাদ্ধাদিকঞ্চাপি তত্তীরে কুরু ভূপতে !।
এবং কৃতে ত্বয়া রাজন্নলক্ষ্মীঃ ক্লেশকারিণী॥
বৈভবাত্তস্য তীর্থস্য নাশং যাস্যত্যসংশয়ম্।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি প্রাপ্স্যসে ত্বং চিরান্নৃপ !॥
বিজিত্য শত্রূংশ্চ রণে পুনর্ভূমিং প্রপৎস্যসে।
অতস্ত্বং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ মনোজব॥
গচ্ছ মঙ্গলতীর্থং তদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
অহমপ্যাগমিষ্যামি তবানুগ্রহকাম্যয়া॥
পরাশরস্ত্বেবমুক্ত্বা রাজমুখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহ।
প্রায়াৎ সেতুং সমুদ্দিশ্য স্নাতুং মঙ্গলতীর্থকে॥
রাজাদিভিঃ সহ মুনির্ব্বিলঙ্ঘ্য বিবিধং বনম্।
বনপ্রদেশদেশাংশ্চ দস্যুগ্রামাননেকশঃ।
প্রযযৌ মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
তত্র সঙ্কল্প্য বিধিবৎ সস্নৌ স মুনিপুঙ্গবঃ॥
তানপি স্নাপয়ামাস রাজাদীন্ বিধিপূর্ব্বকম্।
তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ ভূপালশ্চকার পিতৃতৃপ্তয়ে॥
তত্র মাসত্রয়ং সস্নৌ রাজপত্নীসুতস্তথা।
ততঃ পরাশরমুনিঃ সস্নৌ নিয়মপূর্ব্বকম্॥
এবং মাসত্রয়ং সস্নৌ তৈঃ সাকং মুনিপুঙ্গবঃ।
মঙ্গলাখ্যমহাপুণ্যে সর্ব্বামঙ্গলনাশনে॥
ততঃ পরাশরমুনিঃ সর্ব্বানর্থবিনাশনম্।
রামস্যৈকাক্ষরং মন্ত্রং তদস্তে সমুপাদিশৎ॥
চত্বারিংশদ্দিনং তত্র মন্ত্রমেকাক্ষরং নৃপঃ।
তত্র তীর্থে জজাপাসৌ মুন্যুক্তেনৈব বর্ত্মনা॥
এবমভ্যসতস্তস্য মন্ত্রমেকাক্ষরং দ্বিজাঃ।
মুনিপ্রসাদাৎ পুরতো ধনুঃ প্রাদুরভূদ্দৃঢ়ম্॥

অক্ষয়াবিষুধী চাপি খড়্গৌ চ কনকৎসরু।
একং চর্ম্ম গদা চৈকা তথৈকো মুষলোত্তমঃ ॥
একঃ শঙ্খো মহানাদো বাজিযুক্তো রথস্তথা।
সসারথিঃ পতাকা চ তীর্থাত্তস্মুরগ্রতঃ ॥
কবচং কাঞ্চনময়ং বৈশ্বানরসমপ্রভম্।
প্রাদুর্ব্বভূব তত্তীর্থাৎ প্রসাদেন মুনেস্তথা ॥
হার-কেয়ূর-মুকুট-কটকাদিবিভূষণম্।
তীর্থানাং প্রবরাত্তস্মাদুত্থিতং নৃপতেঃ পুরঃ ॥
দিব্যাম্বরসহস্রঞ্চ তীর্থাৎপ্রাদুরভূত্তদা।
মালা চ বৈজয়ন্ত্যাখ্যা স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা ॥”

অনন্তর মনোজব নৃপতি পরাশর মুনি কর্ত্তৃক তীর্থ-জলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্যাপহারক গোলভের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতএব মঙ্গলতীর্থে স্নান করিলে, লোকে লক্ষ্মীবান্ হইবে।

৬। অমৃতবাপীকা। ইহা গন্ধমাদনস্থ রামনাথক্ষেত্রে স্থিত। এই বাপীকাতে নরলোকে স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে জরান্তক ভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। এতদ্বিবরণ সেতুমাহাত্ম্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে যথা,—পূরাকালে অগস্ত্যানুজ, নানামুনি সমাকুল, সিদ্ধ-চারণ গন্ধর্ব্ব দেবকিন্নর সেবিত, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ হস্তি মহিষাদি সমাকুল, তাল তমাল হিংস্তাল চম্পকাশোক সম্ভূত, হংস কোকিল চক্রবাকাদি শোভিত, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত পঞ্চতপা হইয়া উগ্রতপস্যায় দেবাদিদেব শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলে পিনাকধৃক্

বৃষভারোহণে তাহাকে স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি শ্রুতি সুখকর স্তোত্রে তাঁহার স্তুতি করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলে, শঙ্কর কহিলেন, যথা,—১৩। ৩১—৩৪।

"কুম্ভজানুজ! বক্ষ্যামি মুক্ত্যুপায়ং তবানঘ।
সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
মঙ্গলাখ্যস্য তীর্থস্য নাতিদূরেণ বর্ত্ততে।
তত্র গত্বা কুরু স্নানং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি॥
তত্তীর্থসেবনান্নান্যো মোক্ষোপায়ো লঘুস্তব।
ন হি তত্তীর্থবৈ শিষ্যং বক্তুং শক্যং ময়াপি চ॥
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্বয়াদ্য মুনিসত্তম।
তস্মাত্তত্রৈব গচ্ছ ত্বং যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥"

তদনন্তর ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে, অগস্ত্যানুজ ঈশ্বর-গদিত মহাপুণ্যতীর্থে আসিয়া নিয়ম পূর্ব্বক স্নান করিয়া তিনবৎসর তথায় থাকিয়া চতুর্থ বর্ষে সমাধিস্থ হইয়া যোগবলে ব্রহ্মনাড়ী হইতে প্রাণবায়ুকে মস্তকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গমনানন্তর মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি পান, অগস্ত্যানুজ ঐ বাপীতে স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম 'অমৃতবাপীকা' হইয়াছে, যথা,—১৩। ৪১—৪৩।

"বিনষ্টাশেষদুঃখস্য তত্তীর্থস্নানবৈভবাৎ।
অমৃতত্বমভূদ্ যস্মাদগস্ত্যস্যানুজন্মনঃ॥
ততো হ্যমৃতবাপীতি প্রথাস্যাসীন্মুনীশ্বরাঃ।
অত্র তীর্থে নরা যে তু বর্ষত্রয়মতন্দ্রিতাঃ॥
স্নানং কুর্ব্বন্তি তে সত্যমমৃতত্বং প্রয়ান্তি হি॥"

পুরাকালে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ হনুমানের সহিত একান্তে সমুদ্রতটে অমৃতবাপীকার সন্নিধানে রাবণ বধের মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সাগরোর্ম্মি কল্লোলঘোষে তাহাদের পরস্পরের গুপ্ত বাক্য অস্পষ্ট হইতেছিল বলিয়া রামচন্দ্র লীলাতে ভ্রূভঙ্গ করিয়া অম্বুধিকে নিয়মিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তথাকার জল অদ্যাপি নিস্তব্ধ দৃষ্ট হয় ও ঐ একদেশ স্থান অদ্যাপি রামনাথ ক্ষেত্রনামে খ্যাত। ঐ বাপীতে অদ্বৈতবিজ্ঞান-বিবেক-শূন্য, বিরক্তি-হীন, সমাধি-হীন, যাগাদি অনুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত পাপী মানবেও স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে অমরত্ব লাভ করিবে।

৭। ব্রহ্মকুণ্ড। ইহার সবিস্তার বর্ণনা সেতুমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুতে বিশ্বের কে সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কহেন, আমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে তদনুরূপ কহেন। এই সুমহান্ বিবাদ উপস্থিত হইলে; উভয়ের গর্ব্ব বিনাশের জন্য উহাদের উভয়ের মধ্যেই অনাময় স্বয়ংজ্যোতি লিঙ্গ সহসা উত্থিত হইলে উভয়ে সেই লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু পরস্পরে দেবতাদিগের সন্নিধানে সময় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'অনাদি আদিত্য-সঙ্কাশ অনন্তাগ্নিসমপ্রভ, এই লিঙ্গের আদ্যন্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সন্দর্শন করিবে' সে লোকে অধিক, লোককর্ত্তা ও প্রভু হইবে। আমি ঊর্দ্ধ দিকে

গমন করি, তুমি অধোদিকে গমন কর।' বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিয়া বরাহরূপে অধোদিকে গমন করিলেন, চতুরানন হংসারোহণে উর্দ্ধদিকে গমন করিলেন। বিষ্ণু লিঙ্গের আদি না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি এই অনাময় লিঙ্গের আদি দেখিতে পাইলাম না, ইহা সত্যকথা'। অনন্তর ব্রহ্মা ঊর্দ্ধে লিঙ্গের অন্ত দেখিতে সমর্থ না হইলেও, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি এই লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি।' ঈশ্বর উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'চতুরানন তুমি আমার সাক্ষাতে অসত্য কহিলে, সেই হেতু সর্ব্বদা লোকে পূজা পাইবে না। তদনন্তর বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কমলা-পতে হরে! তুমি সত্য কহিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বত্র পূজা পাইবে।' অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে শঙ্করকে বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, 'হে স্বামিন্ করুণানিধে! আমার একাপরাধ ক্ষমা করুন; জগদীশ্বর কর্ত্তৃক এক অপরাধ ক্ষন্তব্য।' মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সান্তনার জন্য কহিল, 'ব্রহ্মন্! আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে; বৎস! আমার বচন শ্রবণ কর, গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিয়া মিথ্যা দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় ক্রতু কর, তদনন্তর বিধৌত পাপ হইবে ইহাতে সংশয় নাই। ক্রতু সমাপনান্তে শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে তোমার পূজা হইবে, কিন্তু প্রতিমাদিতে তোমার কদাচ পূজা হইবে না।' ভগবান্ ঈশ এই সমস্ত কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া, ক্রতুকর্ত্তা পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে ক্রতু

আরম্ভ করিলেন। সেই অষ্টাশীতিসহস্র-বর্ষ-ব্যাপি ক্রতুতে পৌণ্ডরিকাদি মহর্ষিরা ব্রতী ছিলেন। ক্রতু সমাপনে ভগবান্ ঈশ তুষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, যথা,—১৪। ৫০ হইতে ৫৮ শ্লোক।

ঈশ্বর উবাচ।

"মিথ্যোক্তিদোষতস্তে নষ্টঃ কৃতৈরেতৈর্মখৈরিহ।
চতুরানন তে পূজা শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কর্ম্মসু॥
ভবিষ্যত্যমলা ব্রহ্মন্ন পূজা প্রতিমাসু তে॥
যাগস্থলমিদং তেঽদ্য ব্রহ্মকুণ্ডমিতি প্রথা।
গামিষ্যতি ত্রিলোকেঽস্মিন্ পুণ্যং পাপবিনাশনম্॥
ব্রহ্মকুণ্ডাভিধে তীর্থে সকৃদ্ যঃ স্নানমাচরেৎ।
মুক্তিদ্বারার্গলং তস্য ভিদ্যতে তৎক্ষণাদ্বিধে॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ললাটে ভস্ম ধারয়ন্।
মায়াকপাটং নির্ভিদ্য মুক্তিদ্বারং প্রযাস্যতি॥
ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিতং ভস্ম ললাটে যো ন ধারয়েৎ।
স্বপিতুর্বীজসম্ভূতো ন মাতরি সুতস্তু সঃ॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণতো বিধে।
ব্রহ্মহত্যাযুতং নশ্যেৎ সুরাপানাযুতং তথা।
গুরুতল্পাযুতং নশ্যেৎ স্বর্ণস্তেয়াযুতং তথা॥
তৎসংসর্গাযুতং নশ্যেৎ সত্যমুক্তং ময়া বিধে।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণবৈভবাৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ॥"

তদনন্তর ভগবান ঈশ অন্তর্হিত হইলে, বিধি যজ্ঞ সমাপন ও ঋত্বিক্‌দিগকে ভূরী দক্ষিণা প্রদানে সন্তোষ করিয়া, সদাশিব-প্রসাদে লব্ধ মনোরথ হইয়া, সত্য-

লোকে গমন করিলেন। তখন হইতে ঐ কুণ্ড "ব্রহ্মকুণ্ড" নামে বিশ্রুত হইয়াছে। এইটী একটি বৃহৎ হ্রদ বর্ষায় পূরিয়া যায় এবং গ্রীষ্মে শুখাইয়া যায়। তখন উহার গর্ভ হইতে একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাই 'ব্রহ্মকুণ্ড-ভস্ম' নামে খ্যাত। ব্রহ্মকুণ্ড ও তাহার ভস্মের মাহাত্ম্য এই প্রকারে কথিত হইয়াছে। যথা,—১৪।২—২২ শ্লোক।

"সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বদারিদ্র্যভেষজম্॥
বিদ্যতে ব্রহ্মহত্যানামযুতাযুতনাশনম্।
দর্শনং ব্রহ্মকুণ্ডস্য সর্ব্বপাপৌঘনাশনম্॥
কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
মহাদানৈশ্চ কিং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডবিলোকিনঃ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে সকৃৎ স্নানং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিকারণম্।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম যেন ধৃতং দ্বিজাঃ॥
তস্যানুগাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মনা যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
করোতি তস্য কৈবল্যং করস্থং নাত্র সংশয়ঃ।
তদ্ভস্মপরমাণুর্ব্বা যো ললাটে ধৃতোঽভবৎ।
তাবদেবাস্য মুক্তিস্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
তৎকুণ্ডভস্মনা মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাদূদ্ধূলনন্তু যঃ॥
তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শঙ্করো বেত্তি বা ন বা।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম যো নৈব ধারয়েৎ॥
রৌরবে নরকে সোঽয়ং পতেদাচন্দ্রতারকম্।
উদ্ধূলনং ত্রিপুণ্ড্রং বা ব্রহ্মকুণ্ডস্থভস্মনা॥
নরাধমো ন কুর্য্যাদ্ যঃ সুখং নাস্য কদাচন।

ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মনিন্দারতস্তু যঃ।
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্মৈতল্লোকপাবনম্॥
অন্যভস্মসমং যস্তু নূনং বা বক্তি মানবঃ।
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতেঽপ্যস্মিন্ ভস্মনি জাগ্রতি।
ভস্মান্তরেণ মনুজো ধারয়েদ্‌যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা।
কদাচিদপি যো মর্ত্ত্যো ভস্মৈতত্তু ন ধারয়েৎ॥
তৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্মদদ্যাদ্‌দ্বিজায় যঃ॥
চতুরর্ণবপর্য্যন্তা তেন দত্তা বসুন্ধরা।
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্রির্ব্বা শপথয়াম্যহম্॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভবং ভস্ম ধারয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥
এতদ্ধি পাবনং ভস্ম ব্রহ্মযজ্ঞসমুদ্ভবম্।
পুরাহি ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
ঈশশাপনিবৃত্ত্যর্থং ক্রতূন্ সর্ব্বান্ সমাতনোৎ॥
বিধায় বিধিবৎ সর্ব্বানধ্বরান্ বহুদক্ষিণান্।
মুমুচে সহসা ব্রহ্মা শম্ভুশাপাদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥
তদেতত্তীর্থমাসাদ্য স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
তে মহাদেবসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥"

৮। হনুমৎকুণ্ড। সেতুমাহাত্ম্যে পঞ্চদশ, পঞ্চচত্বারিংশ ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে রাবণ সবংশে নিহত হইলে, রামপ্রভৃতি

সকলে গন্ধমাদনে প্রতিনিবৃত্ত হন। রাবণ ব্রহ্মবীজজাত, অতএব রামকে ব্রহ্মহত্যাদোষ স্পর্শে, রাম তাহার বিমোচনার্থ মুনিগণের উপদেশে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে মারুতিকে লিঙ্গ আনিবার জন্য কৈলাসে প্রেরণ করেন। মরুতাত্মজ কৈলাসে যাইয়া, লিঙ্গরূপধর মহাদেবের সাক্ষাৎ না পাইয়া তৎপ্রাপ্তির কামনায় কুশে সমাসীন, ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্ব হইয়া, উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের সন্তোষপূর্ব্বক লিঙ্গপ্রাপ্তিমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, রামচন্দ্র জানকীকৃত শৈকতলিঙ্গ শুভ-মুহূর্ত্তে স্থাপন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্ষোভে রোষান্বিত হইয়া নানা আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিলে, রাম মারুতিকে শান্ত করিবার উদ্দেশে নানা সারগর্ভ পরমার্থ উপদেশ দিয়া কহিলেন, তোমার আনীত লিঙ্গ তোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হউক ও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হউক। যদি ইহাতে তোমার মনঃক্ষোভ-শান্তি না হয় তবে এক কর্ম্ম কর; যে লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তুমি উহা উঠাইয়া ঐ স্থলে তোমার আনীত লিঙ্গ রক্ষা কর। আমি তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মারুতি অজ্ঞানবশতঃ রামকে প্রণাম করিয়া, মুনিগণ ও বানরমণ্ডলীর সমক্ষে রাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা নাড়িতে পারিল না। তদ্দর্শনে অপর প্লবঙ্গমগণ হাসিল, তখন মারুতি পুচ্ছ দ্বারা লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া

পদের উপর ভর রাখিয়া সবলে আকাশমার্গে উৎপ্লুত হইল। বেগবশতঃ ক্রোশমাত্র দূরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; তাহার বক্ত্র, নয়নদ্বয়, নাসাপুট, শুক্ররন্ধ্র ও অপান হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব নির্গত হইয়া একটি কুণ্ড হইল। কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা অপগত হইলে করযোড়ে রামচন্দ্রের স্তুতি করিল। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, যথা,—৪৬। ৬৫—৭৫।

"অজ্ঞানাদ্বানরশ্রেষ্ঠ! ত্বয়ায়ং সাহসঃ কৃতঃ।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা বাপি শক্রাদিত্রিদশৈরপি॥
নেদং লিঙ্গং সমুদ্ধর্ত্তুং শক্যতে স্থাপিতং ময়া।
মহাদেবাপরাধেন পতিতোঽস্ত্যদ্য মূর্চ্ছিতঃ॥
ইতঃপরং মা ক্রিয়তাং দ্রোহঃ সাম্বস্য শূলিনঃ।
অদারভ্য ত্বিদং কুণ্ডং তব নাম্না জগত্ত্রয়ে॥
খ্যাতিং প্রয়াতু যত্র ত্বং পতিতো বানরোত্তম!।
মহাপাতকসংঘানাং নাশঃ স্যাদত্র মজ্জনাৎ॥
মহাদেবজটাজাতা গৌতমী সরিতাং বরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলদা স্নায়িনাং নৃণাম্॥
ততঃ শতগুণা গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
এতন্নদীত্রয়ং যত্র স্থলে প্রবহতে কপে!।
মিলিত্বা তত্র তু স্নানং সহস্রগুণিতং স্মৃতম্॥
নদীম্বেতাসু যৎ স্নানাৎ ফলং পুংসাং ভবেৎ কপে!।
তৎ ফলং তব কুণ্ডেঽস্মিন্ স্নানাৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
দুর্ল্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং হনূমৎকুণ্ডতীরতঃ॥
শ্রাদ্ধং ন কুরুতে যস্তু ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
নিরাশাস্তস্য পিতরঃ প্রয়ান্তি কুপিতাঃ কপে!॥
কুপ্যন্তি মুনয়োঽপ্যস্মৈ দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সচারণাঃ।

ন দত্তং ন হুতং যেন হনুমৎকুণ্ডতীরতঃ ॥
বৃথা জীবিত এবাসাবিহামুত্র চ দুঃখভাক্।
হনূমৎকুণ্ডসবিধে যেন দত্তং তিলোদকম্।
মোদন্তে পিতরস্তস্য ঘৃতকুল্যাঃ পিবন্তি চ ॥”

তদনন্তর রামচন্দ্রের আদেশে মারুতি কর্ত্তৃক কৈলাস হইতে আনীত লিঙ্গ মারুতিকুণ্ডের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইল। মারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আনিয়াছিল; এখনও একখানি শিলাতে মারুতির মূর্ত্তি ও তাহার পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—৪৭। ৭৬—৭৮ শ্লোক।

“শ্রুত্বৈতদ্বচনং বিপ্রা রামেণোক্তং স বায়ুজঃ।
উত্তরে রামনাথস্য লিঙ্গং স্বেনাহৃতং মুদা ॥
আজ্ঞয়া রামচন্দ্রস্য স্থাপয়মাস বায়ুজঃ।
প্রত্যক্ষমেব সর্ব্বেষাং কপিলাঙ্গুলবেষ্টিতম্ ॥
চরোঽপি তৎপুচ্ছজাতং বিভর্ত্তি চ বলিত্রয়ম্।
তদুত্তরায়াং ককুভি গৌরীসংস্থাপয়েন্মুদা ॥”

হনুমৎকুণ্ডের বৈভব সেতুমাহাত্ম্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। উহাতে স্নান করিলে, মহাপাতক নাশ হইবে। স্নান করিয়া উহার তীরে পুত্রেষ্টি-যাগ করিলে, অপুত্রক সৎপুত্র লাভ করিবে। পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া, শিবলোকে গমন করিবে। এতদ্বিষয়ে একটি পুরাণ ইতিহাস আছে যথা;—

পুরাকালে কেকয়বংশ ‘ধর্ম্মসখা’ নামে রাজা পরম ধার্ম্মিক ও প্রজারঞ্জনে রত থাকিয়া, পুত্রকামনায় শত

বিবাহ এবং তৎপরে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ পর্য্যন্ত করেন। বৃদ্ধবয়সে একটীমাত্র পুত্র জন্মায়। কদাচিৎ একদিবস আন্দোলিকায় শয়ান সেই দুগ্ধপোষ্য বালক বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিলে, রাজা ভয় পাইয়া বেদপারগ পুরোহিতগণকে আনাইয়া কহেন 'আমি পুত্রের জীবননাশ ভয়ে সদাই ব্যথিত হইতেছি। শাস্ত্রসম্মত এমন কোন উপায় বলুন যাহা সম্পাদনে আমার শত ভার্য্যা শত পুত্র লাভ করিতে পারে। আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।' তদনন্তর ঋত্বিক্‌দিগের প্রমুখাৎ হনুমৎকুণ্ডের বৈভব শ্রবণ করিয়া শত ভার্য্যা ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া হনুমৎকুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে শত ভার্য্যার সহিত স্নান করিয়া তত্তীরে মাসাবধি থাকিয়া প্রতি দিন নিয়মিত স্নান দান করেন। অনন্তর চৈত্র মাসে বসন্ত সমাগমে সপত্নীক হইয়া হনুমৎকুণ্ডের তীরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি যজ্ঞ সমাপনান্তে ভার্য্যাগণের সহিত স্নান করিয়া আহূত ঋত্বিক্ ও পুরোহিতদিগকে অপরিমিত ধন, গ্রামাদি দানে পরিতুষ্ট করিয়া সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে, শত ভার্য্যা শত পুত্র প্রসব করেন। কালক্রমে ঐ পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্য তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া ভার্য্যাদিগের সহিত হনুমৎকুণ্ডে আসিয়া অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর কালধর্ম্ম প্রাপ্তে শত স্ত্রী তাঁহার

অনুগামিনী হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাল তথায় থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি যথাবিধানে সম্পাদন করেন; রাজা ভার্য্যাগণের সহিত শিবলোকে গমন করেন।

৯। অগস্ত্যতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে ইতিহাস যথা,—পুরাকালে মেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে কলহ উপস্থিত হয়; বিন্ধ্য সর্ব্ব আক্রমণ করিয়া সহসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিরুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত প্রায় হইয়াছিল। সৃষ্টি নাশের আশঙ্কায় দেবগণ কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া শম্ভুকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন। শঙ্কর তৎকালে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ উৎসবে কৌতুকী ছিলেন; বিন্ধ্যগিরিকে শাসন করিতে কুম্ভজ অগস্ত্যকে আদেশ করেন। কুম্ভজ দক্ষিণদিকে যাইয়া পদাঘাতের দ্বারায় বিন্ধ্যাদ্রিকে নিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় পুণ্যতীর্থ খনন করিয়া স্বনাম প্রদান করেন; ঐ পুণ্যতীর্থ সুখ-মোক্ষ-ফলপ্রদ ও সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদায়ক। সেই তীর্থে বেদ্যারণ্যবাসী দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র 'কক্ষিবান্' উদক নামে আচার্য্যের নিকট ষষ্টিবৎসর যাপন করিয়া চতুর্ব্বেদ, ষড়ঙ্গ, শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও উপনিষৎ পাঠ সমাপনানন্তর গুরুর আদেশে গন্ধমাদনস্থ অগস্ত্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহাতে স্নান করিলেন এবং তত্তীরে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া চতুর্থ বর্ষে মধুরাধি-

পতি 'স্বনয়' রাজার কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিয়া তাহার জল পান করিলে ইহলোকে, ত্রিকালে পুনর্ব্বার জন্মভাক্ হইতে হয় না।

১০। রামতীর্থ। রামকুণ্ড, রামসর বা রঘুনাথসর ইহা একটি বৃহৎ গ্রেপ্রস্তরের বাঁধান পুষ্করিণী। সেতুমাহাত্ম্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, উহা রামকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহার তীরে স্বল্পদক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ করিলেও সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, উহার তীরে সাধ্যায় ব্রাহ্মণ জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে ও উহার তীরে মুষ্টি মাত্র দান করিলেও অনন্ত-গুণ হয়। রাম, মৃত্যুবিনাশক, মহাসিদ্ধিকর, পাতকনাশক, ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদ, লোকের নরক-ক্লেশনাশক, রামভক্তিপ্রদ, সংসারচ্ছেদ-কারণ ঐ তীর্থের তীরে লোকানুগ্রহ কামনায় মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রামতীর্থে স্নান করণানন্তর লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র নরগণ মুক্তি পাইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে দুইটি ইতিহাস প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সুতীক্ষ্ণ নামে কোন বিপ্র নিয়ত-মানস হইয়া রামসর-তীরে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া ষড়ক্ষর রামমন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করেন।'

(২) পূর্ব্বকালে ভারত মহাযুদ্ধে ধর্ম্মরাজ দ্রোণকে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' কহিয়া মিথ্যা কথন জন্য পাপে লিপ্ত হন। ভারত যুদ্ধাবসানে রাজ্যাভিষেকের সময় অশরীরিণী বাণী ধর্ম্মরাজকে নিষেধ করিয়া কহিল; 'তুমি রাজ্যপালনের যোগ্য নহ, যেহেতু ছলে আচা-

র্য্যকে মিথ্যা বাক্য কহিয়াছিলে, তাহাতে তোমার পাপ বাহুল্য হইয়াছে, অতএব তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে প্রজাপালনের যোগ্য হইবে না।' ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া অতি কাতর হইয়া মিথ্যা কথন পাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং রাজার অন্যমনস্কতার কারণ অবগত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহার পাপশান্তির বিধান করিয়া দেন। ধর্ম্মপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশে ভ্রাতা ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদব্রজে দক্ষিণাম্বুধিস্থ গন্ধমাদনস্থিত পুণ্য রামসরতীর্থে আসিয়া বিধিপূর্ব্বক পুরোহিত-প্রোক্ত শাস্ত্রানুসারে সঙ্কল্প করিয়া তত্তীর্থে স্বকৃত স্নান এবং ভারত যুদ্ধে হত জ্ঞাতি বন্ধু গুরুদিগের ও পিতৃদিগের উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়া ব্যাসোক্ত গো, ভূমি, তিল, বাস স্বর্ণ রজতাদি দান করিলেন, তদনন্তর এক মাস তথায় থাকিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান, বিত্ত-লোভ-হীন দ্বিজদিগকে দান করিলেন। মাসান্তে এক দিবস অশরীরিণীবাণী ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'পাণ্ডুনন্দন! ছলে অসত্য বচনে আচার্য্য বধ জন্য পাপ ও অন্যান্য সর্ব্ব পাপ, পুণ্য রামতীর্থের স্নানে ও মহালিঙ্গ সন্দর্শনে শান্তি হইয়াছে, অতএব স্বনগরে প্রত্যাগমন করত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শাস্ত্রানুসারে মেদিনী পালন কর।' তদনন্তর ধর্ম্মরাজ পাপ শান্তিতে প্রীত হইয়া অশরীরিণীবাণীকে ও মহা-

লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

১১। লক্ষ্মণতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ১৯শ অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণ স্বত র্থকূলে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তীর্থস্নানানন্তর লক্ষ্মণেশ্বরের সেবা করিলে, ইহলোকে দারিদ্র্য-দুঃখ, রোগ, সংসারাদি ও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অপুত্রক ব্যক্তি আয়ুষ্মান্, গুণবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। অবিদ্বান্ তৎ কূলে তন্মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও বেদবিৎ হইবে। এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস কথিত হইতেছে। ভারত মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইলে, রৌহিণেয় কুরুপাণ্ডব উভয়কে আত্মীয় ভাবিয়া, সেই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায়ে বর্ষকালব্যাপী তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, প্রভাস, সরস্বতী, পৃথূদক, বিন্দুসর, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, শতদ্রু ইত্যাদি পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া, নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিরা অভ্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু উচ্চাসনে অবস্থিত থাকিয়া, পৌরাণিকসুত অহঙ্কারবশতঃ আসন হইতে উঠিলেন না এবং অভিবাদনও করিলেন না। তদ্দর্শনে রাম কুপিত হইয়া, পাণিস্থ কুশাগ্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন; তাহাতে সকল মুনিগণ হা কষ্ট এই বলিয়া রামকে কহিল, 'তুমি কেন অধর্ম্ম কাজ করিলে, আমরা উহাকে ব্রহ্মাসন ও অক্ষয় আয়ু প্রদান করিয়াছি। অতএব তুমি ব্রহ্ম বধ করিলে, তুমি

যোগেশ্বর, তোমার পক্ষে কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্ম-হত্যায় যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া লউন।' তৎশ্রবণে রাম কহিলেন, পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। অধুনা আপনারা যাদৃশ পাপশান্তির নিয়ম অবধারিত করিবেন, তাহা লোকশিক্ষা দিবার নিমিত্ত করিব। আপনারা এইমাত্র কহিলেন যে, পৌরাণিক-শ্রেষ্ঠকে অক্ষয় আয়ু দিয়াছেন। স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে তাহা সত্য করিব। 'আত্মা বৈ পুত্ররূপেণ ভবতীতি শ্রুতিস্পদা' এই শাস্ত্রোক্তানুসারে আমার যোগ-মায়াপ্রভাবে ইহার শরীর হইতে একটী দীর্ঘায়ু পুত্র উৎপন্ন হউক। সেই পুত্রই আপনাদিগকে নিয়ত পুরাণ শ্রবণ করাইবে। অনন্তর, ঋষিদিগের অনুরোধে যজ্ঞবিঘ্নকারী ইল্বলাত্মজ বল্বল রাক্ষসকে মূষল প্রহারে সংহার করিয়া, তথা হইতে বর্ষব্যাপী তীর্থযাত্রায় গমন-পূর্ব্বক নানা তীর্থ সন্দর্শনান্তর সংবৎসরান্তে আপন পুরিতে প্রত্যাগমনোদ্‌যোগ করিলে, তমোময়ী ব্রহ্মহত্যা-ছায়াকে পৃষ্ঠদেশে অনুগমন করিতে দেখিলেন। তদনন্তর অশরীরিণী বাণী শ্রুত হইল, 'হে রাম! তীর্থাদি পর্য্যটনে এখনও তোমার ব্রহ্মহত্যা-পাপ নষ্ট হয় নাই।' রাম তাহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, তীর্থ সন্দর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; তথাপি 'ব্রহ্মহত্যা পাতক নষ্ট হয় নাই' এই বচন শ্রুত হইল। তদনন্তর, কর্ত্তব্য স্থির করিতে নৈমিষারণ্যে আগমনপূর্ব্বক ঋষিগণকে তমো-ময়ী ছায়া দর্শন ও অশরীরিণী-বাণী-শ্রবণ বৃত্তান্ত যথাযথ

বর্ণন করিয়া পাপ শান্তির উপদেশ লইলেন এবং মঙ্গল-পুণ্য গন্ধমাদনস্থ পবিত্র ব্রহ্মহত্যাদি-পাপঘ্ন লক্ষ্মণ তীর্থে আসিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, ধান্য, গো, ভূমি প্রদান করিলেন। তখন পুনরায় অশরীরিণী-বাণী শ্রবণগোচর হইল, 'হে রাম! অধুনা এই তীর্থে স্নান করায় তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হইল, আর সন্দেহ করিও না, এক্ষণে স্বনগরে প্রত্যাগমন কর।' রাম তাহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই তীর্থে পুনরায় স্নান করিয়া গন্তব্যপথে গমন করিলেন।

১২। জটাতীর্থ। রাবণ বধের পর রামচন্দ্র যথায় জটা শোধন করিয়াছিলেন তাহাকে জটাতীর্থ কহে। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে বিংশতিতম অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। রামচন্দ্র স্বয়ং ঐ তীর্থকে বর প্রদান করেন। যথা, ২০।২৪ শ্লোক।

"স্নান্তি যেঽত্র সমাগত্য জটাতীর্থেঽতিপাবনে।
অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াদিতিস্মৃতিঃ॥"

এই তীর্থ জন্ম-মৃত্যু-জরান্তক, সংসারাতুর-চেতাদিগের অজ্ঞান-নাশক। ষষ্টিসহস্র বৎসর জাহ্নবীজলে স্নান করিলে যে ফল, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে সহস্রবার গৌতমীতে স্নানে যে ফল, জটাতীর্থ দর্শনে তৎফল হইয়া থাকে এবং ঐ তীর্থে স্নান করিলে, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয়; তদনন্তর অজ্ঞান বিনাশ হইয়া জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে মুক্তি আইসে, তাহার পর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। বেদান্ত ইতিহাস পুরাণাদি

পাঠে আত্মশুদ্ধি না জন্মিলে, শুকদেব পিতা বেদ-ব্যাসের নিকট তদ্বিষয়ে উপদেশ চাহেন। তিনি তাঁহাকে পুণ্য জটাতীর্থে যাইতে আদেশ করেন। শুক-দেব রামসেতু ও গন্ধমাদনে আসিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক জটা-তীর্থে স্নান করিয়া, মনঃশুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার অজ্ঞান-নাশ ও অদ্বৈত-জ্ঞানোৎপন্ন হইল। দত্তা-ত্রেয় ঋষি বিষ্ণুর অংশজ হইলেও, ঐ তীর্থে স্নানকরত শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, ব্রহ্মাকার হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা, শঙ্করের অংশজ হইলেও জটাতীর্থে অভিষেকানন্তর মনঃ-শুদ্ধি পাইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়াছিলেন। ভৃগুও জটাতীর্থে স্নান করত বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

জটাতীর্থের তীরে ক্ষেত্রপিণ্ড প্রদান করিলে, গয়া-শ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হইবে। উহাতে স্নান করিলে, পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। কদাপি দারিদ্র্য আসিবে না ও নরকার্ণবে যাইতে হইবে না।

১৩। লক্ষ্মীতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ২১শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। যে কেহ কোন কামনা করিয়া, স্বকৃত সঙ্কল্পকরত উহাতে স্নান করিবে সে সেই কামনা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইবে। উহাতে স্নান করিলে, মহাদারিদ্র্যনাশ, মহাধান্যসমৃদ্ধিপ্রাপ্তি, মহাদুঃখ-প্রমোচন, মহাধন-পরিবর্দ্ধন, শত্রুবিনাশ, সুকলত্রলাভ, অপুত্রকের সুপুত্রলাভ, ঋণির ঋণমোচন, ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধিবিনাশ, পাপীর সর্ব্বপাপ নাশ, মুমুক্ষুর মোক্ষ ও

স্বর্গকামীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। নলকুবের উহাতে স্নান করিয়া, 'মহাপদ্ম' নামে নিধির নায়ক হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশে অনুজদিগের সহিত লক্ষ্মীতীর্থে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া, বহু গো, ভূমি, সুবর্ণ, কাঞ্চন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইয়া, চতুর্দ্দিক স্ববশে আনয়নানন্তর রাজসূয় মহাক্রতু সমাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইত্যাদি পৌরাণিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। এই তীর্থ এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত।

১৪। অগ্নিতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ২২শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সীতাদেবীকে অশোকবন হইতে আনয়নানন্তর লোকশিক্ষা দিবার ছলে তাঁহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও বানরগণ সমক্ষে যথায় অগ্নিকে আবাহন করিয়াছিলেন, তাহাই অগ্নিতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীতীর্থের প্রায় ৫০০ শত ফুট অন্তরে রহিয়াছে। ইহাও সমুদ্রগর্ভে নিহিত। ঐ তীর্থ হইতে অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তির লোচন তাম্রবর্ণ, পরিধানে পীতবস্ত্র, হস্তে ধনুক ও জিহ্বা দশদিক্ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছিল। তিনি সকলের সাক্ষাতে মনুষ্যরূপী রঘুপতিকে দেখিয়া, জানকীর বিশুদ্ধতাসূচক বাক্য কহিলেন যে, 'হে রাক্ষসদিগের ভয়াবহ রাম! জানকীর

পাতিব্রত্যের সাহায্যেই ভগবান্ কর্ত্তৃক রাবণ হত হইয়াছে, ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য; এবিষয়ে বিচারের আবশ্যক নাই। ইনি জগন্মাতা কমলা, এক্ষণে লীলামানস-বিগ্রহা, বিষ্ণুর দেহানুরূপ আপন দেহ ধারণ করিয়াছেন। হে স্বামিন্ দেব জনার্দ্দন! আপনি যে সময়ে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ইনিও আপনার সহচারিণী হইয়া থাকেন। যখন আপনি ভার্গবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেম, তখন ইনিও ধরণী ছিলেন। অধুনা জানকী হইয়াছেন, তদনন্তর রুক্মিণী হইবেন। অন্যাবতারেও ইনি সহচারিণী থাকিবেন। সেই হেতু আমার বচনে ইহাকে প্রতিগ্রহণ করুন।' তখন দেবতা ও ঋষিগণ পাবকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সীতা ও রামের প্রশংসা করিল, রামও অগ্নির বচনে সীতাকে প্রতিগ্রহণ করিলেন।

এই অগ্নিতীর্থে সঙ্কল্প করত স্নান করিয়া, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, তাহাদিগকে বস্ত্র, ধন, ভূমিদান ও ব্রাহ্মণকুমারকে সালঙ্কৃতা কন্যা অর্পণ করিলে, সর্ব্বপাপ ও ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। এতদ্বিষয়ে একটি অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে। পুরাকালে পাটলিপুত্র নিবাসী 'পশুমান্' বৈশ্যের কনিষ্ঠ পুত্র 'দুষ্পণ্য' অতিশয় নিষ্ঠুর ও বালঘাতক ছিল। পুরবাসীদিগের অনেক পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া হত্যা করিত। পরে রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, বনগমনপূর্ব্বক ক্রূরকর্ম্ম-

প্রবৃত্তিবশতঃ তথায় উগ্রশ্রবা ঋষির পুত্রকে নিহত করিলে, ঋষিবর তাহা অবগত হইয়া, পুত্রহন্তা দুষ্পণ্যকে শাপ প্রদান করেন। 'যেহেতু আমার পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া নিহত করিয়াছ, সেই জন্য তুমিও জলে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অনন্তর পিশাচরূপী হইয়া অতি কষ্ট পাইবে।' তদনন্তর দুষ্পণ্য শাপপ্রভাবে অতিবৃষ্টিবশতঃ স্রোতে পড়িয়া বহমান ও সাগরে নীত হইয়া জলে নিমগ্নবশতঃ পঞ্চত্বলাভানন্তর পিশাচ হইয়া, বহুদিবস কষ্ট পাইয়াছিল পরে দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্য আশ্রম সমীপে আসিয়া, তাঁহার শিষ্যদিগকে দেখিয়া, কাতর বচনে আত্মপরিচয় দিয়া, মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিল। শিষ্যেরা অগস্ত্য সমীপে আসিয়া, তৎসমস্ত যথাযথ বিবৃত করিল। ঋষিবর যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে কহিলেন, 'দেখ ইহার মুক্তির একমাত্র উপায় দৃষ্ট হইতেছে। তুমি গন্ধমাদনে গমনপূর্ব্বক পিশাচের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া, অগ্নিতীর্থে তিন দিবস স্নান কর; তাহা হইলে উহার মুক্তি হইবে।' অনন্তর গুরুর আদেশে সুতীক্ষ্ণ গন্ধমাদনে আসিয়া, পিশাচের উদ্দেশে সঙ্কল্পান্তে উপর্য্যুপরি অগ্নিতীর্থে তিন দিবস স্নান করিলেন। তখন সেই পিশাচরূপী সুতীক্ষ্ণ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া, দিব্য রূপ ধারণ করত বিমানে আরোহণান্তর দিব্য স্ত্রী পরিশোভিত হইয়া, অগস্ত্য ও অন্যান্য তপোধনকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

১৫। চক্রতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে ২৩শ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে ইহা 'মুনিতীর্থ' নামে অভিহিত ছিল। পুরাকালে শংসিত-ব্রত মহর্ষি অহির্বুধ্ন গন্ধমাদন পর্ব্বতে মুনিকুণ্ডে 'সুদর্শনের' উপাসনা করেন। তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা মুনির তপস্যায় বাধা দিলে, সুদর্শন ভক্তের রক্ষণের জন্য তথায় আসিয়া তাহা-দিগকে বধ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুচক্র ভক্তের প্রার্থনায় অহির্বুধ্ন মুনিকৃত তীর্থে সদা সন্নিধান রহিয়া-ছেন। তদবধি সেই তীর্থ 'চক্রতীর্থ' নামে অভিহিত হই-তেছে। সুদর্শনের প্রসাদে তত্তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সকৃৎ স্নান করিলে, রাক্ষস-পিশাচাদি-জাত পীড়া নাশ হয়। উহাতে অন্ধ, মূর্খ, বধির, কুব্জ, খঞ্জ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, ছিন্নহস্ত, ছিন্ন-চরণ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গ মনুষ্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে, পুনঃ অঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব এই তীর্থ সকলের সেবনীয়। তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাসদ্বয় বিবৃত হইতেছে।

(১) পুরাকালে দেবতারা অসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, ব্রহ্মার উপদেশে অহির্বুধ্ন চক্রতীর্থের সন্নিকটে মহেশ্বর ক্রতু করেন। সুদর্শন তীর্থসান্নিধ্যে থাকায়, তাহার ভয়ে অসুরেরা যজ্ঞ সম্পাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। হতাবশেষ পুরোডাশ বিভাগ করিয়া, ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদত্ত হয়। 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাশ সবিতার হস্তোপরি প্রদত্ত হইবামাত্রই তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইল। অষ্টাবক্র ঋষির উপদেশে ছিন্নহস্ত সবিতা অহির্বুধ্ন চক্রতীর্থে স্নান করিয়া উঠিবামাত্র

হিরণ্য-বাহুবিশিষ্ট হইলেন ও তাহা হইতে সবিতা 'হিরণ্য-পাণি' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। দেবরাজ ও মহেশ্বর-ক্রতু সমাপন করিয়া, তাহার প্রভাবে অসুরকুল দমন করিয়া, স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

(২) পুরাকালে শ্যামলাপুরে হরিহর নামে এক বিপ্র বাস করিত; কদাচিৎ অরণ্যবাসী কোন ব্যাধের লক্ষ্য হইয়া, ব্যাধবিনির্মুক্ত বাণকর্ত্তৃক ছিন্নপাদ হইলে মুনিগণ দ্বারায় গন্ধমাদনে আনীত হয়। তদনন্তর অহির্বুধ্ন-চক্রতীর্থে সকৃৎ স্নান করিয়া পদদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৬। শিবতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ২৪শ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। স্বয়ং মহাদেব খনন করিয়াছিলেন বলিয়া, উহা শিবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে সকৃৎ স্নান করিলে, মহাপাতক, মহাপাতকি-সংসর্গজনিত পাতক ও ব্রহ্মহত্যা ক্ষণমাত্রে নাশ পায়। এতদ্বিষয়ে একটি অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে।

পুরাকালে প্রজাপতি ও বিষ্ণু সাতন্ত্র্য লইয়া কলহ করেন। 'আমি জগৎকর্ত্তা, অন্য কেহ নহে, আমি সর্ব্ব প্রপঞ্চের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ কর্ত্তা, আমার অধিক কেহ নহে' ব্রহ্মা দেবতাদিগের সন্নিকটে এইরূপ প্রকাশ করেন। তৎশ্রবণে নারায়ণ হাঁসিয়া কহিলেন, 'বিধে! তুমি কি কারণে এমন কহিতেছ। অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া এবম্প্রকার বাক্য তোমার যোগ্য হয় না; আমি জগৎকর্ত্তা, যজ্ঞ, নারায়ণ ও বিভু। আমা বিনা এই জগৎ প্রপঞ্চের জীবন দুর্ল্লভ হয়, আমার প্রসাদে তোমা

কর্ত্তৃক এই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে।' তাহারা এই-রূপ দেবতাদিগের সন্নিধানে বিবাদ করিতে থাকিলে, চতুর্ব্বেদ আসিয়া পরমার্থপ্রকাশক তথ্য বাক্য কহিল, 'হে বিষ্ণো! তুমি জগৎকর্ত্তা নহ; হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রজা-পতি নহ; কিন্তু ঈশ্বরই জগৎকর্ত্তা পরাৎপর বিভু। তাঁহার মায়া শক্তির সঙ্কল্পমাত্রই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব দেবতার বন্দনীয়; তিনিই সত্য, তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক, সংহর্ত্তা ও প্রভু।' বেদ এইরূপ কহিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে কহিলেন, 'প্রমথা-ধিপ শম্ভু পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করেন, এজন্য তিনি মূর্ত্তি-মান্। অতএব সর্ব্বসংসর্গবর্জ্জিত পরব্রহ্ম কি প্রকারে হই-বেন?' তাহাদিগের ঐ কথায় আহত হইয়া প্রণব অরূপ হইলেও, রূপ ধারণ করিয়া, মহাধ্বনিতে গর্জ্জিয়া কহি-লেন, 'শম্ভু মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করেন, যেহেতু তিনি তাঁহার আত্মস্বরূপা। শম্ভু স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন বিশ্বাধিক, মহাদেব ইহা শ্রুত হয়। তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ব-কর্ত্তা, সতন্ত্র ও সর্ব্বভাবন। হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টিকালে তুমি তাঁহারই কর্ত্তৃক রজোগুণে নিযুক্ত হইয়াছ। হে কেশব! সৃষ্টিকালে শম্ভু তোমাকে সত্ত্বগুণে বিভূষিত করিয়া, বিশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব হে বিষ্ণো! হে প্রজাপতে! তোমাদের উভয়ে কাহারও স্বতন্ত্রতা সম্ভবে না। কিন্তু শম্ভুর স্বতন্ত্রতা সম্ভবে। হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! সর্ব্বলোককর্ত্তা, বিশ্বাধিক মহেশ্বরকে কি কারণ জানিতেছ না? সেই শক্তি উমাদেবী শঙ্কর হইতে

কদাচ পৃথক্ নহে। তাঁহাকে শম্ভুর আনন্দভূতা বলিয়া জানিও। অতএব রুদ্র, বিশ্বাধিক, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বদেব ও তোমাদিগের বন্দনীয়। রুদ্রের কর্ত্তা কেহ নাই, তাহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। অতএব, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! তোমরা বৃথা প্রলাপ কহিও না।' প্রণব এইরূপ কহিলেও, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মায়াতে মোহিত হওয়ায় শম্ভুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেন না।

তদনন্তর অনন্তাদিত্য-সঙ্কাশ রুদ্রদেব, লোক প্রলয়ে বাড়বাগ্নিসদৃশ কোপোজ্জ্বল হইয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া কহিলেন, এই রুদ্রনামা মমাত্মজ আসিলেন। মহেশ্বর তাহার গর্ব্বিত বচন শুনিয়া মহাক্রোধাঞ্চিত হইয়া, ব্রহ্মাকে হনন করিবার নিমিত্ত কালভৈরবকে আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞামাত্র কালভৈরব ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধগত পঞ্চম বক্ত্র (যে বক্ত্র গর্ব্বিত বচন কহিয়াছিল) মুষ্টিদ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মার মৃত্যু হইল; কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া, ঈশ্বরের অনেক স্তুতি করিলেন। তদনন্তর কালভৈরব ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, ঈশ্বর তাহার হস্তে ব্রহ্মকপাল সংলগ্ন দেখিয়া, পাপ-শান্তির উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কালভৈরবের হস্তে ব্রহ্মকপাল সংলগ্ন থাকায় কপালপাণি নামে বিখ্যাত হইয়া দেব, দানব, যক্ষাদি লোক বিচরণ করত সর্ব্ব পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া বারাণসীতে আসিলে, কুৎসিত ব্রহ্মহত্যা চতুর্থাংশ বিনা, পাপ প্রশ-

মিত্ত হইল। অনন্তর কপালধৃক্ সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া পুণ্য শিবতীর্থে সকৃৎ স্নান করিবামাত্রই অতি ভীষণ ব্রহ্মহত্যা পাপ বিধ্বংস হইল। তখন মহেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া কালভৈরবকে কহিলেন, 'আমার তীর্থে নিমজ্জন করত তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইল, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই; কাশীতে যাইয়া কোন স্থানে ঐ কপাল রাখ।' ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন কালভৈরব কাশীতে যাইয়া, ব্রহ্মকপাল স্থাপন করিলেন, সেই স্থান অদ্যাপি কপাল-তীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে।

১৭। শঙ্খতীর্থ সেতুমাহাত্ম্যের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। পুরাকালে শঙ্খ নামে মুনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিষ্ণুর ধ্যানে সমাহিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; তৎকালে নিত্য স্নান করিবার জন্য এই তীর্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"শঙ্খেন নির্ম্মিতং তীর্থং শঙ্খতীর্থমিতীর্য্যতে ॥"

তথায় সকৃৎ স্নান করিলে কৃতঘ্নও মুক্তি পায়, মাতৃ পিতৃ গুরু অবমাননাদি পাপও বিনষ্ট হয়; এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে।

পুরাকালে 'বৎসনাভ' মুনি অনেক বৎসর তপস্যা করেন, এমন কি তাহার কলেবর বল্মীকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরে অতি বর্ষায় বল্মীক ধৌত হয় ও অশনিপাতে তাহার চৈতন্য হয়, পরে তপস্যায় নিরত হইলে, মনঃসংযোগে অসক্ত হইয়া, শরীর-পাতনে কৃত-

নিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ আসিয়া শরীর-পাতনে নিষেধ করিয়া পাপশান্তির উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, 'বৎসনাভ' সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া শঙ্খতীর্থে সকৃৎস্নান করিয়া পাপমুক্ত হইলে, তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইল এবং অচিরে তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করিলেন।

১৮। গঙ্গাতীর্থ। ১৯। যমুনাতীর্থ। ২০ গয়াতীর্থ। এই তিন তীর্থের মাহাত্ম্য সেতুমাহাত্ম্যের ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। 'রেক' নামে মহর্ষি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বহু দিন তপস্যা করিয়া তপোবলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইলে পঙ্গু হন এবং গন্ধমাদনস্থ তীর্থ সমূহে স্নান করিতে যাইতে অক্ষম হইলে শকটারোহণে তীর্থস্নানে যাইতেন। সংবৎসর শকট দ্বারা তীর্থস্নান করিলে 'যুগ্বান' নামে খ্যাত হন। ক্রমে পামারোগে আক্রান্ত হইয়া দিবা-নিশি অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিতে থাকেন, তথাপি তপস্যা ত্যাগ করিতেন না। কদাচিৎ এক দিবস গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতে স্নান করিবার মন হইলে, যোগপ্রভাবে তাঁহা-দিগকে আনিবার স্থির করিলেন। তাঁহারা ভূমি ভেদ করিয়া মনুষ্যরূপে মুনিকে কহিলেন, আপনার কি করিতে হইবে। মুনি কহিলেন, যথা;—

"যমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনি!।
সন্নিধানং কুরুধ্বং মে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য ভবত্য ইহ নির্গতাঃ।
তানি পুণ্যানি তীর্থানি ভবেয়ুর্ব্বোঽভিধানতঃ॥

যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য যমুনা নির্গতাগতা।
যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জ্ঞৈরভিধীয়তে॥
যতো বৈ পৃথিবীরন্ধ্রাজ্জাহ্নবী সহসোত্থিতা।
গঙ্গাতীর্থমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্॥
গয়া হি মানুষং রূপং যত আস্থায় নির্যযৌ।
তদেব ভূমিবিবরং গয়াতীর্থং প্রচক্ষতে॥
অত্র তীর্থত্রয়ে স্নানং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তেষামজ্ঞাননাশঃ স্যাৎ জ্ঞানমপ্যুদয়ং লভেৎ॥"

উক্ত তীর্থ ত্রয়ের বৈভব বিষয়ে একটি ইতিহাস এই যে, রাজর্ষি সংজ্ঞের পুত্র 'জানুশ্রুতি' সর্ব্ব জীবের আতিথ্য করিয়াও মনঃশুদ্ধি না পাইয়া 'রৈক্ক' ঋষির নিকট উপদেশ প্রার্থী হইলেন এবং মুনিবরের উপদেশে গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থে স্নান করিলে তাহার সর্ব্ব প্রারব্ধ নাশ ও তৎসঙ্গে মনঃশুদ্ধি হইল। তদনন্তর মুনিবর তাহাকে ব্রহ্মরূপী অদ্বৈত বিজ্ঞান প্রদান করিলে, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া মায়া নির্ভেদ করত 'কেবল ব্রহ্ম' হইয়াছিলেন।

২১। কোটিতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র, নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ অতএব তাঁহার কোনও পাপ না থাকিলেও কেবল লোক শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই রাবণ-বধজনিত ব্রহ্ম-হত্যা বিমোক্ষণ জন্য রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকের জন্য শুদ্ধবারি

অন্বেষণ করেন কিন্তু নিকটে শুদ্ধবারি না পাইয়া ধনুষ্কোটির অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিভেদ করিয়া জাহ্নবীকে শরণ করেন। জাহ্নবী সেই কোটি-ভিন্ন বিবর দিয়া নির্গত হইলে রামচন্দ্র সেই পুণ্যতোয়া দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। তদনন্তর, রাম ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং তাহাতে স্নান করিয়া অনুজ ও কপিগণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে আগমন করিলেন। যথা,—

"রামকার্ম্মুককোট্যৈব যতস্তন্নির্ম্মিতং পুরা।
অতঃ কোটিরিতি খ্যাতং তত্তীর্থং ভুবনত্রয়ে॥
যানি যানীহ তীর্থানি সন্তি বৈ গন্ধমাদনে।
প্রথমং তেষু তীর্থেষু স্নাত্বা বিগতকল্মষঃ॥
শেষপাপবিমোক্ষায় স্নায়াৎ কোটৌ নরস্ততঃ।
তীর্থান্তরেষু স্নানেন যঃ পাপৌঘো ন নশ্যতি॥
অনেকজন্মকোটীভিরর্জ্জিতো হৃদি সংস্থিতঃ।
বিনশ্যতি স সর্ব্বোঽপি কোটিস্নানান্ন সংশয়ঃ॥"

শ্রীরামচন্দ্র কোটিতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধমাদন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সকল যাত্রীই কোটিতীর্থে স্নান করত অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গন্ধমাদন পরিত্যাগ করিবে। যথা,—

"অতঃ কোটৌ নরঃ স্নাত্বা-পাপশেষবিমোচিতঃ।
নিবর্ত্তেত্তৎক্ষণাদেব রামো দাশরথির্যথা॥
এতদ্ধি তীর্থপ্রবরঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
রামনাথাভিষেকায় নির্ম্মিতং রাঘবেণ যৎ॥

স্বয়ং ভগবতী যত্র সন্নিধত্তে চ জাহ্নবী।
তারকব্রহ্মণা যত্র রামেণ স্নাতমাদরাৎ॥”

উহাতে স্নান করিলে সর্ব্বসম্পৎ বৃদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি হয়। দুঃখ, মহাদুঃখ, মহাপাতক, মহাবিঘ্ন বিনাশ হইয়া থাকে। পুরাকালে বাসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ স্বমাতুল কংসকে বধ করিয়া, দেবর্ষি নারদের উপদেশে জগতে ধর্ম্ম স্থাপনের উদ্দেশে স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, এজন্য তাঁহার পুণ্য ও পাপ না থাকিলেও লোকশিক্ষা দিবার উদ্দেশে স্বমাতুল বধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত সেতুস্থ গন্ধমাদনের কোটি তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন।

২২। শ্রীসাধ্যামৃত তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পুরাকালে সনকাদি মহাযোগি-বৃন্দ উহার সেবা করিত উহা শক্তিমুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপ-বিমোক্ষদ। যথা তত্রৈব। ২৮ অধ্যায় ৭—১২ শ্লোক।

“পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃত্বা কর্ম্মাণি যো নরঃ।
পশ্চাৎ সাধ্যামৃতং সেবেৎ পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ॥
অন্তে বয়সি মুক্তঃ স্যাৎ স নরো নাত্র সংশয়ঃ।
সাধ্যামৃতে নরঃ স্নাত্বা দেহবন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥
সাধ্যামৃতজলে স্নাত্বা মনুষ্যাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
অনেকক্লেশঘোরাণি নরকাণি ন যান্তি হি॥
সাধ্যামৃতজলে স্নানাৎ পুংসাং যা স্যাদ্গতির্দ্বিজাঃ।
ন সা গতির্ভবেদ্‌যজ্ঞৈর্ন বেদৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ॥
যাবদস্থি মনুষ্যাণাং সাধ্যামৃতজলে স্থিতম্।

তাবদ্বর্ষাণি তিষ্ঠন্তি শিবলোকে সুপূজিতাঃ॥
অপহৃত্য তমস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ।
তথা স্বাধ্যামৃতস্নায়ী ভিত্বা পাপনি রাজতে॥
বাঞ্ছিতান্ লভতে কামানত্র স্নাতো নরঃ সদা॥"

পুরাকালে রাজর্ষি পুরূরবা যজ্ঞফলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস করিতেন। একদা দেবসভায় যাইয়া, দেবাঙ্গনাদিগের নৃত্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবাঙ্গনারা সকলে নৃত্য করিতে থাকিল, ক্রমে উর্ব্বশীর পালা আসিলে, উর্ব্বশী নৃত্য করিতে আসিল বটে, কিন্তু অহঙ্কারবশত সম্যক্ নৃত্য করিতে পারিল না। পরন্তু রাজার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে হাসিল। পুরূরবাও তাহা দৃষ্টি করিয়া হাস্য করিল। নাট্যাচার্য্য তুম্বুরু তাহা দেখিয়া রুষ্ট হইয়া কহিল, 'যেহেতুক তোমরা উভয়ে হাসিয়াছ, এজন্য তোমাদিগের উভয়েরই বিয়োগ হইবে।' রাজা অভিশপ্ত হইয়া, পাকশাসনের নিকট তৎশান্তির উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধমাদনে আসিয়া, সাধ্যামৃত তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া, তত্তীর্থ বৈভব-বশতঃ শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া, বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতীয় গমন করিয়াছিল। অতএব লোকে সেতু সন্দর্শনে যাইয়া, সাধ্যামৃত তীর্থে স্নান করিতে ভুলিবেন না। ইহা মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত।

২৩। সর্ব্বতীর্থ। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ যথা,—পূরাকালে, ভৃগুবংশোদ্ভব 'সুচরিত' নামে ঋষি বার্দ্ধক্যবশতঃ গমনাগমনে অক্ষম হইয়া সর্ব্বতীর্থে স্নান করিবার অভিলাষী হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া শিশিরে জলমধ্যস্থ, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-মধ্যগ, বর্ষায় বৃষ্টি-সহন হইয়া বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ত্র্যম্বকের দশ বৎসর উগ্র তপস্যা করেন। শঙ্কর তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য তাহার সম্মুখে প্রত্যক্ষীভূত হইলে, 'সুচরিত' শ্রুতিসুখকর স্তোত্রে তাঁহার স্তুতি করিয়া, আপন অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, মহাদেব কহিলেন, যথা,—২৯।৩৩—৪৭।

"অহমাবাহয়িষ্যামি তীর্থান্যত্রৈব কৃৎস্নশঃ।
রামস্য সেতুনা পূতে নগেঽস্মিন্ গন্ধমাদনে॥
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবঃ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥
তীর্থান্যাবাহয়ামাস মুনিপ্রীত্যর্থমুত্তমঃ॥
ততঃ সুচরিতং প্রাহ শঙ্করঃ করুণানিধিঃ।
মুনে! সুচরিতেদন্তু মহাপাতকনাশনম্॥
সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বতীর্থাভিধং স্মৃতম্।
ময়াত্র সর্ব্বতীর্থানাং মনসাকর্ষণাদিদম্॥
মানসং তীর্থমিত্যাখ্যাং লপ্স্যতে ভুক্তিমুক্তিদম্।
অতঃ সুচরিতাত্র ত্বং স্নাহি সদ্যো বিমুক্তয়ে॥
মহাপাতকসংঘানাং দাবানলসমদ্যুতৌ।
কামমোহভয়ক্রোধলোভরোগাদিনাশনে॥
বিনা বেদান্তবিজ্ঞানং সদ্যো নির্ব্বাণকারণে।
জন্মমৃত্যাদিনক্রৌঘসংসারার্ণবতারণে॥

কুম্ভীপাকাদিসকলনরকাগ্নিবিনাশনে।
ইতীরিতঃ সুচরিতঃ শম্ভুনা মদনারিণা॥
সস্নৌ বিপ্রাঃ সর্ব্বতীর্থে মহাদেবস্য সন্নিধৌ।
স্নাত্বোত্থিতঃ সুচরিতো দদৃশেঽখিলমানবৈঃ॥
জরাপলিতনির্ম্মুক্তস্তরুণোঽতীবসুন্দরঃ।
দৃষ্ট্বা স্বদেহসৌন্দর্য্যং ততঃ সুচরিতো মুনিঃ॥
শ্লাঘয়ামাস তত্তীর্থং বহুধান্যে চ তাপসাঃ।
মহাদেবঃ সুচরিতং বভাষে তদনন্তরম্॥
অস্য তীর্থস্য তীরে ত্বং বসন্ সুচরিতদ্বিজ!।
স্নানং কুরুষ্ব সততং স্মরন্ মাং মুক্তিদায়কম্॥
দেশান্তরীয়তীর্থেষু মা ব্রজ ব্রাহ্মণোত্তম!।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাৎ মামন্তে প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্।
অন্যেঽপি যেঽত্র স্নাস্যন্তি তেঽপি মাং প্রাপ্নুয়ুর্দ্বিজ!॥"

২৪। ধনুষ্কোটি তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ত্রিংশৎ অধ্যায় হইতে ষড়্ত্রিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

ইহা রামেশ্বর হইতে ২৪শ মাইল দূরে হইবে। ইহার উৎপত্তির বিষয় যথা,—আহবে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লোক-কণ্টক রাবণ নিহত হইলে, বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। অনন্তর রামচন্দ্র, বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব-প্রমুখ কপিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ করপুটে রাঘবকে সেতু-ভঙ্গ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি অবলীলাক্রমে ধনুষ্কোটি (ধনুর অগ্রভাগ) দিয়া

সেতু-বিভেদ করিয়াছিলেন। যথা—৩০ অধ্যায়। ৭৪ শ্লোক হইতে ৯৩ শ্লোক পর্য্যন্ত।

"সেতুনানেন তে রাম! রাজানঃ সর্ব্ব এব হি।
বলোদ্রিক্তা সমভ্যেত্য পীড়য়েযুঃ পুরীং মম॥
অন্তঃসেতুমিমং ভিন্ধি ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহ।
ইতি সম্প্রার্থিতস্তেন পৌলস্ত্যেন স রাঘবঃ॥
বিভেদ ধনুষঃ কোট্যা স্বসেতুং রঘুনন্দনঃ।
অতো দ্বিজাস্ততস্তীর্থং ধনুষ্কোটিরিতি শ্রুতম্॥
শ্রীরামধনুষঃ কোট্যা যো রেখাং পশ্যতে কৃতাম্।
অনেকক্লেশসংযুক্তং গর্ব্ভবাসং ন পশ্যতি॥
ধনুষ্কোট্যা কৃতা রেখা রামেণ লবণাম্বুধৌ।
তদ্দর্শনাদ্ভবেন্মুক্তির্ন জানে স্নানজং ফলম্॥
নর্ম্মদাবোধসি তপো মহাপাতকনাশনম্।
গঙ্গাতীরে তু মরণমপবর্গফলপ্রদম্॥
দানং দ্বিজাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্।
তপশ্চ মরণং দানং ধনুষ্কোটৌ কৃতং নরৈঃ॥
মহাপাতকনাশায় মুক্ত্যৈ চাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
ভবেৎ সমর্থং বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তাবৎ সম্পীড্যতে জন্তুঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ।
যাবন্নালোক্যতে রামধনুষ্কোটির্ব্বিমুক্তিদা॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে পাপকর্ম্মাণি ধনুষ্কোট্যবলোকিনঃ॥
দক্ষিণাম্ভোনিধৌ সেতৌ রামচন্দ্রেণ নির্ম্মিতা।
যা রেখা ধনুষঃ কোট্যা বিভীষণহিতায় বৈ॥
সৈব কৈলাসপদবী বৈকুণ্ঠব্রহ্মলোকয়োঃ।
মার্গঃ স্বর্গস্য লোকস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তুল্যং যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈর্ধনুষ্কোট্যবগাহনম্।
সর্ব্বমন্ত্রাধিকং পুণ্যং সর্ব্বদানফলপ্রদম্ ॥
কায়ক্লেশকরৈঃ পুংসাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈর্ধনুষ্কোটাবলোকিনঃ ॥
রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানং চেল্লভতে নৃণাম্।
সিতাসিতসরিৎপুণ্যবারিভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥
রামচন্দ্রধনুষ্কোটিদর্শনং লভ্যতে যদি।
কাশ্যান্তু মরণান্মুক্তিঃ প্রার্থ্যতে কিং বৃথা নরৈঃ ॥
অনিমজ্জ্য ধনুষ্কোটাবনুপোষ্য দিনত্রয়ম্।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥
ধনুষ্কোট্যবগাহেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বাপি বহুদক্ষিণৈঃ ॥
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
ধনুষ্কোট্যভিধং তীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং বিদুঃ ॥
দশকোটিসহস্রাণি সন্তি তীর্থানি ভূতলে।
তেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যত্র ধনুষ্কোটৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥"

যে যে পাপ করিলে অষ্টাবিংশতি মহানরকে যাইতে হয় তৎতৎপাপকারী ধনুষ্কোটিতে যাইয়া স্নান করিলে মুক্ত হইয়া থাকে। ধনুষ্কোটিতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সকৃত স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল, আত্মবিদ্যা, অদ্বৈত জ্ঞান, চতুর্বিধ মুক্তি, তুলাপুরুষ দানের ফল, গো-সহস্র দানের ফল, সম্পদ্ ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মহত্যা, গুরুস্ত্রী ও পরদার গমন বা সুবর্ণ-হরণ প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-তৃপ্তিদ এই তিনটী স্থান স্থাপন করেন যথা,—

"পিতৃণাং তৃপ্তিদং স্থানং ত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্।
সেতুমূলে ধনুষ্কোট্যাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
পিণ্ডং দত্ত্বা পিতৃভ্যোঽত ঋণান্মুক্তো ভবিষ্যতি॥"

অতএব লোকে ধনুষ্কোটিতে আসিয়া অম্বুধিতে স্নান পিতৃতর্পণ ও পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিয়া ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবে।

রবি মকরস্থ হইলে, মাঘ মাসের ত্রিংশৎ দিবসে ধনুষ্কোটি স্নান করিলে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের ফললাভ করিয়া অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইবে। যথা,—

"মকরস্থে রবৌ মাঘে ধনুষ্কোটৌ তু যো নরঃ।
স্নায়াৎ পুণ্যং নিগদিতুং তস্যাহং ন ক্ষমো দ্বিজাঃ।
মাঘমাসে ধনুষ্কোটাববগাহেত যো নরঃ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু মুনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্নুয়াদক্ষয়াল্লোকান্ মোক্ষাংশ্চাপি লভেত সঃ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা।
তৎ সর্ব্বং মাঘমাসেঽত্র মজ্জনাৎ বিলয়ং ব্রজেৎ॥"

শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক রামনাথের বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া পরে সূর্য্যোদয় হইলে ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া দ্বিজগণকে ভোজন করিলে এবং যথাশক্তি ভূমি, গো, তিল, রজত, কাঞ্চন দান করিলে, সর্ব্বপাপ-বিমোচন হইয়া মুক্তি লাভ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে মাঘমাসে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহোদয় ও অর্দ্ধোদয়-যোগে* ধনুষ্কোটিতে সংকল্প পূর্ব্বক স্নান করিলে ভবযন্ত্রণা ও নরকাদি ক্লেশ পাইতে হইবে না এবং সাযুজ্যমুক্তি হইয়া থাকে। তৎকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে, তাঁহারা চন্দ্র-সূর্য্য-স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। নরকস্থ পিতৃগণ পাপ-বিমুক্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করেন এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মুক্ত হয়েন। অতএব তৎকালে তথায় স্নান ও তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে (গ্রহণে) ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করিলে, কাশীক্ষেত্রে দশ বৎসর কাল বাসের ফললাভ হইবে, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, অসংখ্য জন্মার্জ্জিত পাপ ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া সর্ব্ব-তীর্থ-স্নান ফলপ্রাপ্তি ও সাযুজ্যমুক্তি লাভ হইবে। এতদ্-বিষয়ে কয়েকটি ইতিহাস বিবৃত হইতেছে।

(১) একত্রিংশত অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—ভারত-যুদ্ধে অষ্টাদশ দিবসে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে, দ্রৌণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্বয়ং প্রসাচক ও সেনাপতিত্বে প্রবৃত্ত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে নিধন করি-বার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। ন্যায়মার্গে তাহা সম্পাদন

---

* অর্দ্ধোদয়যোগ যথা,—

"অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ॥"

পৌষ কিংবা মাঘমাসের অমাবস্যা তিথি রবিবার, ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয়যোগ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ইহা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে মহোদয় যোগ হইয়া থাকে।

করিতে অক্ষম ভাবিয়া, রাত্রিকালে ভাসপক্ষী কর্ত্তৃক সুপ্তপক্ষী ধৃত ও নিহত দেখিয়া শিবিরে সুপ্ত পাণ্ডব-দিগকে নিধন করিতে কৃতসংকল্প করিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে অর্দ্ধরাত্রে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক সুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অন্যান্য সেনানীগণকে নিধন করিয়া, পাণ্ডবের ভয়ে পলায়ন করেন এবং রেবা-নদী-তীরে যাইয়া, মুনিগণ সমীপে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুনিগণ দেখিবামাত্র যোগবলে তাহাকে 'সুপ্তমারণ' পাপে লিপ্ত জানিয়া এবং সম্ভাষণাদি দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দুর দুর করিলেন। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া বেদব্যাসাশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট পাপশান্তির উপায়ের উপদেশ জ্ঞাত হইয়া, সেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে আসিয়া সংকল্প পূর্ব্বক মাসাবধি নিত্য স্বকৃতস্নান ও রামনাথের পূজা, পরেদ্যুতে ধনু-ষ্কোটিতে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া, ভক্তিসহকারে রাম-নাথের অভিষেক করিয়া, আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া, শঙ্করের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে, ভগবান্ প্রসন্ন ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া দ্রৌণিকে কহিলেন, 'হে দ্রৌণে! ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন বসতঃ তোমার সুপ্তমারণ মহা-পাতক নষ্ট হইয়াছে, অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর, শঙ্কর বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন দ্রৌণিও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

(২) অপর ইতিহাস দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—সোমবংশোদ্ভব নন্দরাজার পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত মৃগয়া

যাত্রা করেন এবং গহন বনমধ্যে রাত্রি হইলে, শর্ব্বরী যাপনের অভিপ্রায়ে কোন বৃক্ষে আরোহণ করেন। এক ঋক্ষ সিংহ ভয়ে ভীত হইয়া, পলায়নপূর্ব্বক সেই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া, রাজাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে সন্দর্শন করিয়া কহিল 'রাজন্! এই বন শ্বাপদসঙ্কুল। অতএব এই বৃক্ষেই রাত্রি যাপন কর, ভয় নাই। দেখ বৃক্ষতলে এক ভীষণ সিংহ আসিয়াছে, প্রথম অর্দ্ধ রাত্র তুমি নিদ্রা যাও আমি জাগিয়া থাকি, পরে তুমি উঠিলে আমি নিদ্রা যাইব।' অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত নিদ্রিত হইলে, সিংহ ঋক্ষকে কহিল, 'তুমি উহাকে ফেলিয়া দাও।' ঋক্ষ তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কহিল, 'হে বনচর মৃগরাজ! তুমি ধর্ম্ম অবগত নহ। বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাতক, বরং ব্রহ্মহত্যার কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কোটী জন্মেও নিষ্কৃতি নাই। আমি সুমেরুর ভারকে সামান্য এবং বিশ্বাসঘাতকতা-ভারকে মহাভার বলিয়া বিবেচনা করি।' সিংহ তাহা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইল। অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত প্রবুদ্ধ হইলে, ঋক্ষ নিদ্রিত হইল। তদনন্তর সিংহ কহিল, 'যুবরাজ! ঋক্ষকে পরিত্যাগ কর।' রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, ঋক্ষকে ত্যাগ করিল। ঋক্ষ পাত্যমান হইয়াও, নখদ্বারা পাদপালম্বনে পড়িল না। ঋক্ষ রাজাকে দর্শন করিয়া কহিল, 'আমি কামরূপধর' আমার নাম ধ্যানকাষ্ঠ, এক্ষণে ঋক্ষরূপ ধারণ করিয়াছি মাত্র। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, অতএব তুমি উন্মত্ত হইবে।'

অনন্তর, সিংহকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'তুমি ভদ্রনামা কুবেরের সচিব ছিলে, তুমি গৌতমের শাপে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ধর্ম্মশীল তবে কি জন্য হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?' ধ্যানকাষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, সিংহ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া, যক্ষরূপ ধারণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ধ্যানকাষ্ঠও যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল। শাপপ্রভাবে ধর্ম্মগুপ্তও উন্মত্তাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাজর্ষি নন্দ, পুত্রের অবস্থা অবগত হইয়া, জৈমিনি মুনি সকাশে আসিয়া, পুত্রের উন্মত্ততার বিষয় কহিলে, মুনিপুঙ্গব ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া, শাপশান্তির উপদেশ দিলেন। নন্দরাজ উন্মত্ত ধর্ম্মগুপ্তকে লইয়া, সেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে আসিয়া, সঙ্কল্পপূর্ব্বক উন্মত্ত পুত্রকে স্নান করাইলে, পুত্র শাপবিমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিল। নন্দরাজও তত্তীর্থে স্নান করিয়া, একদিবস তথায় যাপন করিয়া, পুত্রের সহিত রামনাথের উপাসনা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ধন, ধান্য, ও ভূম্যাদি প্রদান করিয়া, স্বপুরীতে প্রত্যাগত হয়েন।

(৩) অপর ইতিহাস ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা পুরাকালে রৈভ্যমুনির পুত্রদ্বয় বেদবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামা সসাগরা রাজচক্রবর্ত্তী বৃহদ্যুম্ন মহারাজের সত্রযাগে বৃতী হইয়াছিল। অনন্তর কোন এক দিবস অপরাহ্ণে কনিষ্ঠ পরাবসু নিজ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, পথিমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হয় বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণাজিন-সমাবৃত হইয়া আশ্রম সমীপস্থ বনে

বিচরণ করিতেছিল, পরাবসু অন্ধকারে তাহাকে হিংস্র জন্তু ভাবিয়া আক্রমণ আশঙ্কায় কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত পিতাকে গুরু প্রহার করিলে তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। পরাবসু অকস্মাৎ পিতৃ-বধরূপ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ অর্ব্বাবসু দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মহা সত্র করিল; তাহাতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা উপস্থিত হইয়া, পরাবসুর পাপ মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গমন করিল। জ্যেষ্ঠ অর্ব্বাবসু পরাবসুকে লইয়া রামসেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে আসিলে পরাবসু সঙ্কল্পপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করিয়া উত্থিত হইল। তখন তত্তীর্থ প্রভাবে অশরিণীবাণী তাহাকে কহিল, 'তোমার পিতৃ-ব্রহ্মঘাতজ মহাঘোর নরক-ক্লেশকারিণী ব্রহ্মহত্যা, ধনুষ্কোটি স্নানে নষ্ট হইল।' তখন উভয়ে ধনুষ্কোটিকে প্রণাম করিয়া, ভক্তিপুরঃসর রামেশ্বরের পূজা ও নমস্কার করিয়া, আপন আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তত্তীর্থপ্রভাবে তাহাদিগের পিতা রৈভ্যমুনি সমুত্থিত হইয়া, সমাগত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(৪) অপর চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত যথা,—পুরাকালে একটী শৃগাল ও একটী বানর জাতিস্মর ছিল। শৃগাল পূর্ব্বজন্মে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিল, কোন ব্রাহ্মণকে এক আঢ়ক ধান্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা প্রদান করে নাই। সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া, শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। বানরও পূর্ব্বজন্মে 'দেবনাথ' নামে বিপ্র ছিল। ব্রাহ্মণস্ব হরণ করিয়াছিল বলিয়া,

সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া, প্লবঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উভয়ে আপনাপন পূর্ব্বাবস্থা কহিয়া, পাপ-শান্তির কামনায় 'সিন্ধুদ্বীপ' নামে মুনির নিকটে স্ব স্ব পাপশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর ধ্যানাবলম্বনে তাহাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া, রামসেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে যাইয়া স্নান করিতে উপদেশ দেন। তাহারাও তথায় যাইয়া স্নান করিয়া, পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল।

(৫) মহারাষ্ট্রদেশস্থ যজ্ঞদেব বিপ্রের পুত্র সুমতি পিতৃ মাতৃ ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া উৎকলদেশে গমন করিয়াছিল। তথায় যুবমোহিনী কোন কিরাতীর মোহন মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সহবাস ও সুরাপান এবং রাত্রে ব্রাহ্মণ গৃহে চৌর্য্যবৃত্তি করিত। কদাচিৎ চৌর্য্যবৃত্তি করিতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে হনন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইল এবং তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পিতৃ সকাশে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু, পিতা আশ্রয় দানে অসমর্থ হয়েন তথাপি অকস্মাৎ দুর্ব্বাসা মুনির সন্দর্শন পাইয়া বৎসলতা বশত সুরাপায়ী ব্রহ্মহা ব্রহ্মস্বহারী পিতৃ-মাতৃ-ভার্য্যাদ্রোহী কিরাতীসংসর্গদুষ্ট অতিপাপকৃৎ পুত্রের পাপশান্তির উপায় যাচ্ঞা করিলে, মুনিপ্রবর ধ্যানযোগে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎপাপের স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া রামসেতুতে যাইয়া ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন করিতে আদেশ করেন। সুমতিও

মুনিবরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামসেতুতে ও ধনুষ্কোটিতে যাইয়া পাপমুক্ত হইয়াছিল।

(৬) অপর মাতৃগমন-মহাপাতক-শান্তি বিষয়ক ইতিহাস পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত যথা—পুরাকালে পাণ্ড্যদেশে কোনও বহুশ্রুত ইধ্মবাহু নামে বিপ্রের পুত্র 'দুর্ব্বিনীত' বাল্যে পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া, বিধবা মাতার সহিত বাস করিয়া, দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে দেশত্যাগ করিয়া, গোকর্ণে আসিয়া মাতার সহিত বাস করিতে থাকিল। বহুকাল অতীত হইলে মূঢ়বুদ্ধি, দুর্ব্বিনীত, রাগাদি বিকৃতমানস অতএব অনঙ্গশরবিদ্ধাঙ্গ ও কামমোহে আসক্ত হইয়া 'করিস্ কি, করিস্ কি, বলিতে থাকিলেও মনোদুঃখিনী অম্বাকে বলে আকর্ষণপূর্ব্বক মৈথুন করিয়া, তাহাতে রেতঃসেচনানন্তর ক্ষুণ্ণ হইয়া মহাপাতক করিয়াছি ভাবিয়া, মুনি আশ্রমে আসিয়া অগম্যাগমন পাপের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিলে, কেহ বা তাহার সহিত বার্ত্তাদোষ ভয়ে মৌনী হইল, কেহ বা দুষ্টাত্মা মাতৃগামীকে দূর দূর করিল। করুণানিধি সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদ্বিষয় অবগত হইয়া ধ্যানযোগে দুর্ব্বিনীতের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই জানিয়া অম্বার সহিত রামসেতুতে যাইয়া ধনুষ্কোটিতে মকর মাসে মাসাবধি নিমজ্জন করিতে আদেশ করিলেন। দুর্ব্বিনীত ব্যাসানুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া অম্বার সহিত সেতুতে আসিয়া রবি মকরস্থ হইলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক

প্রত্যহ ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন করিতে লাগিল এবং নিরাহার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত রামেশ্বরের পূজা করিয়া মাসান্তে পারণ করিল। অনন্তর, ব্যাস সমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে পাপ বিমুক্ত হইয়াছ ইহা বলিয়াছিলেন। তদনন্তর উভয়েই ধনুষ্কোটি-নিমজ্জন বশত দেহান্তে মুক্তি পাইয়াছিল।

(৭) পঞ্চ মহাপাতক সংসর্গদোষ শান্তি বিষয়ক ষড়্-ত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস যথা। গৌতমী তীরে দুরাচার নামে একটী ব্রাহ্মণ ছিল। সে সদা ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্পগাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিয়াছিল; কারণ পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকীর সহিত একপুংক্তি ভোজন একত্রে উপবেশন শয়ন বা সম্ভাষণ যে কেহ ব্রাহ্মণ একদিন মাত্র করিবে তাহার ব্রাহ্মণত্বের চতুর্থ অংশ নষ্ট হইবে. যে কেহ ব্রাহ্মণ দুই দিন করিবে তাহার দ্বিতীয় ভাগ (অৰ্দ্ধেক), তিন দিন ঐরূপ করিলে তৃতীয়াংশ এবং চারি দিন করিলে, অবশিষ্টাংশ লোপ পায়। তদনন্তর, মহাপাতকী সংসর্গ করিলে সে ব্যক্তি তত্তুল্য মহাপাতকী হয়। 'দুরাচার সদা মহাপাতক সংসর্গে ব্রাহ্মণ্যহীন হইলে, ভীষণ বেতাল কর্ত্তৃর আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তর ও বন হইতে বনান্তর যাইতে যাইতে পূর্ব্বপুণ্য-বিপাকবশত দৈবযোগে পিশাচ কর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইয়া বেগে ধনুষ্কোটিতে পতিত হইয়া নিমজ্জিত হইলে তীর্থ বৈভব বশতঃ পাপ বিমুক্ত হইয়াছিল। বেতালও তৎসঙ্গে ধনুষ্কোটিতে পতিত হইবামাত্র

বেতালত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই বেতাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল। ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়া পার্ব্বণ বিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করায় দেহান্তে তদ্দোষে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; অনন্তর, সে দুরাচারের অনুসরণ করিয়া ধনুষ্কোটিতে পতিত হইয়া বেতালত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে কোন না কোন তিথিতে মহালয়ার শ্রাদ্ধ না করিলে পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেহান্তে বেতালত্ব পাইতে হয়। এতদ্বিষয়ে অত্রাধ্যায়ে সুবিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

যে যে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত নাই তৎসমস্তই ধনুষ্কোটি স্থানে নষ্ট হয়। পূর্ব্বে তাহার অনেক গুলির নাম উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে অবশিষ্ট কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) শূদ্রকর্ত্তৃক লিঙ্গ ও বিষ্ণু পূজা (খ) বিপ্রের নিন্দা করা (গ) বিশ্বাসঘাতকতা (ঘ) ভ্রাতৃভার্য্যা-গমন (ঙ) দ্বিজাতির শূদ্রান্নভোজন (চ) শ্রুতি-নিন্দাকরা (ছ) কন্যা-বিক্রয় (জ) হয়-বিক্রয়। (ঝ) দেববিক্রয় (ঞ) বেদবিক্রয়। (ট) ধর্ম্মবিক্রয়ী। (ঠ) ধৃবৃত্ত-বিক্রয় (ড) তীর্থজল-বিক্রয়। (ঢ) মাতৃ-পিতৃ ও যতিদ্রোহ গুরুনিন্দা (ণ) শিবনিন্দা (ত) বিষ্ণুনিন্দা (থ) সৎ কথা-দূষক।

সেতুমাহাত্ম্যোক্ত উপতীর্থের তালিকা। যথা;—

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ডতীর্থ।

২। কপিতীর্থ।
৩। গয়াতীর্থ।
৪। সরস্বতীতীর্থ।
৫। ঋণমোচনতীর্থ।
৬। পাণ্ডবতীর্থ।
৭। দেবতীর্থ।
৮। সুগ্রীবতীর্থ।
৯। নলতীর্থ।
১০। নীলতীর্থ।
১১। গবাক্ষতীর্থ।
১২। অঙ্গদতীর্থ।
১৩। গজ-গবয়-সরভ-কুমুদতীর্থ।
১৪। বিভীষণ-তীর্থ।
১৫। ব্রহ্মহত্যাবিমোচন-তীর্থ।
১৬। নাগবিলতীর্থ।
১৭। সেতুমাধবতীর্থ।

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ড সেতুমাহাত্ম্যের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। মহাপুণ্য দেবীপুরের প্রতীচী দিকে যেখান হইতে রাম মহার্ণবে সেতুবন্ধন করেন তাহাই ফুল্লগ্রাম নামে অভিহিত পুণ্যক্ষেত্র। তাহারই নিকটে মহাপাতকনাশন ক্ষীরসর। পুরাকালে মুদ্গাল ঋষি দক্ষিণাম্বুনিধি তীরে ফুল্লগ্রামে নারায়ণের প্রীতিকর যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞে বিষ্ণু স্বরূপ মূর্ত্তিতে আহুত ঘৃত পান করিয়া, অতি পরিতুষ্ট হইয়া, মুদ্গলকে

বর লইতে কহিলে, মুদ্গাল কহিলেন 'যখন আপনি স্বরূপমূর্ত্তিতে আসিয়া, হবি ভক্ষণ করিয়াছেন' তাহা অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে? তথাপি হে ভগবন্ বিষ্ণো! সদা আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক, এই প্রথম বর। প্রতিদিন আমি প্রাতঃকালে ও সায়ংসন্ধ্যায় তবরূপ অগ্নিতে সুরভির দুগ্ধ দিয়া, দেব-নারায়ণ হরির প্রীত্যর্থ এইস্থানে হোম করিতে বাসনা করি; এজন্য সুরভির দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিন, এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।' তখন নারায়ণের আদেশে বিশ্ব-কর্ম্মা একটি সরোবর খনন করিল। হরি সুরভিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মুদ্গাল মৎপ্রীত্যর্থ পয়োহোম করিতে অভিলাষী। তুমি প্রতিদিন সায়ংকালেও প্রাতঃ কালে এইস্থলে আসিয়া, এই সরোবর দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়ারাখিবে। ইহা ক্ষীরসর নামে তীর্থ হইবে। ইহাতে স্নান করিলে, পঞ্চপাতক ও অন্যান্য পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ পাইবে।' তদনন্তর, মুদ্গালকে কহিলেন, দেহান্তে তুমি মুক্ত হইবে। হরি এই সমস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কশ্যপের পত্নী কদ্রু ভর্ত্তৃবাক্যে নিয়মান্বিত হইয়া, এই তীর্থে স্নান করিয়া, 'ছলে স্বপত্নীজয়' দোষ হইতে সদ্য মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অষ্ট-ত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ লইয়া কদ্রু ও বিনতার বিবাদ অনেক পুরাণেই বর্ণিত আছে এবং তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন জানিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

২। কপিতীর্থ, সেতুমাহাত্ম্যের ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত। পুরাকালে রাঘবকর্ত্তৃক রাবণাদি বিনষ্ট হইলে কপিগণ গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুন্দর তীর্থ খনন করিয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিল, 'হে স্বামিন্! যাহারা অস্মৎকৃত এই তীর্থে ভক্তি করিয়া স্নান করিবে তাহারা মহাপাতক দারিদ্র্য ও যমপীড়া হইতে নিস্তার পায় এইরূপ বর প্রদান করুন।' রাম কপিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রীতিকামনায় তৎকৃত তীর্থকে বর দিয়াছিলেন। 'এই তীর্থ কপিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে গঙ্গা প্রয়াগ অথবা সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল, অগ্নিষ্টোম যাগাদির ফল গায়ত্র্যাদি মহামন্ত্র জপের ফল, গো সহস্র দানের ফল, চতুর্ব্বেদ-পারায়ণ-ফল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবপূজার ফললাভ হইবে।'

কপিতীর্থ বৈভব বিষয়ক ইতিহাস যথা—পুরাকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মতেজে পরাভূত হইয়া ব্রহ্ম-বল ক্ষত্র বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বিদিত হইয়া তৎপ্রাপ্তি কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করিতে থাকিলে ইন্দ্র ভয় পাইয়া রম্ভাকে তপোবিঘ্ন করিতে আশ্রমে পাঠাইলেন। বিশ্বামিত্র তাহাকে তপোবিঘ্ন উৎপাদনের কারণ জানিয়া অভিসম্পাৎ করিলে রম্ভা তৎক্ষণাৎ শিলা হইয়া শত অযুতবর্ষ পড়িয়া থাকে। অনন্তর তথায় 'শ্বেত' নামে মুনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গারকা নামে রাক্ষসী তপোবিঘ্নোৎপাদন

করিতে থাকে। এই রাক্ষসী পূর্ব্বে ঘৃতাচী নামে দেব-নর্ত্তকী ছিল; কুম্ভজের শাপে রাক্ষসী হইয়া রহিয়াছে। ঋষিকপুত্র 'শ্বেত' মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসীকে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন, অস্ত্রোদ্ভূত বায়ুরাশির বেগে রাক্ষসী ও পূর্ব্বোক্ত শিলাভূতা রম্ভা দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনের কপিতীর্থে পতিত হইয়া তত্তীর্থ প্রভাবে উভয়ে শাপ বিমুক্ত হয় এবং স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া প্রস্থান করে।

৩।৪। গায়ত্রী ও স্বরস্বতী তীর্থদ্বয় সেতুমাহাত্ম্যের চত্বারিংশ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে এই তীর্থদ্বয় মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্য। পুরাকালে 'বাক্' নামে প্রজা-পতি স্বকন্যাতে কামুক হইয়া স্পৃহা করিলে, পুত্রী তাহার কামিতাবিলোকনপূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া, রোহিত (হরিণ বিশেষ) রূপ ধারণ করিলে, ব্রহ্মাও হরিণরূপ হইয়া তার অনুগমন করিতে থাকিল। দেবতারা তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মার নিন্দা করিল। শঙ্কর পিনাক লইয়া শরপ্রয়োগে হরিণের মস্তক ছেদন করিলে দেহ হইতে মহজ্জ্যোতি বিনির্গত হইয়া আকাশে মৃগশীর্ষা নক্ষত্র হইল। শঙ্করও আর্দ্রানক্ষত্ররূপী হইয়া, এখনও অম্বরে মৃগ ব্যাধরূপী ত্রিপুরান্তক মৃগশীর্ষান্তিকে দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, গায়ত্রী, সরস্বতী ভর্তৃহীন হইয়া গন্ধমাদনে আসিয়া রামনাথের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন; ও স্নানের কারণ তীর্থ খনন করেন। কৃপানিধি মহাদেব তাহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, ও তাহাদিগের কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া চতুর্ব্বক্ত্রের মৃত দেহ, ভূত কর্ত্তৃক আনাইয়া ধড়ে

মস্তক সংযোজনা করিবামাত্র চতুরানন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া শ্রুতিমধুর স্তোত্রে 'নিষিদ্ধাচরণ জন্য দোষ' শান্তির প্রার্থনা করিলে গিরিজাপতি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া স্বরসতী ও গায়ত্রীকে কহিলেন।

"যুবয়োর্ম্মৎপ্রসাদেন হে গায়ত্রি সরস্বতি !।
অয়ং ভর্ত্তা সমায়াতঃ সপ্রাণশ্চতুরাননঃ॥
সহানেন ব্রহ্মলোকং যাতং মাভূদ্বিলম্বতা।
যুবয়োঃ সন্নিধানেন সদা কুণ্ডদ্বয়েঽত্র বৈ॥
ভবিষ্যতি নৃণাং মুক্তিঃ স্নানাৎ সাযুজ্যরূপিণী।
যুষ্মন্নাম্না চ গায়ত্রীসরস্বত্যাবিতিদ্বয়ম্।
ইদং তীর্থং সর্ব্বলোকে খ্যাতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্॥"

একচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত। গায়ত্রী ও সরস্বতী-তীর্থমহাত্ম্য প্রতিপাদক ইতিহাস। যথা,—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বর্ণিত। অভিমন্যু-তনয় রাজা পরীক্ষিত সমীকপুত্র শৃঙ্গীকর্ত্তৃক অভিশপ্তের বৃত্তান্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাগরুড়-মন্ত্রজ্ঞ, মান্ত্রিক, কশ্যপ-বিপ্র রাজাকে তক্ষক হইতে রক্ষা করিতে যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক হইতে লোভে ধন লইয়া রাজার আয়ু অল্প জানিয়া, মুনিবাক্য সত্য হওয়া উচিত ইহা ভাবিয়া অর্দ্ধমার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, অপর বিপ্রেরা তাহাকে মহাপাতকী ভাবিয়া, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। কশ্যপ বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শাকল্য-মুনির আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মুনিবর ক্ষণকাল ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন। যথা,—

"পরীক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভবান্।
অয়াসীদর্দ্ধমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ॥
চিকিৎসিতুং সমর্থোঽপি বিষরোগাদিপীড়িতম্।
যো ন রক্ষতি লোভেন তামাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥
ক্রোধাৎকামাদ্ভয়াল্লোভান্মাৎসর্য্যান্মোহতোঽপি বা।
যো ন রক্ষতি বিপ্রেন্দ্র! বিষরোগাতুরং নরম্॥
ব্রহ্মহা স সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
সংসর্গদোষদুষ্টশ্চ নাপি তস্য হি নিষ্কৃতিঃ॥
কন্যাবিক্রয়িণশ্চাপি হয়বিক্রয়িণস্তথা।
কৃতঘ্নস্যাপি শাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তং হি বিদ্যতে॥
বিষরোগাতুরং যস্তু সমর্থোঽপি ন রক্ষতি।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি॥
ন তেন সহ পংক্তৌ চ ভুঞ্জীত সুকৃতী জনঃ।
ন তেন সহ ভাষেত ন পশ্যেত্তং নরং কচিৎ।
তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্ভবেৎ॥
পরীক্ষিৎ স মহারাজঃ পুণ্যশ্লোকশ্চ ধার্ম্মিকঃ॥
বিষ্ণুভক্তো মহাযোগী চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
ব্যাসপুত্রাদ্ধরিকথাং শ্রুতবান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্॥
অরক্ষিত্বা নৃপং তং ত্বং বচসা তক্ষকস্য যৎ।
নিবৃত্তস্তেন বিপ্রেন্দ্রৈর্ব্বান্ধবৈরপি দূষ্যতে॥
স পরীক্ষিন্মহারাজো যদ্যপি ক্ষণজীবিতঃ।
তথাপি যাবন্মরণং বুধৈঃ কার্য্যং চিকিৎসনম্॥
যাবৎকণ্ঠগতাঃ প্রাণা মুমূর্ষোর্ম্মানবস্য হি।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥
ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্লোকং ভিষক্‌বেদ্যাব্ধিপারগাঃ।
অতশ্চিকিৎসাশক্তোঽপি যস্মাদকৃতভেষজঃ॥
অর্দ্ধমার্গে নিবৃত্তস্ত্বং তেন তং হতবানসি॥"

অনন্তর শাকল্য মুনির নিকট স্বপাপ শান্তির উপায় অনুজ্ঞাত হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থদ্বয় ও দণ্ডপাণি ভৈরবকে নমস্কার করিয়া নিয়ম-সংযুত হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়া তথায় কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে গায়ত্রী ও সরস্বতী স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষিতা হইয়াছিলেন, কশ্যপও শ্রুতিমধুর স্তোত্রে তাঁহাদিগের স্তুতি করিয়া কহিল 'আপনাদিগের দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহার পর পাপকৃৎ বুদ্ধি না হয় ধর্ম্মে সদা মতি থাকে এই বর দান করুন।' দেবীদ্বয় তথাস্তু কহিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন।

অনন্তর দ্বিচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপতীর্থ বিবরণ যথা,—

৫। ঋণমোচন তীর্থ। ঋণ ত্রিবিধ, ঋষি ঋণ দেব ঋণ ও পিতৃঋণ; ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদাধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনা করিলে ঋষি ঋণ, যজ্ঞ করিলে দেব ঋণ ও গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহিতা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিলে পিতৃঋণ নাশ পায়। অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ লইয়া কুসীদ সহিত প্রত্যর্পণ করিলে সেই ঋণ মোচন হয়, কিন্তু ঋণমোচন তীর্থে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে তৎসমস্তই নাশ পায়।

৬। পাণ্ডবতীর্থ। পঞ্চপাণ্ডব উহা খনন করিয়াছিলেন, উহাতে আদিত্যবসু রুদ্র সাধ্য মরুদ্‌গণ সন্নিহিত রহিয়াছেন। এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণকে

পরিতৃপ্ত করিলে, সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। উহার তটে একজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে, ঐহিক ও পারত্রিক সুখে অতিপাত হয় ও ঐ তীর্থে স্নান করিলে, দেহান্তে যোনি-যন্ত্রণা ভোগ ও নরক দর্শন করিতে হয় না।

৭। দেবতীর্থ। দেবতীর্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তথায় স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচিত হইয়া সর্ব্বকাম সমন্বিত অক্ষয়লোক লাভ হয়। দেবতীর্থের তীরে এক দিন বাস করিলে, নরক যন্ত্রণা নাশ হয়; যোনিযন্ত্রণা পাইতে হয় না। তাহাতে তিন দিবস বাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

৮। সুগ্রীবতীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি, হয়মেধ ফল ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিষ্কৃতি এবং সহস্র গোদান ফলপ্রাপ্তি হইবে। উহার স্মরণমাত্রে বেদ-পারায়ণের ফল, উহার তীরে একদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিনা মহাপাতক নাশ হইবে। উহার তীরে স্নানান্তে পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে পিতৃযজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে, এমন কি উহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে নরমেধ যজ্ঞে কালপ্রাপ্তি ও জাতিস্মরতা লাভ হইবে।

৯। নলতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হইবে। তত্তীরে ত্রিরাত্র যাপন করিয়া পিতৃ ও দেবতা উদ্দেশে তর্পণ করিলে বাজি-

মেধের ফল লাভ হইবে এবং সেই স্নানকারী বিপ্র সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী হইবে।

১০। নীলতীর্থ। তথায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইবে।

১১। গবাক্ষতীর্থ। উহাতে স্নান করিলে নরক যন্ত্রণা পাইতে হয় না।

১২। অঙ্গদতীর্থ। ইহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিয়তব্রত হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নাশ পায় ও পরে ইন্দ্রত্ব লাভ হইবে।

১৩। গজ, গবয়, সরভ ও কুমুদাদি-কৃত তীর্থ স্নানে অমরত্ব লাভ হইবে।

১৪। বিভীষণতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে মহাপাপ-বিমোচন দুঃখ-বিমোচন ও মহারোগ-নিবারণ, মরণান্তে কুম্ভিপাকাদি ক্লেশ নাশ ও দুঃখ নাশ হইবে।

১৫। ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থ। ইহাতে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা বিমোচন হইয়া থাকে। তথায় শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ গত হইয়াছিল। অদ্যাপি তথায় রাবণ ছায়ারূপে দৃষ্ট হয়।

১৬। নাগবিল। এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থের সম্মুখে, উহার তীরস্থিত মণ্ডপে রামকর্ত্তৃক ভৈরব স্থাপিত ও ভৈরবের ভয়ে ব্রহ্মহত্যা লুকাইত রহিয়াছে। পুনরুত্থানে সমর্থ হইইতেছে না।

১৭। সেতুমাধবতীর্থ। ইহার উৎপত্তি ৫০শ অধ্যায়ে

বর্ণিত আছে যথা,—পুরাকালে হালাস্তেশ্বর-ভূষিতা মধুরাপুরীর রাজা সোমকুলোদ্ভব পুণ্যনিধি কদাচিৎ নিজ কুমারকে অন্তঃপুরী রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং রামসেতুতে গমন করিয়া ধনুষ্কোটিতে স্নান ও রামনাথের সংবৎর পূজা করেন। তদনন্তর বিষ্ণুর প্রীতিকর মহাক্রতু করেন, তাহার সমাপনে ভার্য্যা বিন্ধ্যবাসীর সহিত ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া স্বপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু রাজার নিষ্ঠা পরীক্ষার মানসে লক্ষ্মীর সহিত সময় করেন। কমলা অষ্টবর্ষীয়া কন্যারূপে ধনুষ্কোটিতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। সেই সময়ে রাজা ধনুষ্কোটিতে আসিয়া সমাহিতচিত্তে স্নান করিয়া তুলাপুরুষ দানপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে সেই অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি কে! কাহার সুতা! কোথা হইতে আসিয়াছ! কি কার্য্যে আসিয়াছ! সমস্ত কথা বল।' কন্যা কহিল, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বান্ধবও নাই, আমি অনাথা, আমি তোমার সুতা হইব, তোমার গৃহে থাকিব, তোমাকে সদা দেখিব। যদি কেহ অকস্মাৎ আসিয়া আমার করাকর্ষণ করে, হে ভূপ! যদি তুমি তাহাকে শাসন করিতে স্বীকৃত হও তাহা হইলে তোমার সুতা হইয়া তোমার মন্দিরে থাকিব'। রাজা কহিলেন 'হে শুভে! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই করিব, আমার দুহিতা নাই একমাত্র কুলোদ্বহ পুত্র আছে যদি তোমার

রুচি হয়, হে ভদ্রে! তাহার করে তোমাকেই সম্প্রদান করিব। তুমি আমার গৃহে আইস, আমার ভার্য্যার সুতা হইয়া মম অন্তঃপুরে বাসকর'। রাজা এইরূপ কহিয়া কন্যাকে লইয়া বিন্ধ্যবাসীকে প্রদান করিলেন, মহিষী অতি যত্নে কন্যার লালন করিতে থাকিলেন। একদা সখির সহিত সেই কন্যা উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছে স্কন্ধে কাঁথা করিয়া এক বৃদ্ধ পরিব্রাজক সহসা তথায় আসিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিলে, তাহাতে কন্যা অতি ক্রোধে চীৎকার করিল। সেই ধ্বনি শুনিয়া ভূপতি উদ্যানে আসিয়া কন্যাকে কহিল অধুনা তুমি কি কারণ চীৎকার করিলে; কন্যা বাষ্পলোচনা ক্ষুণ্না ও কাতরা হইয়া কহিল, তাত! ঐ বিপ্র আমার হস্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ঐ দেখ বৃদ্ধ এখনো ঐ বৃক্ষের মূলে অকুতো-ভয়ে রহিয়াছে'। ভূপতি তাহা শ্রবণ করিয়া সত্বর বৃদ্ধকে ধরিয়া রামনাথালয়ে আনয়ন করিলেন এবং মণ্ডপের স্তম্ভে শৃঙ্খল দ্বারা পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখিলেন। অনন্তর, রাত্রিতে ভূপ স্বপ্ন দেখিলেন সেই বৃদ্ধ শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ হইয়াও শঙ্খ চক্র গদাদি বিষ্ণু ভূষণে ভূষিত শেষ পর্য্যঙ্কে শায়িত নারদাদি মুনি কর্ত্তৃক স্তুত বিষ্বক্‌-সেন প্রভৃতি কিঙ্কর কর্ত্তৃক সেবিত, আরও দেখিলেন সেই কন্যা পদ্মহস্তা পদ্মোস্থিতা লক্ষ্মীচিহ্নে ভূষিতা হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছে। রাজা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া সুতার আবাসে যাইয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিলেন। অতঃপর সবিতা উদিত হইলে রাজা কন্যাকে রাম-

নাথালয়ে আনয়ন করিয়া মণ্ডপে যাইয়া বৃদ্ধকে স্বপ্ন দৃষ্ট অবস্থায় দর্শন করিলেন; তখন তাহাকে স্বয়ং বিষ্ণু জানিয়া স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিলেন পরে নমস্কার করিয়া নিগড় বন্ধজ দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথা,—

"নমস্তে কমলাকান্ত! প্রসীদ গরুড়ধ্বজ।
শার্ঙ্গপাণে নমস্তুভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ চক্রপাণে শ্রিয়ঃপতে!॥
কৌস্তভালঙ্কৃতাঙ্কায় নমঃ শ্রীবৎসলক্ষণে।
নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় দৈত্যসংঘবিদারিণে॥
অশেষভুবনাবাসনাভিপঙ্কজশালিনে।
মধুকৈটভসংহর্ত্রে রাবণান্তকরায় তে॥
প্রহ্লাদরক্ষিণে তুভ্যং ধরিত্রীপতয়ে নমঃ।
নির্গুণায়াপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥
নমস্তে শ্রীনিবাসায় জগদ্ধাত্রে পরাত্মনে।
নারায়ণায় দেবায় কৃষ্ণায় মধুবিদ্বিষে॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজচক্ষুষে।
নমঃ পঙ্কজহস্তায়াঃ পতয়ে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥
ভূয়ো ভূয়ো জগন্নাথ নমঃ পঙ্কজমালিনে।
দয়ামূর্ত্তে নমস্তুভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে॥
ময়া নিগড়পাশাভ্যাং যঃ কৃতো মধুসূদন!।
অনয়ত্বং স্বরূপস্তে দৈত্যাংস্ত্বদপরাধিনঃ॥
অতো মদপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যো মধুসূদন!।
এবং স্তুত্বা মহাবিষ্ণুং রাজা পুণ্যনিধির্দ্বিজাঃ॥
লক্ষ্মীং তুষ্টাব জননীং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মুদা॥
নমো দেবি জগদ্ধাত্রি! বিষ্ণুবক্ষঃস্থলালয়ে॥

নমোঽব্ধিসম্ভবে তুভ্যং মহালক্ষ্মি হরিপ্রিয়ে।
সিদ্ধ্যৈ পুষ্ট্যৈ স্বধায়ৈ চ স্বাহায়ৈ সততং নমঃ॥
সন্ধ্যায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ ধাত্র্যৈ ভূত্যৈ নমো নমঃ।
শ্রদ্ধায়ৈ চৈব মেধায়ৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যজ্ঞবিদ্যে মহাবিদ্যে গুহ্যবিদ্যেতিশোভনে।
আত্মবিদ্যে চ দেবেশি! মুক্তিদে সর্ব্বদেহিনাম্॥
ত্রয়ীরূপে জগন্মাতর্জ্জগদ্রক্ষাবিধায়িনি।
রক্ষ মাং ত্বং কৃপাদৃষ্ট্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি॥
ভূয়ো ভূয়ো নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমাত্রে মহেশ্বরি।
ইতি স্তুত্বা মহালক্ষ্মীং প্রার্থয়ামাস মাধবম্॥
যদজ্ঞানান্ময়া বিষ্ণো ত্বয়ি দোষঃ কৃতোঽধুনা।
পাদে নিগড়বন্ধেন সদ্রোহঃ ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥
লোকাস্তে শিশবঃ সর্ব্বে ত্বং পিতা জগতাং হরে।
সুতাপরাধঃ পিতৃভিঃ ক্ষন্তব্যো মধুসূদন!॥
অপরাধিনাঞ্চ দৈত্যানাং স্বরূপমপি দত্তবান্।
ভবান্ বিষ্ণো মমাপীমমপরাধং ক্ষমস্ব বৈ॥
জিঘাংসয়াপি ভগবন্নাগতাং পূতনাং ভবান্।
অনয়স্ত্বৎপদাম্ভোজং তস্মাং রক্ষ কৃপানিধে॥
লক্ষ্মীকান্ত! কৃপাদৃষ্টিং ময়ি পাতয় কেশব॥"

অনন্তর বিষ্ণু প্রার্থিত হইয়া মেঘ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'হে রাজন! বন্ধন নিমিত্ত দোষের ভয় নাই। এইস্থলে তুমি আমার প্রীতিকর ক্রতু করিয়াছিলে অতএব তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমার ভক্তিপাশে আবদ্ধ। ভক্তাপরাধ সতত ক্ষন্তব্য, তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমার লক্ষ্মীকে তোমার

কন্যা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট, তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই'। তদনন্তর কন্যারূপী লক্ষ্মী রাজাকে কহিলেন 'রাজন্! আমরা উভয়েই তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি, আমাদিগের পদে সদা তোমার মতি ও ভক্তি থাকিবে। পাপে তোমার মতি হইবে না, সদা ধর্ম্মে মতি থাকিবে, দেহান্তে পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত সাযুজ্য লাভ করিবে।'

তদনন্তর কন্যারূপিণী লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে উঠিলে বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! 'যেরূপে তোমা কর্ত্তৃক নিগড়-পাশে বদ্ধ হইয়াছি সেইরূপে সেতুমাধব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অত্রস্থানে থাকিয়াই মৎকৃত সেতুকে ভূত রাক্ষসাদি হইতে রক্ষা করিব। যে মানব সমাহিত হইয়া তোমাকর্ত্তৃক নিগড় বদ্ধ আমাকে পূজা করিবে তাহাদিগের সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধিলাভ হইবে ও দেহান্তে মম সাযুজ্য পাইবে'। তদনন্তর বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর ভূপতি নিগড় বদ্ধ সেতুমাধব মূর্ত্তি শাস্ত্রোক্ত বিধানে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার সমস্ত বন্দোবস্থ করিয়াছিলেন। মধুরাপুরীতে নিজপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রামেশ্বরে থাকিয়া সেতুমাধব ও রামেশ্বর দেবের সেবায় দেহান্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেন। পরে, পরলোকে গমন করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য পাইলেন। যে নর সুসংযত হইয়া সেতুমাধবের সেবা করিবে সে পুনরাবৃত্ত-বর্জ্জিত অক্ষয় বিষ্ণু সাযুজ্য পাইবে।

তদনন্তর চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ হইতে রাবণ বধান্তে সীতার অগ্নিশুদ্ধি ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক রামের স্তুতি ও লিঙ্গস্থাপন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। লোকশিক্ষা দিবার মানসে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধজনিত পাপশান্তির উপায় মুনিগণ সমীপে জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিগণ কহিলেন। যথা,—৪৪।৮৭—৯৪।

"সত্যব্রত জগন্নাথ জগদ্রক্ষাধুরন্ধর।
সর্ব্বলোকোপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চ্চনম্॥
গন্ধমাদনশৃঙ্গেঽস্মিন্ মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং ত্বং লোকসংগ্রহকাম্যয়া॥
কুরু রাম দশগ্রীববধদোষাপনুত্তয়ে।
লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং চতুর্ব্বক্ত্রোঽপি ভাষিতুম্॥
ন শক্নোতি নরো বক্তুং কিং পুনর্মনুজেশ্বর!।
যত্ত্বয়া স্থাপ্যতে লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
অস্য সন্দর্শনং পুংসাং কাশীলিঙ্গাবলোকনাৎ।
অধিকং কোটিগুণিতং ফলবৎ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
তব নাম্না ত্বিদং লিঙ্গং লোকে খ্যাতিং সমশ্নুতাম্।
নাশকং পুণ্যপাপাখ্যকাষ্ঠানাং দহনোপমম্॥
ইদং রামেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি।
মা বিলম্বং কুরুষ্বাতো লিঙ্গস্থাপনকর্ম্মণি॥
রামচন্দ্র মহালিঙ্গ করুণাপূর্ণবিগ্রহ॥"

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণের সেই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিবার জন্য, হনূমানকে কৈলাস পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। মারুতিও দুই মুহূর্ত্তমাত্র পুণ্যকাল জানিয়া শীঘ্র আনিবার জন্য, কৈলাসে

গমন করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লিঙ্গদর্শন না পাইয়া, মহাদেবের উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। এদিকে, হনূমানের বিলম্ব দেখিয়া; মুনিগণ পুণ্য-মুহূর্ত্ত-কাল অতীত হইবার আশঙ্কায় রামচন্দ্রকে সীতানির্ম্মিত সৈকতলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও পরমানন্দে মুনিগণের সহিত জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে বুধবারে হস্তানক্ষত্রে গরকরণে আনন্দ-মুহূর্ত্তে ব্যতীপাতযোগে, কন্যাস্থ চন্দ্রে বৃষস্থ রবিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সেতুমধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যথা,—৪৪।১০২—১১৯।

"এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অনাগতং হনূমন্তং কালং স্বল্লাবশেষিতম্॥
জ্ঞাত্বা প্রকথিতং তত্র রামং প্রতি মহামতিম্।
রাম রাম মহাবাহো কালো হ্যত্যেতি সাম্প্রতম্॥
জানক্যা যৎকৃতং লিঙ্গং সৈকতং লীলয়া বিভো।
তল্লিঙ্গং স্থাপয়স্বাদ্য মহালিঙ্গমনুত্তমম্॥
শ্রুত্বৈ তদ্বচনং রামো জানক্যা সহ সত্বরম্।
মুনিভিঃ সহিতঃ প্রীত্যা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ।
গরানন্দে ব্যতীপাতে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ॥
দশযোগে মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
সেতুমধ্যে মহাদেবং লিঙ্গরূপধরং হরম্॥
ঈশানং কৃত্তিবসনং গঙ্গাচন্দ্রকলাধরম্।
রামো বৈ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ সাম্বমীশ্বরম্।

লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥
প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ বরমুত্তমম্ ।
সর্ব্বলোকশরণ্যায় রাঘবায় মহাত্মনে ॥
ত্বয়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং যে পশ্যন্তি রঘূদ্বহ ।
মহাপাতকযুক্তাশ্চ তেষাং পাপং প্রণশ্যতি ॥
সর্ব্বাণাপি হি পাপানি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ ।
দর্শনাদ্রামলিঙ্গস্য পাতকানি মহান্ত্যপি ॥
বিলয়ং যান্তি রাজেন্দ্র রামচন্দ্র ন সংশয়ঃ ।
প্রাদাদেবং হি রামায় বরং দেবোঽম্বিকাপতিঃ ॥
তদগ্রে নন্দিকেশঞ্চ স্থাপয়ামাস রাঘবঃ ।
ঈশ্বরস্যাভিষেকার্থং ধনুষ্কোট্যাথ রাঘবঃ ॥
একং কূপং ধরাং ভিত্ত্বা জনয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ ।
তস্মাজ্জলমুপাদায় স্নাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥
কোটিতীর্থমিতি প্রোক্তং তত্তীর্থং পুণ্যমুত্তমম্ ।
উক্তং তদ্বৈভবং পূর্ব্বমস্মাভির্মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ো নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥
সর্ব্বেঽপি বানরা লিঙ্গমেকৈকং চক্রুরাদরাৎ ।
এবং বঃ কথিতং বিপ্রা যথা রামেণ ধীমতা ॥
স্থাপিতং শিবলিঙ্গং বৈ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥”

তদনন্তর, ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হইলে, শ্রীরামচন্দ্র নাগবিলের তীরে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে লিঙ্গের রক্ষার জন্য ভৈরব-মূর্ত্তির স্থাপনা করিলেন। এই লিঙ্গের দক্ষিণে পার্ব্বতী দেবী, পার্শ্বে সূর্য্য ও চন্দ্র, পুরোভাগে বহ্নি, প্রাচীদিকে শতক্রতু, অগ্নিকোণে অনল, দক্ষিণদিকে যম, নৈঋতকোণে নিঋত, পশ্চিমে

বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে ধনদ, ঈশানকোণে মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং বিনায়ক কার্ত্তিকেয় ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণনায়ক, যথাস্থানে অবস্থিত আছেন।

অনন্তর রামনাথের বৈভব-বিষয়ক ইতিহাস অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—'শঙ্কর' নামে পাণ্ড্যবংশীয় মধুরাপুরীর রাজা কদাচিৎ মৃগয়ায় গমনপূর্ব্বক গহন-বনে প্রবেশ করিয়া, পলায়িত মৃগকে মার মার করিতে২ বিপিন বনে যাইয়া, কুত্রচিৎ বিপিনদেশে দরীমধ্যনিবাসী ব্যাঘ্রচর্ম্মধর প্রশান্ত নিয়ত-মানস কোন মুনি ও তাহার পত্নীকে দূর হইতে ব্যাঘ্র ভাবিয়া বাণ প্রহারে বধ করিলে, মুনি-পুত্র জাঙ্গল অপর মুনিদিগের উপদেশে পিতৃমেধ করিয়া, দিনান্তরে অস্থি লইয়া, 'হালস্য' গমন করিলেন। তথা হইতে রামেশ্বরে যাইয়া মুনিপ্রোক্ত বিধানে রামেশ্বর ক্ষেত্রে পিতৃ অস্থি স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। তথায় সংবৎসর থাকিয়া, আব্দিক সমস্ত কার্য্য করিলেন, আব্দিকান্তে 'জাঙ্গল' স্বপ্নে পিতাকে শঙ্খ, চক্র, গদাদি বিষ্ণুচিহ্নে বিভূষিত দেখিলেন, তদনন্তর সন্তুষ্ট-হৃদয়ে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে ঋষিরা পাণ্ড্যরাজ 'শঙ্কর' ভূপকে দেখিয়া কহিলেন, 'রে মহামূর্খ ব্রাহ্মণঘাতক! তুই স্ত্রীসহ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্? শত প্রায়শ্চিত্তে তোর দেহশুদ্ধি হইবে না। হব্যবাহনে শরীর ত্যাগ কর; তোর সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শে, রে পাণ্ড্যকুলপাংশক্ তুই আশ্রম হইতে বহির্গত হ।' শঙ্কর ভূপ তাহা-

দিগের কথা শুনিয়া কহিল, 'হে মুনিগণ! ব্রহ্মহত্যা শান্তির জন্য এক্ষণেই আপনাদিগের সন্নিধানে হব্য-বাহনে দেহত্যাগ করিব।' অনন্তর রাজা মন্ত্রী প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'এ পাপের অন্য শাস্তি নাই, সত্বর কাষ্ঠ সংগ্রহ কর, আমি হব্যবাহনে পাপ দেহ পরিত্যাগ করি। তদনন্তর তোমরা সত্বর আমার পুত্রকে রাজ্যাভিষেক করিও।' তদনন্তর কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ভূপতি অগ্নিকে ও মুনি-গণকে প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার ও উমাপতিকে ধ্যান করিয়া, ধৈর্য্যান্বিত হইয়া অগ্নিতে পড়িবার উপক্রম করিলে, সকলের শ্রুতিগোচরে ভৈরবনাদে অশরীরিণী-বাণী কহিল। যথা,—৪৮।৭৭—৯১।

"ভো শঙ্কর মহীপাল মানলং প্রবিশাধুনা।
ব্রহ্মহত্যানিমিত্তং তে ভয়ো মাভূন্মহামতে॥
তবোপদেশং বক্ষ্যামি রহস্যং বেদসম্মিতম্।
শৃণুষাবহিতো রাজন্ মদুক্তং ক্রিয়তাং ত্বয়া॥
দক্ষিণাম্বুনিধেস্তীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
রামসেতৌ মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে॥
রামপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং রামনাথং মহেশ্বরম্।
সেবস্ব বর্ষমেকং ত্বং ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণং নমস্কারঞ্চ বৈ কুরু।
মহাভিষেকঃ ক্রিয়তাং রামনাথস্য বৈ ত্বয়া॥
নৈবেদ্যং বিবিধং রাজন্ ক্রিয়তাঞ্চ দিনে দিনে।
চন্দনাগরুকর্পূরৈ রামলিঙ্গং প্রপূজয়॥

ভারদ্বয়েন ভব্যেন হ্যাজ্যেন ত্বভিষেচয়।
প্রত্যহঞ্চ গবাং ক্ষীরৈর্দ্বিভারপরিসম্মিতৈঃ ॥
মধুদ্রোণেন তল্লিঙ্গং প্রত্যহং স্নাপয় প্রভো।
প্রত্যহং পায়সান্নেন নৈবেদ্যং কুরু ভূপতে ॥
প্রত্যহং তিলতৈলেন দীপারাধনমাচর।
এতেন তব রাজেন্দ্র রামনাথস্য শূলিনঃ ॥
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ তৎক্ষণাদেব নশ্যতঃ।
দর্শনাদ্রামনাথস্য ভ্রূণহত্যা শতানি চ ॥
অযুতং ব্রহ্মহত্যানাং সুরাপানাযুতং তথা।
স্বর্ণস্তেয়াযুতং রাজন্ গুরুস্ত্রীগমনাযুতম্ ॥
এতৎ সংসর্গদোষাংশ্চ বিনশ্যন্তি ক্ষণাদ্বিভো।
মহাপাতকতুল্যানি যানি পাপানি সন্তি বৈ ॥
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি রামনাথস্য সেবয়া।
মহতী রামনাথস্য সেবালভ্যেত চেন্নৃণাম্ ॥
কিং গঙ্গয়া চ গয়য়া প্রয়াগেণাধ্বরেণ বা ॥
তদ্গচ্ছ রামসেতুং ত্বং রামনাথং ভজানিশম্।
বিলম্বং মাকুরু বিভো গমনে চ ত্বরাং কুরু ॥

তদনন্তর মুনিগণ তৎশ্রবণে রাজাকে সত্বর অশরিণী-বাণীর আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন। 'শঙ্কর' ভূপ শীঘ্র গন্ধমাদনে আসিয়, রামেশ্বরের পূজা করিলেন এবং সংবৎসর তথায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও অভিষেক করাইলেন। সংবৎসর পূজা সমাপনান্তে 'শঙ্কর' ভূপ রামেশ্বর দেবের শ্রুতিসুখকর স্তব করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিলেন। রাজার মুখহইতে নীলবস্ত্রধারিণী ক্রূরা রক্তবর্ণ-

কেশা ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইল। রুদ্রদেবের আদেশে ভৈরব ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে নিপাত করিল। তদনন্তর ভগবান্ রামেশ্বর-ভূপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমাকে স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত দোষ পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি পাপবিধৌত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছ। অতঃপর স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্ব-বৎ রাজ্য প্রতিপালন কর। আমার প্রসাদে তোমার নিশ্চলা ভক্তি থাকিবে, দেহান্তে পুনর্জ্জন্ম হইবে না।' রাজা নীলকণ্ঠ বিরুপাক্ষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করতঃ পরম প্রীতিসহকারে স্বসেনা পরিবৃত হইয়া, হলাস্য-পরিশোভিত পুরী গমন ও পুত্রকে রাজ্য অর্পণ করিয়া, রামেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাঁহার সেবায় রত থাকিয়া দেহান্তে রামনাথের অক্ষয় সাযুজ্য পাইয়াছিলেন।

অনন্তর সেতুবন্ধ যাত্রার ক্রম প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমতঃ রামেশ্বর মহাদেব ও রামের প্রীত্যর্থ নিজের ক্ষমতানুসারে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, পরে ভস্ম অথবা গোপীচন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিবে, ললাটদেশে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক অথবা গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে কুশ-তিল-জল হস্তে বিধি অনুসারে "সেতুবন্ধ যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র জপ করত গৃহ হইতে যাত্রা করিবে। পথে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। কাহারো প্রতি কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ করিবে না। সকল ইন্দ্রিয়

সংযত রাখিবে, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। তাম্বূল, তৈল ও স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। কেবল সর্ব্বদা চিত্ত শুদ্ধ রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যায় নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি গায়ত্রী-জপ করিবে। অবশিষ্ট সময় হৃদয়ে সেই পরাত্মা রামকে স্মরণ করিবে। পথিমধ্যে যাত্রিগণের সহিত নিরর্থক বৃথা বাক্য না কহিয়া বরং যে উদ্দেশে যাত্রা করা হইয়াছে সেই সেতুবন্ধ মাহাত্ম্যে রামায়ণ বা অপরাপর পুরাণ পাঠ করিবে। কাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎও বস্তু গ্রহণ করিবে না এবং আত্মোচিত শৌচাচার ছাড়িবে না।

পথিমধ্যে শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা বৈশ্বদেবের বলি-কর্ম্ম, বেদপাঠ হোম অতিথি সৎকার ও তর্পাণাদি কর্ম্ম, বিদেশে পথের অনুরূপ যতটা সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণে করিবে। যতি প্রভৃতি ভিক্ষুদিগকে যথাশক্তি ভিক্ষা প্রদান করিবে। এবং শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে গমন করিবে। পথে স্বধর্ম্ম তৎপর হইবে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করিবে না। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যে স্থান হইতে সেতুর আরম্ভ হইয়াছে তথায় উপস্থিত হইবে। সেই সেতুমূলের ইতস্ততঃ সমুচিতরূপে পাষাণ খণ্ড স্থাপন করাই তথাকার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (পাষাণ দানের মন্ত্র পরে কহিব।) অনন্তর মহাসমুদ্রের আবাহন, নমস্কার ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক স্নানাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত মনে মনে প্রার্থনা করিয়া মনে মনেই সমুদ্রের অনুগতি লইয়া স্নান

করিবে। পরে যথাক্রমে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ, মনুষ্য তর্পণ ও পিত্রাদির তর্পণ করিবে আর অন্তরে নারায়ণের স্মরণ করিবে।

পাষাণ সংখ্যা যথা,—সেতুবন্ধে সাতখণ্ড অন্ততঃ একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে, যেহেতু পাষাণ-খণ্ড স্থাপিত না করিলে স্নানাদির কিছুই ফল হইবে না। পাষাণ-দানের মন্ত্র যথা,—

"পিপ্পলাদসমুৎপন্নে কৃত্যে লোকভয়ঙ্করে।
পাষাণং তে ময়া দত্তমাহারার্থং প্রকল্প্যতাম্ ॥"

পিপ্পলাদ-সমুৎপন্ন সর্ব্বলোকের ভয়প্রদ এই কার্য্যে আমি তোমাকে পাষাণও প্রদান করিতেছি ইহা তোমার অবয়ব বর্দ্ধনের উপযোগী হউক।*

সান্নিধ্য মন্ত্র। যথা,—

"বিশ্বাচি ত্বং ঘৃতাচি ত্বং বিশ্বযানে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাম্ভসি ॥"

হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী) তুমি ঘৃতাচি (যজ্ঞভুক্) তুমি এই বিশ্বের একমাত্র কারণ, তুমিই বিশাম্পতি (জীবের পতি) তুমি এই লবণ-সাগরে সন্নিহিত হও।

নমস্কার মন্ত্র। যথা,—

"নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো হ্যপাম্পতে।
নমো হিরণ্যশৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ ॥
সমুদ্রায় বয়ুনায় প্রোচ্চার্য্য প্রণমেত্তথা ॥"

---

* এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থের প্রতি সন্দেহ রহিল।

হে ভগবন্! সমুদ্র হে বিষ্ণো! তুমি এই জলরাশির অধীশ্বর, তুমি বিশ্বপালক, তুমি হিরণ্যশৃঙ্গ, তুমিই বিশ্বস্থ তাবতী নদীর পতি, তোমাকে নমস্কার করি।

অর্ঘ্যমন্ত্র। যথা,—

"সর্ব্বরত্নময়ং শ্রীমান্ সর্ব্বরত্নাকরাকর।
সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে॥"

হে সমুদ্র! তুমি জ্ঞানের আকর তুমি নিজে বিবিধ রত্নের উৎপত্তির স্থান, এবং পৃথিবীতে আর আর যাবতীয় রত্নের আকরও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। রত্ন সকলের মধ্যে যাহা অতি প্রধান স্ত্রীরত্ন লক্ষ্মী, গজরত্ন ঐরাবত, ও অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি তোমা হইতেই উৎপন্ন। অতএব হে দেব! আমি তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

অনুজ্ঞাপন মন্ত্র। যথা,—

"অশেষজগদাধারশঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুষ্মত্তীর্থনিষেবণে॥"

হে দেব! তোমাতেই অসংখ্য অসংখ্য লোক অবস্থিত রহিয়াছে। হে শঙ্খ চক্র গদাধারিন্! তোমার তীর্থ নিচয় সেবনের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান কর।

প্রার্থনামন্ত্র। যথা,—

"প্রাচ্যাং দিশি চ সুগ্রীবং দক্ষিণস্যাং নলং স্মরেৎ।
প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানমুদীচ্যাং দ্বিবিদং তথা॥

রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সীতামপি যশস্বিনীম্।
অঙ্গদং বায়ুতনয়ং স্মরেন্মধ্যে বিভীষণম্॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংস্ত্বা মহোদধে।
স্নানস্য মে ফলং দেহি সর্ব্বস্মাৎ ত্রাহি মাম্ভসঃ॥"

হে সাগর! পূর্ব্বদিকে সুগ্রীব দক্ষিণে নল, পশ্চিমে মৈন্দ, উত্তরে দ্বিবিদ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, অঙ্গদ, হনূমান্ ও বিভীষণকে মধ্যে চিন্তা করিতেছি, এই সীমাবিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যগত যত তীর্থ তৎসমুদয়ই আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সেই সকল তীর্থ স্নানের সংপূর্ণ ফল প্রদান কর, তুমি পৃথিবীস্থ সকল জলের অধীশ্বর, অতএব সকল জলই যেন আমার হিতকর হয়।

হিরণ্য শৃঙ্গ এই দুই মন্ত্রদ্বারা নাভিপদ্মে নারায়ণ স্মরণ করিবে। স্নানাদি ক্রিয়ায় নারায়ণ স্মরণ করিলে তাঁহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; সর্ব্ব প্রকার সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেতুবন্ধ স্নান জানিবে। স্নানান্তর প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, অম্বরীষ, শুকদেব প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তগণের স্মরণ করিবে।

স্নানমন্ত্র। যথা,—

"বেদাদির্যো বেদবশিষ্ঠযোনিঃ সরিৎপতিঃ সাগররত্নযোনিঃ।
অগ্নিশ্চ তেতেজ ইলা চ তেজো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ॥
ইদন্তে অন্যাভিরস্য মানমদ্ভির্যাঃ কাশ্চ সিন্ধুং প্রবিশন্ত্যাপঃ।
সর্পোজীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎ॥"

হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পূর্ব্ব, তোমা হইতেই বেদ ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সকল নদীর পতি এবং তুমিই সর্ব্ব রত্নের স্থান। অগ্নি তোমার তেজ, বিষ্ণু তোমার রেত ধারণ করেন, তুমি অমৃতের নাভিস্বরূপ। অপরাপর নদনদীর সহিত তোমার আর তুলনা কি দিব তৎসমস্তই তোমার গর্ভে আসিয়া পতিত হয়। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি তোমাতে স্নান করিয়া শরীর হইতে পাপকে পরিত্যাগ করি।

উক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিরোমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া 'সমুদ্রায় বয়ুনায়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্ব তীর্থ রূপ সমুদ্রকে নমস্কার করিবে। 'দ্বৌ সমুদ্রৌ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। অনন্তর, হে দিবা-কর! ব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় তীর্থই তোমার করস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এই সেতুবন্ধে আমাকে তীর্থস্নানের ফল প্রদান কর। 'প্রাচ্যাংদিশি চ সুগ্রীবং' এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত তৃতীয়বার স্নান করিবে। যদি দেবীপত্তন তীর্থ যাবৎ যাওয়া হয় তবে সেই সাগরের 'মধ্যেই মুক্তিপ্রদ 'নবপাষাণ' সেতুতীর্থে স্নান করিবে, তাহাতে আত্মকৃত পাপ সমস্ত দূরীভূত হইবে।

যদি 'দর্ভশয়ন' নামক পথে সেতুবন্ধে যাইতে হয়, তবে তত্রত্য সমুদ্রে মুক্তিকামী হইয়া স্নান করিবে।

তর্পণবিধি যথা,—অনন্তর কুশহস্তে পিপ্পলাদ, কবি, কণ্ব, যম, মন্যু, কালরাত্রি, বিদ্যা, গণেশ, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর, শিব, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্যাদিমুনি, নল, নীল, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, শরভ, ঋষভ, সুগ্রীব, হনূমান্, বেদ, দর্শন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলমিশ্র জলাঞ্জলি প্রদানরূপ তর্পণ করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই শিব, রাম ও লক্ষ্মণাদির তর্পণবাক্যে 'শিবায় রামায়' এই রূপ চতুর্থ্যন্ত নামাস্তক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অথবা দ্বিতীয়াস্ত অর্থাৎ 'শিবং রামং' ইত্যাদি রূপেও তর্পণ বাক্য হইতে পারে। তর্পণকার্য্য জলে থাকিয়াই সমাধা করিবে, বিনা তর্পণে স্নানের ফল পাওয়া যাইবে না। এইরূপে তর্পণ শেষ করিয়া নমস্কার করিয়া জল হইতে উঠিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিবে। অনন্তর, যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে এবং অসমর্থেরা কেবলমাত্র তিলতণ্ডুল দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিবে, আর ধনশালিগণ ষড়রসযুক্ত ব্যঞ্জনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, এবং গো, ভূমি ও তিলাদি দান করিবে। রামধনুষ্কোটি তীর্থেও সেতুমূলে এইরূপ পাষাণখণ্ড দান, স্নান ও তর্পণাদি করিবে।

অনন্তর, চক্রতীর্থে যাইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে সমুদ্রপতি নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিবে। পরে পশ্চিম পথে যাইয়া সেই চক্রতীর্থের সমীপে 'দর্ভশয়' নামক দেব বিগ্রহ দর্শন করিবে।

অনন্তর, কপিতীর্থে যাইয়া স্নান করিবে। তথা

হইতে 'সীতাকুণ্ডে' তৎপরে 'ঋণমোচন' তীর্থে যাইয়া স্নান করত রাম ও সীতার মূর্ত্তির দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে।

অনন্তর, লক্ষ্মণ তীর্থে যাইয়া কণ্ঠ হইতে উপর ভাগ এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বকৃত পাপনিচয় স্মরণ করিয়া স্নান করিবে। তৎপরে রামতীর্থে স্নান করিয়া দেবালয় দর্শনার্থে গমন করিবে, তথা হইতে পাপমোচন গঙ্গা, যমুনা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, হনূমান্ কুণ্ড ও ব্রহ্ম-কুণ্ডে স্নান করিবে। তাহার পরে সর্ব্বপাপ বিনাশক ও নরক-ক্লেশনাশক নাগকুণ্ডে স্নান করিবে। এই নাগকুণ্ডে গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্থই পাপীদিগের পাপশান্তির নিমিত্ত সদা সন্নিহিত থাকে, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল কামনায় অনন্তাদি অষ্টনাগ এই তীর্থ খনন করিয়াছেন। তথা হইতে অগস্ত্যকুণ্ডে যাইয়া স্নান করিবে।

অনন্তর, অগ্নিতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিবে ও গো ভূমি, স্বর্ণ ও ধান্যাদি যথাশক্তি দান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।

তৎপরে চক্রতীর্থ প্রভৃতি যে সকল পাপহর তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার একটীও লঙ্ঘন না করিয়া ক্রমশঃ সকল তীর্থেই স্নানাদি ক্রিয়া করিবে; অথবা নিজের রুচি অনুসারে পূর্ব্বাপর ক্রম ছাড়িয়াও সকল তীর্থে স্নানাদি ক্রিয়ায় দোষ হইবে না।

পরে রামেশ্বরালয়ে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সেতুমাধবে উপস্থিত হইবে, তথায় রাম,

লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনূমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কপি-
গণের প্রতিকৃতি দর্শন করিবে এবং সেই সেই তীর্থে
যথাবিধি স্নানাদি করিয়া, রামেশ্বব শিব ও রামচন্দ্রকে
প্রণাম করত 'ধনুষ্কোটী' তীর্থে গমন করিবে। তথায়
যথারীতি পাষাণ খণ্ড দানাদি, স্নান দান করিবে। সমর্থ
লোকেরা ভূমি গো, বস্ত্রাদিও দান করিবে এবং তত্রত্য
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে দান করিবে।

অনন্তর, 'কোটিতীর্থে' উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্নান
করত রামেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শক্ত হইলে,
ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে, এবং নিজের বিত্তের
প্রতি লোভ না করিয়া, তিল, ধান্য, গো, ভূমি, অন্ন,
বস্ত্র, প্রদান করিবে। অনন্তর, রামেশ্বর মহাদেবের
ষোড়শোপচারে পূজা ও স্তবাদি পাঠ করিয়া, ভক্তি-
পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মনে মনে রামেশ্বর মহাদেবের
অনুমতি গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার সেতুমাধবে গমনপূর্ব্বক
যথাশক্তি উপচারে পূজা এবং তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণকরত
স্বকীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইবে, এপর্য্যন্তও পূর্ব্বোক্ত
নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া, উত্তম-
রূপে বিবিধ রসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।

এক্ষণে সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। সেতু-
বন্ধে 'ধনুষ্কোটি' তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শনে ভক্তি-
পূর্ব্বক তথায় তিন দিবস বাস করিলে, পুণ্ডরীকপুরে
দশ বৎসরকাল বাসের ফল হয়। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই
ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিলে,

শিবের সহিত সাযুজ্যরূপে মুক্তিলাভ হয়। মধ্যার্জ্জুনে কুম্ভঘোণে, মায়ূরে, শ্বেতকাননে, হালাস্থে, গজারণ্যে, বেদারণ্যে, নৈমিষারণ্যে, শ্রীপর্ব্বতে, শ্রীরঙ্গে, বিন্ধ্যাচলে, চিদম্বরে, বল্মীকে, শেষপর্ব্বতে, বরুণাচলে, দক্ষিণ কৈলাসে, ব্যেঙ্কটাচলে, কাঞ্চীপুরে, ব্রহ্মপুরে ও বৈদ্যনাথে এবং অপরাপর শিবতীর্থে কিংবা বিষ্ণুতীর্থে এক বৎসরকাল নিরন্তর বাস করিলে যে পুণ্য হয়, মাঘমাসে এই সেতুবন্ধে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হইবে। এই সেতুবন্ধ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছি।

"দ্বৌ সমুদ্রৌ" এই একটী মাতৃসমা হিতৈষিণীও নিত্যাশ্রুতি সেতুবন্ধের পুণ্যজনকত্ব বিষয় প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং "অদোযদ্দারু" এই দ্বিতীয়া শ্রুতি, "বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পর্য্যন্তে" এই তৃতীয়া শ্রুতি এবং 'তদ্‌বিষ্ণোঃ' এই চতুর্থী শ্রুতি ও সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। এইত হইল শ্রুতির কথা। ইতিহাস পুরাণ, ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র একবাক্য হইয়া সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি।

চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে সেতুবন্ধে স্নান করিলে, কাশীক্ষেত্রে দশবৎসরকাল বাসের ফললাভ এবং অসংখ্য অসংখ্য জন্মে যে সমস্ত পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সেতুবন্ধে স্নানমাত্রই বিনষ্ট হইবে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবে। সৌরমাঘে অথবা চান্দ্রমাঘে, সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হইতেছে, এমন সময়ে অদৃষ্ট সুপ্রসন্নবশতঃ তিন দিন সেতুবন্ধে স্নান করিলে, গঙ্গা

প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে। আব পাঁচ দিন প্রত্যুষে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে।

মাঘমাসে দশদিন ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে, চন্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান ও চারি বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া, মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। আর মাঘমাসে ধনুষ্কোটিতে এক পক্ষ স্নান করিলে, বৈকুণ্ঠলাভ হইবে। ২০ দিন স্নানে শিবের সান্নিধ্য পঞ্চবিংশতি দিবস স্নানে সারূপ্য এবং একমাস স্নান করিলে সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ হইবে।

অতএব অবশ্যই মাঘমাসে সূর্য্যোদয়ারম্ভে সেতুবন্ধে স্নান করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রগ্রহণে, সূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয়যোগে যে ব্যক্তি সেতুবন্ধে স্নান করিবে, তাহার আর অত্যন্ত ক্লেশকর গর্ভবাস করিতে হইবে না, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইবে ও তাহার আর কোন প্রকার নরকের আশঙ্কা থাকিবে না। এই সেতুবন্ধ স্নান বিবিধ সুখসম্পত্তির একমাত্র নিদান ও স্বর্গদানের হেতু। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে অর্দ্ধোদয়ে ও মহোদয়ে এই রামসেতুতে অবশ্যই স্নান কর্ত্তব্য।

ভগবতী সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা যেস্থানে হইয়াছিল, সেই সীতাকুণ্ড দর্শনে ও তাহাতে স্নানে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং ক্ষণমাত্রে ভ্রূণহত্যার পাপ নষ্ট হয়। শ্রীরাম ও রামকৃত-সেতুবন্ধ তীর্থতুল্য জানিবে। গঙ্গা ও বিষ্ণু তুল্যই পদার্থ। অতএব হে গঙ্গে! হে বিষ্ণো!

হে সেতো ! এই শব্দত্রয় উচ্চারণকরতঃ অপর স্থানেও স্নান করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

অর্দ্ধোদয়যোগে সেতুবন্ধে স্নানানন্তর তৎসন্নিহিত গন্ধমাদন নামক পর্ব্বতে পিতৃলোকের উদ্দেশে সর্ষপ-প্রমাণ পিণ্ডও যে প্রদান করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। আর শমীপত্র প্রমাণে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে সেই পিণ্ডদানের মহিমায় নরক-স্থিত পিতা সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে এবং স্বর্গস্থ পিতা মুক্ত হইবে।

সেতুবন্ধে, শ্রীপদ্মনাভে, গোকর্ণ পর্ব্বতে ও পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রের, মহাসাগর-স্নানে কালাকালের অপেক্ষা নাই। শুক্র, মঙ্গল ও শনিবারে এক সেতুবন্ধ ব্যতীত পুত্রার্থী গৃহস্থগণ সাগরের অপর কোন স্থানেই স্নান করিবে না। যে ব্যক্তি মৃত পিত্রাদির প্রেতক্রিয়া করে নাই এবং যাহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা আছে, এই দুই ব্যক্তি সেতুবন্ধ ভিন্ন অন্যত্র সাগর স্নান করিবে না।

সেতুবন্ধ স্নানে কালশুদ্ধির অনাবশ্যক, তথায় নিত্য স্নানোক্তবিধানে স্নান করাও প্রশস্ত। বারতিথি ও নক্ষত্রাদির বিধিও নিষেধ অন্যান্য তীর্থে জানিবে। এই সেতুবন্ধে সজীব ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্নান করিবে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্নান করিবে না। পরন্তু কুশ-নির্ম্মিত প্রতিকৃতিকে তীর্থোদকে সান করাইবে। কুশ প্রতিকৃতি স্থাপনের এই মন্ত্র। যথা,—

"কুশোঽসি ত্বং পবিত্রোঽসি বিষ্ণুনা বিধৃতঃ পুরা।
ত্বয়ি স্নাতে স চ স্নাতো যস্যৈতদ্‌গ্রন্থিবন্ধনম্‌॥"

হে প্রতিকৃতে! তুমি কুশ নির্ম্মিত, অতএব তুমি পবিত্র, পূর্ব্বে তোমাকে ভগবান্‌ নারায়ণ ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব হে কুশ! যাহাকে মানসে উদ্দেশ্য করিয়া তোমার গ্রন্থি বন্ধন করা হইয়াছে, তোমার স্নানের দ্বারা তাহার সেতুবন্ধস্নানের ফল হউক।

প্রত্যেক পর্ব্বতিথিতেই সকল স্থানে সাগর পুণ্যপ্রদ, কিন্তু সেতুবন্ধে সিন্ধুসাগরসঙ্গমে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, গোকর্ণে ও পুরুষোত্তমে, সাগর-স্নানে পর্ব্ব হউক আর নাই হউক তাহার কোন বিচার করিবে না, নিত্যই স্নান করিবে। এই কয়েক স্থান ব্যতিরেকে পর্ব্ব ভিন্ন সময় মহাসাগর স্পর্শ করিবে না। পূর্ব্বে প্রত্যাগমনকালে দেবগণ, পিতৃগণ ও মুনিগণকে সাক্ষ্য করিয়া; সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য এই সেতু-তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলাম। অদ্য প্রভৃতি সেতুবন্ধে যে স্নান করিবে, আমার অনুকম্পায় তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এইস্থানে 'সেতুমাধব' নামক মহাবিষ্ণু নিগড়াবদ্ধ থাকিয়া, সেতু রক্ষা করিতেছেন।

দানের ব্যবস্থা যথা,—সেতুবন্ধে দান করা কর্ত্তব্য হইলেও যাঁহাকে তাহাকে দিবে না, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সদাচারবিশিষ্ট তপস্যান্বিত, বেদ-বেদান্তবিৎ, শিব-বিষ্ণু

প্রভৃতি দেবোপাসক এবং পুরাণ ব্যাখ্যানে সমর্থ সেই প্রকৃত দানের পাত্র ও তাহাকেই দান করিবে। যদ্যপি সেতুবন্ধে উক্ত আচারান্বিত পাত্র দুর্ঘট হয়, তবে অন্তপক্ষে মনে মনে সৎপাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দান করত স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সেই উদ্দিষ্ট পাত্রকে দান করিবে, তথাচ অধম পাত্রকে দান করিবে না।

কিরূপ পাত্রকে দান করা উচিত, এতদ্বিষয়ে একটী ইতিহাস প্রদত্ত হইতেছে। দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে গুরো! আমি আপনার শিষ্য, অতএব জানিতে ইচ্ছা করি যে কি রূপ পাত্রকে দান করা উচিত তাহা আপনি যথার্থরূপে বলুন।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'যত প্রকার দানপাত্র আছে, তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন-ভোজন করেন নাই, যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত যাঁহার অভ্যস্ত আছে, যিনি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোপাসনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর, যিনি দরিদ্র ও বহু-কুটুম্বযুক্ত; সেই ব্রাহ্মণকে, বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতেও সৎপাত্র জানিবে। ব্রাহ্মণই প্রকৃত দানের পাত্র, এরূপ পাত্রকে দান করিলেই ধর্ম্ম, অভিলাষ পূর্ণ এবং চরমে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। পুণ্যস্থলে সৎপাত্রে সাধারণরূপে দান করা নিতান্ত নিন্দিত। অতএব, পুণ্যক্ষেত্র তীর্থাদিতে সৎপাত্রকে বিশেষরূপে দান না করিলে, দশজন্ম কৃকলাস (কাঁকলাস), তিন জন্ম গর্দ্দভ, দুই জন্ম ভেক,

এক জন্ম চণ্ডাল, তৎপরে শূদ্র, তৎপরে বৈশ্য, তৎপরে ক্ষত্রিয় ও সর্ব্বান্তে নানা রোগাকীর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যখন অসৎপাত্রে দান করায় বহুবিধ দোষ দেখা যায়; এজন্য সৎপাত্রে দান করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে। অগত্যা সৎপাত্র লাভ না হইলে, মনে মনে কোনও এক সৎপাত্রকে লক্ষ্য করিয়া, সঙ্কল্প-জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবে। যদি দৈবাৎ সেই উদ্দিষ্ট সৎপাত্র মরিয়া থাকে, তবে প্রদত্তবস্তু উদ্দিষ্ট পাত্রের পুত্রকে সমর্পণ করিবে। যদি সেই উদ্দিষ্ট পাত্রের পুত্রও মরিয়া থাকে, তবে প্রদত্তবস্তু মহাদেবকে প্রদান করিবে, তবুও অধম পাত্রকে বিশেষতঃ তীর্থে, কখনই দান করিবে না।'

মুণ্ডনাদির ব্যবস্থা যথা,—কুম্ভঘোণে, সেতুবন্ধে, গোকর্ণে নৈমিষারণ্যে, অযোধ্যায়, দণ্ডকারণ্যে, বিরূপাক্ষে, ব্যঙ্কটেশ্বরে, শালগ্রামে, প্রয়াগে, কাঞ্চীতে, দ্বারকা, মথুরা, শ্রীপদ্মনাভ, কাশী, সকল পুণ্যনদী, সমুদ্র, ও ভাস্কর পর্ব্বত ইত্যাদি তীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস করিবে। লোভক্রমে বা ভ্রমে যে ব্যক্তি মুণ্ডন ও উপবাস না করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যায় সমস্ত পাপ তাহার সহিত গৃহে উপস্থিত হয়। গন্ধমাদন পর্ব্বতে চব্বিশটী তীর্থ আছে, তন্মধ্যে কেবল শ্রীলক্ষ্মণ-তীর্থেই মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। শিবের এরূপ শাসন বাক্য আছে যে, লক্ষ্মণ-তীর্থের তীরে লোভবর্জ্জিত হইয়া কেবল মস্তক মাত্র মুণ্ডন করিয়া তথায় স্নান, দক্ষিণা ও লক্ষ্মণেশ্বর

শিব দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে শিবপ্রাপ্তি হইবে।

অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানাদির ব্যবস্থা যথা,—

অর্দ্ধোদয়যোগ উপস্থিত হইলে মুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধে স্নানপূর্ব্বক শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রামেশ্বর শিব, সুগ্রীব প্রভৃতি বানর, দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণকে ধ্যান-পূর্ব্বক তর্পণ করিবে, তাহা হইলে নিজের দ্রারিদ্র্যদোষ খণ্ডিত হয়।

সেতুবন্ধে 'অর্দ্ধোদয়' নামক স্বর্ণনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নারায়ণ প্রীত হন। অর্দ্ধোদয়যোগের ঘটক রবিবার প্রভৃতি প্রত্যেকের অর্ঘ্যমন্ত্র। যথা,—

"দিবাকর নমস্তেঽস্তু তেজোরাশে জগৎপতে।
অত্রিগোত্রসমুৎপন্ন লক্ষ্মীদেব্যাঃ সহোদর॥
অর্ঘ্যং গৃহাণ ভগবন্ সুধাকুম্ভ নমোঽস্তু তে।
ব্যতীপাত মহাযোগিন্ মহাপাতকনাশন॥
সহস্রবাহো সর্ব্বাত্মন্ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে।
তিথিনক্ষত্রবারাণামধীশ পরমেশ্বর॥
মাসরূপ গৃহাণার্ঘ্যং কালরূপ নমোঽস্তু তে॥"

হে দিবাকর! হে তেজোরাশে! হে জগতী-নাথ! হে অত্রিগোত্রজাত! হে লক্ষ্মী-সহোদর! হে অমৃতাধার! তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে ব্যতীপাত! হে মহা-যোগিন্! হে পাপনাশকারিন্! হে সহস্রভুজ! হে সর্ব্ব-

স্বরূপ ! তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে তিথি-নক্ষত্র-বারাধিপতে ! হে কাল-রূপিন্ পরমেশ্বর ! হে মাঘমাস ! তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি।

এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। নিজের সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে এবং চৌদ্দজন, বারোজন, আটজন, সাতজন, ছয়জন, অন্তপক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি অন্ন-পানাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ নূতন কাংস্যপাত্র অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবে, ঐপাত্র জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তৎসমীপে ফল, গুড়, ঘৃত, তাম্বূল ও দক্ষিণা, যজ্ঞোপবীত, স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কুন্তলাদি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দান করিবে এবং সমর্থ হইলে সবৎসা বহুক্ষীরা গাভীও দান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

"শ্রবণর্ক্ষে জগন্নাথ জন্মর্ক্ষে তব কেশব।
জন্ময়া দত্তমর্থিভ্যস্তদক্ষয়মিহাস্তু তে॥
নক্ষত্রাণামধিপতে দেবানামমৃতপ্রদ।
ত্রাহি মাং রোহিণীকান্ত কলাশেষ নমোঽস্তু তে॥
দীননাথ জগন্নাথ কালনাথ কৃপাকর।
ত্বৎপাদপদ্মযুগলে ভক্তিরস্ত্বচলা মম॥
ব্যতীপাত নমস্তেঽস্তু সোমসূর্য্যসুত প্রভো।
যদ্দানাদিকৃতং কিঞ্চিত্তদক্ষয়মিহাস্তু তে॥

অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি বাসুদেব জনার্দ্দন।
মাসর্ত্ত্বয়নকালেশ পাপং শময় মে হরে॥"

হে নারায়ণ! শ্রবণানক্ষত্রে অথবা জন্মনক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে আমি যাহা দান করিতেছি, তাহা তোমারই প্রীতির নিমিত্ত হউক। হে নক্ষত্রনাথ! হে দেবগণের অমৃতপ্রদ! হে রোহিণীকান্ত! হে কলাশেষ! অর্থাৎ অমাকলা-বিশিষ্ট! চন্দ্র! তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে রক্ষা কর। হে দীননাথ! হে জগতীপতে! হে কালাধীশ্বর! হে কৃপাকর সূর্য্য! আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যেন তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে। হে ব্যতীপাত! হে চন্দ্রসূর্য্যোদ্ভব! প্রভো! আমি তোমারই প্রীত্যর্থে যে দানাদি করিয়াছি, তাহা অবিনশ্বর হউক। হে নারায়ণ! তুমি তোমার সেবকদিগের সম্বন্ধে কল্পতরু। হে জনার্দ্দন! বাসুদেব! তুমি মাস ঋতু ও অয়নের অধীশ্বর, তুমি আমার পাপ বিনষ্ট কর।

পরে ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া কেবল হিরণ্যশ্রাদ্ধ, বা আমতণ্ডুল শ্রাদ্ধ, অথবা পক্কান্ন শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। অতঃপর বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আচার্য্য পূজা সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণপ্রতিমা, ছত্র, গো ও চর্ম্মপাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিবে। সেতুবন্ধে এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃত হইয়া যায় তাহার আর কিছুই করিবার অবশিষ্ট থাকে না। অর্দ্ধোদয়

উপস্থিত হইলে, অন্যস্থানেও উক্তরূপেই ব্রত আচরণ করিবে।

এক্ষণে, আমরা সেতুবন্ধতীর্থে যে যে বিষয় দৃষ্টি-গোচর করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করি-তেছি। আমরা যে বাটীতে ছিলাম, পাম্বম্-পোষ্টক্লার্ক সপরিবারে, মার্গশীর্ষ শুক্ল ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসব দেখিতে আসিয়া, সেই বাটীর একাংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে রকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বাক্যালাপ করিয়া, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিলাম। তিনি পাণ্ডাদিগের কার্য্যকলাপ, তাহাদিগের প্রবঞ্চনা, শঠতা ও পরে বলপ্রয়োগে অপহরণাদির বিষয় কহিয়া বলিলেন, 'আপনারা পৃথক আবাসে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। উহারা রাম-রত্নপিল্লেকে (ম্যাজিষ্ট্রেট্) বড়ই ভয় করে। আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়া জানিয়াছে, সুতরাং ততদূর করিতে পারিবে না; তবে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।' তদনন্তর পূজার নিয়মাদি এবং তাহার সম্পাদনের ব্যয়াদি বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন। পরে পাণ্ডাজী প্রাতঃস্নান ও বিভূতি-ম্রক্ষণ করতঃ শুদ্ধ হইয়া আসিলেন। আমরাও কথায় কথায় তাঁহার প্রমুখাৎ রামেশ্বরের যাত্রাবিধি, তীর্থের ও উপতীর্থের তালিকা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। (ইহা পরে বলা হইবে।) তদনন্তর, আমাদের সময় অল্প-এজন্য দুই দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে বলায় প্রত্যেক তীর্থে যে যে সময় লাগিবে,

হিসাব করিয়া তিনি কহিলেন, 'অষ্টাহের কমে কিছুতেই হইতে পারে না।' তাঁহার হিসাব দেখিয়া, অধিকাংশ বাদ দিয়া, দুই দিবসের মধ্যে কার্য্য উদ্ধার করিবার স্থির করিয়া, প্রথম পুণ্য শ্রীলক্ষ্মণকুণ্ডে আসিয়া সঙ্কল্প করণানন্তর পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ড, পরে মুণ্ডনকার্য্য, তাহার পর স্বস্ত্রীক তীর্থস্নান করিলাম এবং শ্রীরামচন্দ্র-কুণ্ডে তদ্রূপ করিয়া, অপর কয়েকটি তীর্থ দর্শন করত আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে তিন চারি দিবসের আত্যন্তিক ভ্রমণ, গাড়ীর কষ্টে অনিদ্রা, অসময়ের আহারাদির জন্য শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। আহারান্তে বিশ্রাম করিলেও, শরীরের গ্লানি দূর না হওয়ায়, অপ-রাহ্ণে বিশেষ কিছু করিলাম না। পরে মধুরার 'ত্রিগুণ-সম্বন্ধমূর্ত্তি' মঠের মহন্তের সহিত শাস্ত্রালাপে অতিবাহিত করিলাম। ঠিক বলিতে পারিলাম না, কি কারণে ডিঃ জজ্ আফিসে এই দেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব যাইয়া থাকে। কিছুদিন হইল, আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কয়েকখানি বেনামি পত্র আসিলে, তদন্তে কর্ম্মচারীদিগের উপর সন্দেহ হওয়ায়, তাহাদিগকে সস্পেণ্ড করিয়া নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় এবং মঠাধিপকে ম্যানেজারী দেওয়া হইয়াছে। অতএব, পাণ্ডার-সন্নিধি তৎকালে দেবালয় পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং আমরা যে বাটীতে ছিলাম, তাহার পরবর্ত্তী বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং ইংরাজি না জানিলেও জজ্ সাহেবের সহিত ইংরাজিতে পত্রাদি লিখিতে ও

হিসাব রাখিতে হয়। তাঁহার ইংরাজী দপ্তর ও দ্রাবিড়ী দপ্তর দুইই আছে। তাঁহার প্রধান কেরাণি সুন্দর-রাম আইয়ারের সহিত অনায়াসেই পরিচয় হইলে, তিনি পাণ্ডার-সন্নিধির সহিত সাক্ষাতের সময় স্থির করেন। পরে তাঁহার সহিত গমন করিয়া মঠাধিকারীর সহিত অনেকক্ষণ শাস্ত্রালাপ করিলাম। পরদিবস প্রাতে রামেশ্বরের আশপাশে তীর্থ সন্দর্শনে বহির্গত হইলাম। পাণ্ডাজী আমাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া, সঙ্কল্প, স্পর্শস্নান ও তর্পণ করাইয়া ছিলেন। অধিকাংশ তীর্থ ই ক্ষুদ্র জলাশয় বা কুপমাত্র।

১। আমরা সুগ্রীবতীর্থের (ইহা উপতীর্থের অষ্টম সংখ্যক) তীরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে সুগ্রীব-প্রতিষ্ঠিত সুগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম। *

২। তথা হইতে ন্যূনাধিক এক চতুর্থ মাইল (অর্দ্ধ-পোয়া) দূরে অঙ্গদতীর্থ। ইহা উপতীর্থের দ্বাদশ সংখ্যক। উহার তীরে ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অঙ্গদ-প্রতিষ্ঠিত অঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ। ইহাও প্রধান একাদশ লিঙ্গের অন্যতম।

৩। এই অঙ্গদতীর্থের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে মারুতীশ্বর। ইহা ৮সংখ্যক তীর্থের তীরস্থ মারুতীশ্বর হইতে বিভিন্ন।

---

* একাদশ-শ্রেষ্ঠ-লিঙ্গ যথা,—১ রামেশ্বর। ২ মারুতিশ্বর। ৩ জানকীশ্বর। ৪ লক্ষ্মণেশ্বর। ৫ সুগ্রীবেশ্বর। ৬ নলেশ্বর। ৭ অঙ্গদেশ্বর। ৮ নীলেশ্বর। ৯ জাম্বুবল্লিঙ্গ। ১০ বিভীষণেশ্বর। ১১ ইন্দ্রাদি দেবগণকৃত লিঙ্গ।

৪। জাম্বুতীর্থ। ইহার উল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে ৪১ অধ্যায়ে না থাকিলেও, জাম্বুমান-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উল্লেখ ৪৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইল। উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

৫। নলতীর্থ। ইহা উপতীর্থের নবম সংখ্যক। উহার তীরে নলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

৬। নীলতীর্থ। ইহা উপতীর্থের দশম সংখ্যক। ইহার তীরে নীল-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ রহিয়াছে। ইহাও একাদশ মহালিঙ্গের অন্যতর।

৭। পর্ব্বতগঙ্গা। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে অমরদাস নামে কোন শ্রীবৈষ্ণব উত্তরদেশ হইতে আসিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি একটী কূপ খনন করিয়া বাঁধাইয়াছেন। ইহার নামই পর্ব্বতগঙ্গা হইয়াছে। পাণ্ডারা উহা তীর্থ বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। তবে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি তীর্থ অপেক্ষা ইহা বৃহত্তর ও উহার জল সুমিষ্ট। উহা অবশ্য সেতুমাহাত্ম্যোল্লিখিত তীর্থ নহে।

৮। অনন্তর আমরা রামনাদ রাজাদিগের পুরাতন বাটী সন্দর্শন করিলাম, অমরদাসকৃত তাহার নিকট পর্ব্বতগঙ্গা-প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান।

৯। একটি উচ্চ জমির উপর পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। উক্ত ভূখণ্ড গন্ধমাদন পর্ব্বত নামে অভিহিত। সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন পাম্বন হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও, ইহাকেই

গন্ধমাদন বলিয়া দেখান হয়। এই স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়।

১০। অমরদাস-প্রতিষ্ঠিত হনুমানজীর মন্দির এবং উহার সম্মুখে বাল-অঙ্গদেশ্বরের মন্দির।

১১। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর রামঝরূকা। পাহাড়টী সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ১০০ফুট উচ্চ হইবে। তাহার উপর একটি দ্বিতল মন্দির আছে। মন্দিরের উপরিভাগ হইতে চতুর্দ্দিগের দৃশ্য বহুদূরব্যাপী অতি মনোহর; তথায় সর্ব্বদা শীতল বায়ু বহিতেছে। নিম্ন-তলস্থ মঞ্চোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রহিয়াছে। অর্চ্চক, এই স্থানে আমাদিগের হইয়া অষ্টোত্তর শত অর্চ্চনাদি করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, এই তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। তথায় শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিধানে পূজাদি করিয়া, ব্রাহ্মণ-সন্তর্পণ করাইলে, অপুত্রক ও গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়া থাকে।

১২। পাণ্ডবতীর্থ। ইহা নিম্ন জমিতে অবস্থিত। ইহা উপতীর্থের ৬ সংখ্যক তীর্থ। পঞ্চ-পাণ্ডবগণ পঞ্চ-তীর্থ খনন করিয়া, স্ব স্ব নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা ৫টী ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। ধর্ম্মতীর্থের তীরে একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গ আছে, উহা ধর্ম্মরাজ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাণ্ডবেশ্বর নামে অভিহিত।

১৩। তদনন্তর আমরা বৃহৎ ব্রহ্মকুণ্ডে আসিলাম, ইহা চতুর্ব্বিংশতি শ্রেষ্ঠ তীর্থের মধ্যে ৭ম সংখ্যক। ইহার পশ্চিম তীরে একটী পুরাতন মণ্ডপ আছে। শুনিলাম

রামেশ্বর-দেব নবরাত্রে ঐ মণ্ডপে আসেন। হ্রদটি বর্ষা-যুক্ত জলে পূর্ণ ছিল, হ্রদের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ দৃষ্ট হইল। পাণ্ডাজী কহিলেন, উক্ত মণ্ডপের নিকটে বিভূতি মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহাই ব্রহ্মকুণ্ডের বিভূতি।

১৪। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে দ্রৌপদী নামে ক্ষুদ্র জলাশয়। ইহার নামোল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে নাই।

১৫। তদনন্তর আমরা ভদ্রকালীদেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, মন্দিরটী অতি পুরাতন, সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; চূর্ণ-প্রস্তরে (লাইম্‌স্‌-ষ্টোনে) নির্ম্মিত; স্থানে স্থানে লোণা লাগিয়াছে; সম্মুখে দুই দ্বারপালের ভীষণমূর্ত্তি ও ১০৮ বাহনের পুত্র মূর্ত্তি। মূলস্থানে গমন করিয়া দেখিলাম, মূর্ত্তিটী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী, মহিষ-রূপী অসুর পদতলে রহিয়াছে। পূজারী, ব্রাহ্মণ নহে, গরবজাতি। দেবীর পূজা বামাচার মতে হইয়া থাকে। মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগ-বলি হয়, উৎসবের সময় মহিষ বলি হয়। নিত্যপূজায় পশু-হনন হয় না; ষাণ্মাসিক ধ্বজারোহণ উৎসবের সময় পার্ব্বতী ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি এখানে আইসে, তৎকালে ব্রাহ্মণে অভিষেক করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভদ্রকালীর উৎসব অতি সমারোহে হইত।

১৬। তদনন্তর, হনূমান্‌-কুণ্ডে আসিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের অষ্টম সংখ্যক্। এইটি চতুষ্কোণাকৃতি, ইহার চারিদিকে প্রস্তরে বাঁধান। ইহা অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। ইহার তীরে ক্ষুদ্র

মন্দিরে হনুমানজী কর্ত্তৃক কৈলাস হইতে আনীত লাঙ্গুলা-ঙ্কিত লিঙ্গ রহিয়াছেন, অর্থাৎ একটি প্রস্তরে হনুমানমূর্ত্তি ও তাহার লাঙ্গুলে একটি বেষ্টিত লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। ইহা সেতুস্থ একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

১৭। তদনন্তর, অগস্ত্যতীর্থে আসিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থের নবম সংখ্যক। এই তীর্থ-পুষ্করিণী প্রস্তরে বাঁধান। ইহার তীরে অগস্ত্যেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত।

১৮। তদনন্তর লক্ষ্মীতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের ত্রয়োদশ সংখ্যক। ইহা অবশ্য সমুদ্রের একটি ঘাট মাত্র।

১৯। তদনন্তর অগ্নিতীর্থে আসিলাম, ইহা সেতু-মাহাত্ম্যোক্ত চতুর্দ্দশ তীর্থ। ইহাও একটী সাগরস্নানের ঘাট মাত্র। এই স্থানে বৈদেহীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়া-ছিল ও এই স্থানে অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা এই তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সক্রুত স্নান করিয়া, তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিলাম। ঘাটের উপর হনুমানজীর ও মহাকালীর মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের বিষয় সেতুমাহাত্ম্যে কথিত নাই। তথা হইতে সিক্তবস্ত্রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিলাম। প্রাঙ্গণ মধ্যে অনেকগুলি কূপ আছে, সকল গুলিই মহাতীর্থ। ক্রমে তাহাদিগের নাম প্রদত্ত হইতেছে।

২০। মহালক্ষ্মী তীর্থ। পাণ্ডার প্রমুখাৎ জানিলাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবেরা তথায় স্নান করিয়া-

ছিলেন। উহার পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী ও পার্শ্বদেশে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর ক্ষুদ্র মন্দিরে বিরাজমান আছেন।

২১। তদনন্তর, গায়ত্রী-তীর্থে ও সাবিত্রী-তীর্থে আসিলাম। ইহা উপতীর্থের অন্তর্গত ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক। ইহার জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে আমরা স্নান করিয়াছিলাম।

২২। সেতুমাধব তীর্থ। ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৬০ ফুট হইবে। চতুর্দ্দিক্ প্রস্তরে বাঁধান, ইহার তীরে মন্দির মধ্যে সেতুমাধব-মূর্ত্তি আছে। ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

২৩। তদনন্তর একটী প্রাঙ্গণে ৫টী কূপ দৃষ্ট হইল। উহা নল, নীল, গয়, গবাক্ষ ও গবয় তীর্থনামে অভিহিত। প্রত্যেকের সন্নিধানে ক্ষুদ্র মন্দিরে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি। পূর্ব্বে আমরা নলের ও নীলের তীর্থ একবার বলিয়াছি এখানেও নলের ও নীলের তীর্থ কথিত হইয়াছে, আমরা এতদ্বিষয়ের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলে পাণ্ডাজী কিছুই বলিতে পারেন নাই।

২৪। তদনন্তর, আমরা ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থে আসিলাম। ইহা উপতীর্থের পঞ্চদশ সংখ্যক। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইটীও একটি ক্ষুদ্র বাঁধান কূপ।

২৫। তদনন্তর যমুনা, গঙ্গা ও গয়াতীর্থ সন্দর্শন করি। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ সংখ্যক। ইহা একটী ক্ষুদ্র বাঁধান কূপমাত্র।

২৬। তদনন্তর, একটী মহলে তিনটী কূপ দৃষ্ট হইল। ইহাদের মধ্যে একটীর নাম শঙ্খতীর্থ উহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের সপ্তদশ সংখ্যক। অপর দুইটির নাম চন্দ্র-তীর্থ ও সূর্য্যতীর্থ। ইহাদের উল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে দেখি নাই।

২৭। তদনন্তর একটি শঙ্করতীর্থ নামে কূপ দৃষ্ট হইল। শুনিলাম শঙ্করভূপ উহা খনন করিয়াছিলেন।

২৮। তদনন্তর, দ্বিতীয় চক্রতীর্থ। ইহা সেতুমাহা-ত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের পঞ্চদশ সংখ্যক। ইহাও বাঁধান কূপমাত্র।

২৯। শিবতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের ষষ্ঠদশ সংখ্যক ও একটী ক্ষুদ্র কূপ মাত্র।

৩০। তদনন্তর, সাধ্যামৃত তীর্থ দৃষ্ট হইল। উহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত দ্বাবিংশ সংখ্যক। উহাও একটী কূপমাত্র।

তদনন্তর, রামেশ্বর দেবের গঙ্গোদকাভিষেক, জলাভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজার জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদান করিলাম। গঙ্গাদেবীর পূজা, অভিষেক ও স্বস্তিপাঠাদি করাইয়া, যথা সময়ে দেবালয়ে যাইয়া, পার্ব্বতীদেবীর, বিশ্বেশ্বরের* ও রামেশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ অভিষেক ও ষোড়শোপচাপে পূজা করিয়া আহারান্তে মন্দির সন্দর্শনে গমন করিলাম। এতাবৎ

* দক্ষিণ প্রদেশে প্রথমতঃ দেবীর পূজা ও তৎপরে দেবের পূজা হইয়া থাকে।

কাল আমরা তীর্থসন্দর্শনাদিতে ব্যাপৃত ছিলাম, বিশেষ-রূপে মন্দির দর্শনে অবকাশ পাই নাই। তজ্জন্য তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলি নাই। এক্ষণে দেবালয়ের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে উচ্চ প্রাকার, তাহা দীর্ঘে ১০০০ ফুট ও প্রস্থে ৬৮৭ ফুট, চারিদিকে চারিটি প্রবেশদ্বার, পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বার ১০০ ফুট উচ্চ। লোকপ্রবাদ এই যে, সিংহল দ্বীপের অন্তর্গত 'কাণ্ডির বরশঙ্কর' রাজা সিংহল হইতে প্রস্তর আনাইয়া, মূল-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মধুরার নায়ক রাজাগণ ভিতরের প্রাকার নির্ম্মাণ করেন। রামনাদের সেতুপতিরা বহির্ভাগের বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মণ্ডপ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা কমজোরি, সামুদ্রিক বায়ুপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে কয়েক বৎসর ধরিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, সেতুপতি-দিগের রাজ্যের সীমানায় যে সকল বন্দর ছিল, তাহার সমস্ত আয় মন্দির নির্ম্মাণে প্রদত্ত হইত। প্রাকারের তোরণ দ্বারে ৪০ ফুট পরিমিত প্রস্তর-খণ্ড দরজার বাজু ও গোব্রাটে লাগান হইয়াছে। এই দেবালয়ে দ্রাবিড়ী গঠনপ্রণালীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অবয়ব বৃদ্ধি না হইয়া চতুর্দ্দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবালয়ের সমস্ত নক্সা একত্রে স্থিরীকৃত হইলে বোধ হয় সমস্ত এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার বহিঃ-প্রাকার ২০ ফুট উচ্চ তাহাতে চারিটি গোপুর। পশ্চিম

দিকের গোপুরটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে, অপর ৩টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। প্রকাণ্ড বারাণ্ডা এই দেবালয়ের প্রধান গৌরবের সামগ্রী। এই দেবালয়ের বারাণ্ডা ৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০০ ফুট প্রশস্ত। দৈর্ঘ্যে সমস্তই খোলা, প্রস্থে বা পরিসরদিকে স্তম্ভের উপর ছাদ। ২০ হইতে ৩০ ফুট অন্তর স্তম্ভশ্রেণি এবং ছাদ মেজে হইতে ৩০ ফুট উচ্চে স্তম্ভোপরি অবস্থিত। এখানকার স্তম্ভের কার্য্য চিদম্বরের পার্ব্বতী-মহেশ্বরের কনকসভার স্তম্ভের কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাবিধ দেব দেবীর ও রাজাদিগের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য দক্ষিণদেশের অল্প মন্দিরেই দৃষ্ট হয়। গর্ভ গৃহের সম্মুখে যে বারাণ্ডা আসিয়াছে, তাহার এক দিকে রাগনাদ রাজাদিগের মূর্ত্তি রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে দপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্ভবত যে সময়ে পেরুমল নায়ক মধুরার সুন্দরেশ্বর-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার ও বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সেতুপতিরাও তৎ সময়ে এই মন্দিরের বৃহৎ বারাণ্ডা, মণ্ডপ ও প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক আমরা এরূপ বৃহৎ মন্দির অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই। বলা বাহুল্য মন্দিরের চারিদিক পরিদর্শন করিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমরা দুইবার রামেশ্বর দেবদর্শন করিয়াছিলাম,

পরে আর একবার দর্শনের অভিপ্রায়ে সায়াহ্নে পুনরায় দেবালয়ে আসিয়া দেবের অষ্টোত্তর শত নাম অর্চ্চনা করি। যাত্রীমাত্রেই চিরপ্রথানুসারে অন্ততঃ তিনবার দেব দর্শন করিবে। সেতুপতির সম্মান জন্য ঐ দিবস দীপোৎসব হইয়াছিল। তাহা সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডাজীর নিকট বিদায় হইয়াছিলাম। পাণ্ডাজী এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিশেষ পীড়ন করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু, সুযোগ পাইয়া বিদায় গ্রহণের সময়ে সফল দিবার ছলনায় হস্তে জল দিয়া পীড়নের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে পাণ্ডাদিগের আধিপত্য দেবালয়ের বহির্ভাগস্থ তীর্থাদি-কার্য্য করিবার সময়, রামেশ্বর দেবের অভিষেকাদিতে তাহাদিগের কোন আধিপত্য নাই। যে অবধি জজের নিকট আয় ব্যয়ের হিসাব যাইতেছে, তখন হইতেই দেবালয়ের পূজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উভয়বিধ অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজার মূল্য ৫৷৷০ টাকা, অষ্টোত্তর শত নামার্চ্চনার মূল্য ।৴০ আনা, সহস্র নামার্চ্চনার মূল্য ১৲ টাকা, প্রত্যেক নারিকেল উপহার ও কর্পূরালোকে দেবদর্শনের দক্ষিণা ৴০ আনা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাতঃকাল হইতে কারকুন আপন দপ্তরে থাকিয়া, মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রীদিগকে রসিদ প্রদান করিয়া থাকে। ৫৷৷০ টাকার ভিতর পূজার দ্রব্য, অভিষেকের দ্রব্য ও ভোগদ্রব্য ইত্যাদি সমস্তই মন্দির হইতে প্রদত্ত হয়, যাত্রীদিগকে

কিছুই করিতে হয় না। যাত্রীরা সাধারণতঃ গঙ্গাজল লইয়া আইসে। কিন্তু, যাহারা গঙ্গাজল লইয়া না আইসে, তাহারা আর এক টাকা বেশী দিলেই দেবালয়ের ভাণ্ডার হইতে একশিশি গঙ্গাজল পাইয়া থাকে। পূজার আয়োজন হইলে, দেবালয়ের কোন ব্যক্তি যাত্রীদিগকে সংবাদ দেয়। যাত্রীগণ তথায় আসিলে, অর্চ্চক তাহার প্রতিনিধি হইয়া, যথাক্রমে পার্ব্বতী, বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বরদেবের অভিষেক করিয়া, ষোড়শোপচারে পূজা, পক্কান্নের ভোগ প্রদান ও কর্পূরালোকে আরতি করিয়া মন্ত্রপুষ্পপ্রদানে পূজা সম্পন্ন করেন। অভিষেকের সময়ে অপর তিনটী ব্রাহ্মণ তৎকালোচিত 'নমকং চমকং' আদি বেদগান করিতে থাকে। অর্চ্চকেরা মাসিক বেতনভোগী। অতএব তাহারা জোর করিয়া, একটি কপর্দ্দক পাইতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ভিতর তাহাদিগের দক্ষিণা লওয়া হইয়াছে।

অনেকে এরূপ ভাবিতে পারেন, যদি পূজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তবে যাত্রী পীড়নের সুবিধা কোথায়। এতদ্বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। যাত্রী আসিলেই পাণ্ডানুচরেরা পাণ্ডার বাটীতে লইয়া গিয়া, সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। পাণ্ডার পদপূজা ও পাণ্ডাদর্শনী দেওয়াইতে পারিলেই, তাহারা একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়। তখন পাণ্ডাজী যাত্রীকে দেব সন্দর্শনে দেবালয়ে লইয়া যান, তখনও বিশেষ কিছু পীড়ন হয় নাই। পরদিবস শ্রীলক্ষ্মণকুণ্ডের কার্য্যে প্রথম পীড়ন

আরম্ভ হয়। প্রত্যেক তীর্থে, তীর্থদর্শনী, ব্রহ্মদণ্ড, কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত, গোদান, ভূমিদান ও সাধারণ স্নান দক্ষিণাদি (যাত্রিক বিধি দেখ) হিসাবে লইবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া থাকে। একে একে সমস্ত তীর্থযাত্রা সমাপন না হইলে, রামেশ্বরের অভিষেক পূজা হইবে না। ধনুষ্কোটী তীর্থে সেতুস্নানের সময় পীড়নের চরমসীমা। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, বিশ্বেশ্বরের উভয়বিধ পূজাদি হইয়া থাকে। এতাবৎকাল পাণ্ডানুচরেরা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকে ও ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে। যাত্রিগণকে অপরের সহিত কথা কহিতে সুযোগ দেয় না। দেবালয়ের পূজার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে. তাহা শত যাত্রীর মধ্যে এক জনও যে জানিতে পারে তাহা বলিয়া বোধ হয় না। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকে রামেশ্বরের অভিষেক করিবার অভিলাষ করিয়া আইসেন, অনেকেই সঙ্গে গঙ্গোদক আনয়ন করেন, যাহারা গঙ্গোদক আনয়ন করেন না, তাহারা পাণ্ডার নিকট ক্রয় করেন। গঙ্গোদক দেবালয় ভাণ্ডার হইতে ১৲ টাকা মূল্যে এক সিসি পাওয়া যায়; কিন্তু পাণ্ডা অন্ততঃ তাহার মূল্যস্বরূপ ১০৲ টাকা লইয়া থাকেন। পূজার মূল্য ৫৷৹ টাকা হইলেও পাণ্ডাজী লোকবিশেষে দশ হইতে শত মুদ্রা লইয়া থাকেন। কলিকাতা নিবাসী তারাপ্রসাদ বসু মহাশয় জগন্নাথ পাণ্ডার আবাসে ছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, জগন্নাথ পাণ্ডা অতি ভদ্র, উভয় বিধ পূজার খরচ ৩৹৲ টাকা হইলেও অনেক বলিয়া কহিয়া

তাহা ২৫৲ টাকায় চুকাইয়া প্রত্যেকে পঁচিশ টাকার হিসাবে দিয়াছিলেন। পাণ্ডারা যাত্রীর নিকট হইতে অভিষেক ও পূজার টাকা স্বয়ং গ্রহণ করেন, পরে দেবালয়ে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা জমা দিয়া পূজার বন্দোবস্ত করেন, কিয়দংশ অর্চ্চককে দিয়া অবশিষ্ট আত্মসাৎ করেন। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ছলে অন্ততঃ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের খরচ লইয়া থাকেন ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিয়া স্বয়ং অপরার্দ্ধ আত্মসাৎ করেন। অধিক কি, শ্রীলক্ষ্মণতীর্থে মুণ্ডনকার্য্যের মূল্যেরও অর্দ্ধেক অংশ রাখেন অর্থাৎ নরসুন্দরকে দুই আনার হিসাবে দিলে, নরসুন্দর এক আনা মাত্র পাইবে ও পাণ্ডার এক আনা থাকিবে। সর্ব্বশেষে বিদায়ের সময় 'সফল' দিবার ছলনায় হস্তে জল দিয়া লোক বিশেষে সাধ্যানুসারে পীড়ন করিয়া থাকে। অনেক পাণ্ডার মাসিক আয় সহস্র টাকার অধিক হইবে।

আমরা যে সময়ে আসিয়াছিলাম সে সময়ে অতি বর্ষাপ্রযুক্ত ধনুষ্কোটির রাস্তার অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া দুর্গম হইয়াছিল। ইহা রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উভয় পার্শ্বে সমুদ্র, মধ্যস্থলে বালুকাময়, জমি তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময়ে ডুবিয়া থাকে; রামনাদ হইতে মণ্ডপে আসিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলাম, আমাদিগের সময়াভাবও হইয়াছিল। এক মতে দেবীপত্তন ও দর্ভশয়ন হইতে সিংহল দ্বীপের উত্তর সীমা সমস্তই সেতু বিশেষ। পাম্বমবন্দর হইতে ভারতখণ্ড

পর্য্যন্ত যে পাহাড়শ্রেণি আছে, তাহা অবশ্যই সেতুর অংশ ও তাহার সন্নিকটস্থ সাগরে স্নান করিলে, সেতু-স্নানের ফলভাগী হইব ভাবিয়া, তথায় স্নান করিতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু পাণ্ডাদিগের মতে আমাদিগের রামেশ্বর যাত্রা পূর্ণ হয় নাই। সেতুমাহাত্ম্য মতে বিভীষণের প্রার্থনায় যথায় রামচন্দ্র ধনুষ্কোটির (ধনুর অগ্র-ভাগ) দ্বারা সেতুভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহাই ধনুষ্কোটি, (এতদ্বিষয়ে রামেশ্বরের ৭৫ পৃঃ ধনুষ্কোটির বিবরণ দেখ।) উহা অবশ্যই পুণ্যস্থান। তথায় সমুদ্রস্নানে প্রকৃতই সেতুস্নান হয়। পথ দুর্গম হইলেও, যাত্রিগণ তথায় স্নান করিয়া থাকেন। সেতুঘাট হইতে ৩ মাইল দূরে কয়েকটি ছত্রবাটী আছে, তথায় নাটোকোটা শ্রেষ্ঠী-দিগের ছত্রই শ্রেষ্ঠ। ছত্রাধিকারীরা যাত্রীদিগকে আহা-রাদি দিয়া থাকে। যাত্রিগণ ছত্রে রাত্রিযাপন করে, প্রাতে পাণ্ডা বা পাণ্ডানুচরে পরিবৃত হইয়া ধনুষ্কোটি-তীর্থে সেতুস্নান করিয়া থাকে। তৎকালে পাণ্ডাজী নানা বাবুদে যাত্রীদের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন; এমন কি টাকার অনা-টন হইলে অযাচিত আপন টাকা দিয়া, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও দানাদি করাইয়া থাকেন। তদনন্তর, যতদিন যাত্রী উক্ত টাকা আনাইয়া পরিশোধ না করেন, ততদিন প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

রামেশ্বর লিঙ্গের পূজার মূল্য হিসাবে যাত্রিগণের নিকট হইতে প্রত্যহ ৫০৲ টাকার উপর সংগ্রহ হইয়া

থাকে। নিত্য পূজায় ও যাত্রী পূজায় তত টাকাই ব্যয় হইয়া থাকে। শিবরাত্রি উপলক্ষে চারি হইতে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ হয়। দেবত্তর ৯৬ ছিয়ানব্বই খা নি গ্রামে লক্ষ টাকা আয় আছে। অর্চ্চক প্রভৃতি ভৃত্য-দিগের মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবালয়ে অনেকগুলি উৎসব হইয়া থাকে ও তাহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দশ প্রকার প্রধান উৎসব। যথা,—

১। বৈশাখ মাসে শুক্লষষ্ঠী হইতে দশদিনব্যাপী বসন্তোৎসব।

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতপক্ষে দশমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব।

৩। আষাঢ় মাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধ্বজোৎসব।

৪। শ্রাবণ মাসে উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রে পঞ্চ দিবস-ব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উৎসব।

৫। আশ্বিন মাসে প্রতিপদ হইতে দশমী পর্য্যন্ত নবরাত্রোৎসব।

৬। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মোৎসব।

৭। অগ্রহায়ণ মাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং এই মাসে শুক্ল ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসব।

৮। পৌষ মাসে পূর্ণিমার দিন একটী উৎসব হইয়া থাকে।

৯। মাঘ মাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোৎসব ও শিবরাত্রোৎসব হইয়া থাকে।

১০। ফাল্গুন মাসে মহাভিষেকোৎসব হয়।

আমরা রামেশ্বরক্ষেত্রে ত্রিরাত্র যাপন করিয়াছিলাম। কোটিতীর্থের পুণ্যপাণি পূর্ব্বরাত্রে আনয়ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। চতুর্থদিবস প্রাতে তাহাতে তীর্থস্নান করিয়া, পাম্বমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যোজকের সন্নিকটে ফ্ল্যাগ্‌ষ্টকের ধারে পাথরে বসিয়া মনের সাধে সাগরাবগাহন করিলাম। অতএব, অগ্নিকুণ্ডে ও এইখানে দুইবার আমাদের সাগর স্নান ঘটিয়াছিল।

পাণ্ডাপ্রমুখোক্ত শ্রীরামেশ্বর-যাত্রা-কর্ত্তব্য তালিকা।

১। পাণ্ডাদর্শনী। ন্যূনকল্পে ২৲ টাকা।

২। লক্ষ্মণতীর্থে কর্ত্তব্য বিষয়। তীর্থদর্শনী। (অভিপ্রায়ানুসারে।) ব্রহ্মদণ্ড। মুণ্ডন ও ষোড়শবিধ কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত। গোদান। ভূমিদান। লক্ষ্মণেশ্বরের দক্ষিণা। স্নান।

৩। রামতীর্থে কর্ত্তব্যবিষয়। তীর্থদর্শনী। কৃচ্ছ্রাচরণ। হিরণ্যদান ও গোদান। স্নান। শ্রীরামচন্দ্রজীর দর্শনী। শ্রাদ্ধবিধি। পিণ্ডোপকরণ। পিণ্ডবস্ত্র। চটদক্ষিণা। পিণ্ডদক্ষিণা। পিণ্ড ভিন্ন সময়ে গো, ভূমি, দীপ, উদকুম্ভ, কলস, পাখা, ছত্র ও ঘণ্টার দানরূপ পিতৃ অষ্ট দান করিতে হয়। সুখশয্যা দান। কদলীবৃক্ষদান। ভূমিদান। ব্রাহ্মণ ভোজন।

৪। ধনুষ্কোটিতীর্থে কর্ত্তব্যবিষয়। পূজোপকরণ।

স্নুবর্ণ-ধনুর্ব্বাণ। পঞ্চরত্ন। মহাভেট। মহাবস্ত্র। দান-দক্ষিণা। নবগ্রহের নববিধ দান। দশদিক্‌পালের দশ-বিধ দান। গোদান। (শত, একাদশ বা এক।) অষ্ট-বিংশোত্তর সহস্রবিধ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণপূজা। সেতু-পূজা। ফল ও তাম্বূল দান।

৫। ২৪ তীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য বিষয়। অর্থাৎ অবশিষ্ট প্রত্যেক তীর্থেই এইরূপ করিতে হয়। তীর্থভেট। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত। হিরণ্যদান ও গোদান। স্নানসম্মত দক্ষিণা।

৬। রামঝরকার কর্ত্তব্য বিষয়। অষ্টতীর্থ, তীর্থ-ভেট, গোদান ইত্যাদি।

৭। রামেশ্বরদেবের গঙ্গাভিষেক কর্ত্তব্য বিষয়। গঙ্গাজল। গঙ্গাপূজা বিধি। পূজোপকরণ। গঙ্গাজীর বস্ত্র ও দর্শনী। রামেশ্বরজীর দর্শনী এবং বস্ত্র। লক্ষরুদ্র বা মহারুদ্র পূজা। দম্পতিপূজা। এই স্থানে দুইটী বা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।

৮। কোটিতীর্থ-যাত্রার কর্ত্তব্য বিষয়। তীর্থদর্শনী। গোদান। স্নুবর্ণদান। গুপ্তদান। এই তীর্থে স্নানের পর রামেশ্বরের ভিতর মল মূত্র ত্যাগ নিষেধ।

পাম্বম হইতে রামেশ্বর যাইবার পথে যে চারিটী ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের নাম প্রদত্ত হইল।

১। তঙ্গুচিমুড়ম্ ছত্রবাটী। ইহা পাম্বব হইতে ৩ মাইল দূরে স্থিত।

২। পিল্লে-মঠম্ ছত্র। ইহা পাম্বম হইতে ৪ মাইল দূরে স্থিত।

৩। আইয়ার মঠ। ইহা পাম্বম হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। তৃতীয় ছত্রবাটী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে রাস্তার ধারে উদৈয়ার-তেবন নামে আর একটি ছত্রবাটী আছে।

রামেশ্বরে যে কয়েকটী ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তঞ্জাবুরু রাজাদিগের ১টী।

ধর্ম্মপুরের মঠাধিপতির ১১টী।

কোচীনরাজের ১টী।

কালহস্তীর মহারাজের ১ টী।

ইন্দোর মহারাজের ১ টী

বারবার ছত্র।

কোমটী ছত্র।

তঙ্গমার ছত্র। এই ছত্রে প্রতি দ্বাদশীতে ৩০ জন ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

ব্যেঙ্কটরাজার ১টী।

বিরপ্পা-শ্রেষ্ঠীর ১টী। এই ছত্রে সকল জাতীয় আগন্তুক আহার পাইয়া থাকে এবং বালকদিগের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত আছে।

ধনুস্কোটিতে যে কয়েকটী ছত্র আছে তাহার তালিকা।

ব্যেঙ্কটরাজার ছত্র, তঞ্জাবুর রাজার ছত্র ও বিরপ্পা-শ্রেষ্ঠীর ছত্র।

দর্ভশয়ন।

আমরা স্কন্দপুরাণোক্ত অধ্যাত্ম-রামায়ণে দেখিতে পাই যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব-শাসিত বানর-সেনা পরিবৃত হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্দেশে দক্ষিণাম্বুধি-তটে উপস্থিত হইয়া, অগাধ, শতযোজন-ব্যাপী, নক্র-মকর-সমাকুল ও উর্ম্মি-সঙ্কুল অম্বুধিকে মধ্যস্থিত দেখিয়া এবং তাহা উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় না পাইয়া, বরুণদেবের সাহায্যাভিপ্রায়ে সাগরতীরে দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রয়োপবেশনে থাকিলেও বরুণদেব আসিলেন না। তখন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন যোজনা করিলে, বরুণ-দেব ভয়ে মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া, শ্রীরামের সম্মুখে আসিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভ-শয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত পুণ্যতীর্থ হইলেও, আমরা তাহা কোথায় জানিতাম না। রামেশ্বরে আসিয়া শুনিলাম, উহা দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পশ্চিম চক্রতীর্থের ধারে, সেতুপতিদিগের রাজধানী রামনাদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা রামনাদ হইতে বিট্‌লে-মণ্ডপ হইয়া, পাম্বমে আসিয়া কালিমুত্তুপিল্লের ছত্রবাটীতে যৎকালে বিশ্রাম করিতেছিলাম, কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর-তীর্থ সন্দর্শনানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই ছত্রবাটীতে

আসিলে, তাহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম, তাহারা পাম্বম্ হইতে পোতযোগে তুৎকুড়িতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন ও পথিমধ্যে দর্ভশয়ন তীর্থ সন্দর্শন করিবেন। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনকালে দর্ভশয়ন সন্দর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলাম। তদনন্তর, রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পাম্বম্ টেলিগ্রাফ আফিসের নিকটস্থ জমিদারের ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইলাম ও অপরাহ্নে পাম্বম বন্দরের দ্রষ্টব্য বাটীগুলি সন্দর্শন করিলাম। বন্দরটী ক্ষুদ্র হইলেও, যতকাল রামেশ্বর তীর্থ ততকালের হইবে। ভারতবর্ষ হইতে রামেশ্বরে যাইতে হইলে, যাত্রী যে রাস্তা দিয়াই আসুক না কেন, প্রথম তাহাকে পাম্বম বন্দরে নামিতে হইবে। তথায় যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য চারিটি ছত্রবাটী দেখিলাম।

১ম। জমিদার-ছত্রবাটী। উহা বন্দর ঘাটের সন্নিকটে টেলিগ্রাফ্ আফিসের অনতিদূরে অবস্থিত। জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহা বৃহৎ হইলেও, উহার সন্নিকটে পানীয় জল না থাকায়, অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী উহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে।

২য়। কালভৈরব-দেবালয়ের নিকট কালিমুত্তুপিল্লেরকৃত ছত্রবাটী। ইহা নিতান্ত ছোট নহে, তৎকৃত পানীয় পুষ্করিণীটী ছোট হইলেও, তাহার জল অতি পরিষ্কার।

৩য়। পুরাতন জেলবাটীর একাংশে লোকেল-ফণ্ড-ছত্রবাটী। উহার কক্ষগুলি অতি পরিষ্কার, পূর্ব্বোক্ত

২য় ছত্রবাটীতে স্থানাভাব হইলে যাত্রী এই ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইয়া থাকে। উহার প্রাঙ্গণে পানীয় জলের বাঁধান কুপ দৃষ্ট হইল।

৪র্থ। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের ছত্রবাটী।

পূর্ব্বোক্ত পুরাতন জেলের অপরাংশে লোকেলফণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয়, তাহার অব্যবহিত পরে লাইট-হাউস (দীপঘর), উহার অনতিদূরে রামনাদ জমিদার-দিগের উদ্যানবাটী।

কালি-মুত্তুপিল্লের ছত্রবাটীর নিকট ভৈরবস্বামীর মন্দির, বালকদিগের শিক্ষা দিবার কারণ দুইটি পাঠ-শালা ও একটি মিশনস্কুল, খৃষ্টানদিগের উপাসনা গৃহ ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্‌গৃহ দৃষ্ট হইল। বাজারের পণ্য-শালাগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। এইস্থানে শ্রেষ্ঠীদিগের ছত্র ও মুসলমানদিগের দুইটী ফারম্‌ ও কুটি রহিয়াছে।

ভারতখণ্ড হইতে যে সকল কুলি সিংহল দ্বীপের কাপি ও চা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যায় তাহারা পাম্ব-মের কুলি আফিসের তত্ত্বাবধানে একত্রিত হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট পোতে করিয়া 'মানয়ার' উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে চা বা কাপি ক্ষেত্রে যাইয়া থাকে। তাহারা দাদন লইয়া আইসে ও তাহাদিগের রাহাখর-চের টাকা তাহাদের নামে খরচ পড়ে। খাটিয়া উভয়বিধ দেয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে তাহারা ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতে পারে। তাহারা ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া রোজ ছয় আনার হিসাবে পাইয়া থাকে, অতএব আসাম

কাছাড়াদি চা-ক্ষেত্রের কুলিদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের অবস্থা অনেক ভাল বলিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই চা ও কাপিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

পোর্টআফিস হইবার পূর্ব্বে দেশীয় পোতাধ্যক্ষেরা যাত্রীদিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিত, কিন্তু উহার প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি নৌকাভাড়া নির্দ্দিষ্ট হারে স্থিরীকৃত হইয়াছে ও যাত্রীদিগের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। পাম্বম্ হইতে মণ্ডপে যাইবার কারণ সাধারণ লোককে এক আনা হারে ভাড়া দিতে হয়। তুৎকুড়ি ও নাগপত্তন যাইতে এক টাকা চারি আনার হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। তুৎকুড়ি যাইবার সময় যাত্রী এক দিবস দর্ভশয়নে নামিয়া থাকে ও নাগপত্তনে যাইতে হইলে নবপাষাণে যাইয়া আহার করিয়া থাকে। অবয়বানুসারে ১০ হইতে ৩০ ব্যক্তিকে এক পোতে লইয়া যায়।

পোর্ট আফিসের ক্লার্ক আমাদের তুৎকুড়ি যাইবার জন্য একখানি পোত ১৫৲ টাকায় স্থির করিয়াছিল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় পাম্বম্ পরিত্যাগ করিয়া পোত দর্ভশয়নাভিমুখে আসিতে থাকিল। পূর্ব্ব হইতে নভোমণ্ডলে মেঘ হইতেছিল, ক্রমে চারিদিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বায়ু বহিতে বহিতে এক পশলা বৃষ্টি হইল; তৎকালে পোত যথেষ্ট দুলিয়াছিল। বেলা এক ঘটিকার সময় দর্ভশয়নের সেতুতীর্থ ঘাটে নামিয়া নিকটস্থ ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইলাম। এখানে দুইটী ছত্রবাটী

থাকিলেও পণ্যশালা নাই। তাহাতে বুঝিলাম, যাত্রী পোত হইতে নামিয়াই দর্ভশয়ন গ্রামে যাইয়া আহারাদি করে এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র ছত্র-বাটীতে রাত্রিযাপন করে। আমরা তথায় পাক করিয়া আহার করিলাম ও তদনন্তর শকটারোহণপূর্ব্বক দর্ভ-শয়নে আসিলাম। দুই মাইল পাকা রাস্তা অতিবাহিত করিয়া অর্দ্ধ মাইল বালুকাময় নিম্নচর জমী পার হই-লাম। পুনরায় অর্দ্ধ মাইল পাকা রাস্তা দিয়া 'দর্ভশয়ন' গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত দুই মাইল বর্ত্ম সম্প্রতি নটকোটার শেটীরা পাকা করিয়া দিয়াছে। ছত্র হইতে এক মাইল পথ আসিলে রাস্তার বাম দিকে ব্যেঙ্কটেশ্বরস্বামীর মন্দিরের নিকট অগস্ত্যতীর্থ। পূর্ব্বোক্ত নিম্নচর জমী বর্ষাকালে সমুদ্রের সহিত যোগ হইয়া যায়। অতএব, প্রথমোক্ত দুই মাইলও যে সমুদ্রের গর্ভ হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, দর্ভশয়ন সমুদ্র তীর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও পুরাকালে উহার পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্বিষয় অধ্যাত্ম্য-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ৬৬।৬৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

সে যাহাই হউক আমরা গ্রামের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে মন্দিরের সন্নিকটে আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখে যে বৃহৎ পুরাতন পুষ্করিণী আছে তাহা সেতুমাহা-ত্ম্যোক্ত প্রথম চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। এক সময়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ প্রস্তরে বাঁধান ছিল; এক্ষণে তাহার অধিকাংশ

স্থানই নষ্ট হইয়াছে। উহার জল লবণাক্ত ; উহার উত্তর দিকে যে জলাশয় আছে তাহা রামতীর্থ নামে খ্যাত ও তাহার জল মিষ্ট। চক্রতীর্থের পশ্চিম তীরে ও মন্দিরের সম্মুখে একটী পুরাতন মণ্ডপের ভিতর একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর ক্ষুদ্র বেদীমণ্ডপ। উহাতে উৎসব কালীন দেবের ভোগমূর্ত্তি রক্ষিত হয়। দেবালয়ের প্রাচীরটি দীর্ঘে ও প্রস্থে ন্যূনাধিক ৪০০ ফুট হইবে। প্রবেশ দ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর। মূল মন্দির বৃহৎ না হইলেও উহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি বড় বড় মণ্ডপ রহিয়াছে। উহা মুত্তু-বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্ত্তৃক গ্রে-প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনিই রামেশ্বরের মণ্ডপ ও পাম্বমের ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আরও শুনিলাম যে, তিরুমঙ্গের আল্বার চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া দর্ভশয়নের জগন্নাথজীর মন্দিরও শ্রীরঙ্গপত্তনের মন্দিরের একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও মালোবারের রামরাজা কোদণ্ডরাম স্বামী স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য অন্নছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় অভ্যাগত সাধু ও সন্ন্যাসিগণ অন্ন পাইয়া থাকেন। মূল মন্দির কোন্ সময়ে এবং কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত তাহা জানিতে পারিলাম না। উহা মরকত নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত ও উহার চতুর্দ্দিকে অনেক-গুলি অনুশাসনপত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। উহার ভিতরে যাইয়া দেখিলাম যে এক বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শায়িত রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণদিকে শীর্ষ,উত্তরে পাদ ও নাভিদেশোদ্ভব নালের উপরিস্থ পদ্মের উপর চতুর্ম্মুখ

ব্রহ্মা। এই বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের দর্ভশয়ন মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্রুত হইলেও, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। মন্দিরের পার্শ্বে একটি বাঁধান ক্ষুদ্র কূপ আছে, উহা বরুণকুণ্ড নামে বিশ্রুত। রামচন্দ্র তিন দিবস দর্ভ-শয়নে থাকিলেও, বরুণদেব উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে শরযোজনা করিয়া, শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে কহিয়াছিলেন, 'অদ্য সর্ব্বপ্রাণী রাম-বাণের সামর্থ্য অবলোকন করুক। এখনই সমুদ্রকে শুষ্ক করিব, বানরগণ এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজে লঙ্কায় গমন করিবে।' রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বসুমতী ঘন ঘন কম্পিতা হইলেন; নভঃস্থল ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল। সমুদ্র ভয়ে বেলা ছাড়িয়া এক যোজন পিছাইয়া গেল। তখন, সরিৎপতি দিব্যরূপ ধারণ করত উক্ত কূপ হইতে বহির্গত হইয়া, স্তুতিকরত রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করেন। অতএব তদবধি ইহা বরুণ-তীর্থ নামে কথিত হইতেছে।

অনন্তর, আমরা যথাক্রমে মহালক্ষ্মী, শ্রীদেবী, ভূদেবী, জগন্নাথস্বামী, কোদণ্ড-রামস্বামীও সন্তান-রামস্বামীকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। সেতুপতিরা ব্যয় বহন জন্য ১৮০০০৲ টাকা আয়ের মত ২২শ খানি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। এই বিগ্রহের নিত্য-সেবায় ১৮৫ সের তণ্ডুলের অন্নপাক হইয়া থাকে।

এখানেও পঞ্চতীর্থ স্নানের বিধি আছে। যথা,— সেতু, অগস্ত্য, বরুণ, চক্র ও রামতীর্থ। যাত্রীগণও

যথানিয়মে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। দর্ভ-শয়ন শ্রীবৈষ্ণবদিগের ও রামেশ্বর স্মার্ত্তদিগের তীর্থ। আমরা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহার সমাপনান্তে কিছুকাল নিদ্রা যাইলাম। রাত্রি তিনটার সময় নৌকায় আরোহণ করিয়া পরদিবস বেলা ১২টার সময় তুৎকুড়িতে উপস্থিত হইলাম। অত্য নৌকা বিশেষ রূপে দুলিয়াছিল বলিয়া, সামান্য সামুদ্রিক পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল।

নাগপত্তন।

১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বরে ৭।৫৫ মিনিটে নাগপত্তনে আসিয়া পঁহুছিলাম। উহা উত্তর ১০।৪৫।৩৭ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব৭৯।৫৩।২৮দ্রাঘিমায় অবস্থিত। তঞ্জাবুর জংসন রেল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া, তঞ্জাবুর নাগপত্তন শাখা লাইন হইয়া, নাগপত্তনে আসিতে হয়। ইহা তঞ্জাবুর হইতে ৪৮মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। এইটি বহুপ্রজাবিশিষ্ট পুরাতন বন্দর। পূর্ব্বে ইহা দিনামারদিগের অধীনে ছিল। কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনভুক্ত হইয়াছে। প্রধান রাজবর্ত্ম

হলাণ্ডষ্ট্রীট, সেণ্টপিটর্স চর্চ্চ ও কয়েকটি বৃহৎ সমাধি-স্তম্ভ এখনও দিনামারদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোং লোকোমটিভ্ ওয়ার্ক-সপ ও চিপ্-ষ্টোর সংস্থাপনাবধি ক্রমশই নাগপত্তনের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পশ্চিম-দক্ষিণ মন্‌সুন্ বায়ু বহিবার সময় নাগপত্তন হইতে দেশীয় পোত বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করিয়া থাকে ইহা অন্যত্রে উক্ত হইয়াছে। তৎকালে, রামেশ্বরের অনেক যাত্রী নাগ-পত্তনে পোতে চড়িয়া, দুই দিবসে পাম্বম্ বন্দরে আইসে ও নবপাষাণে রাত্রিযাপন করে। (নবপাষাণ সম্বন্ধে রামেশ্বরের ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) নগপত্তনে সাপ্তাহিক ঔপকুলিক (কোষ্টীং) ষ্টীমার আসিয়া থাকে।

এখান হইতে ৫মাইল পূর্ব্বোত্তর সাগরতীরে নগোদ নামক স্থানে কাদের-উলিয়ার-সৈয়দ, তাহার পুত্র মহম্মদ ইসুফ্-সৈয়দ ও পুত্রবধূ জোহারা বিবির প্রসিদ্ধ সমাধিগৃহ রহিয়াছে। 'কাদের উলিয়ার' সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে ভক্তি করিত; অনেকেই নাগপত্তনে আসিয়া, তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া থাকে। সমাধি মস্কের (মন্দির) মিনারেট (চূড়া) বঙ্গোপসাগরে পোতাধ্যক্ষদিগের একটি স্থানীয় নিদর্শনস্বরূপ। বহুদূর হইতে ইহা দৃষ্ট হয়। মস্কের নিকট বৃহৎ পুষ্করিণী তীরে ফকিরদিগের থাকি-বার মণ্ডপ। মস্কের ভূসম্পত্তির আয় ৫০হাজার টাকার উপর হইবে।

আমরা ষ্টেশন হইতে সহরের ভিতর আসিয়া, বৃহৎ পানীয় পুষ্করিণীর নিকটস্থ ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইয়া, প্রথম নগোদের-মস্ক সন্দর্শনে গমন করিলাম। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পেরুমলস্বামী ও কায়ারোহণ-স্বামী সন্দর্শন করিলাম।

পেরুমলস্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে,কৃতযুগে ব্রহ্মা দক্ষিণাম্বুধি-তটে মহাবিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাহার তপস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তিনিই নাকি সেই স্থান অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। যাহাই হউক দেবালয়টি অতি পুরাকালে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। কালের বশে উহা জীর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি নটোকোটা শ্রেষ্ঠিগণেরা উহার সংস্কারও বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা দেব-সন্দর্শনানন্তর তাঁহার অষ্টোত্তর শত তুলসী ও দেবীর অষ্টোত্তর শত কুঙ্কুম অর্চ্চনা করিয়া 'কায়ারোহণ' স্বামীর মন্দির সন্দর্শনে আসি। দেবীর নাম নীলায়তাক্ষী, স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অতি সম্মান করিয়া তাঁহার নামে শিব-মন্দিরের নামকরণ করিয়াছেন। মন্দিরটি অতি পুরাতন গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সম্মুখের গোপুরটি অসম্পূর্ণ। নটকোটা শ্রেষ্ঠীরা প্রভূত অর্থ ব্যয়ে মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার ও নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণও কিছু পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেছেন; যেরূপ আড়ম্বরে কার্য্য চলিতেছে তাহাতে সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রত্যেক নূতন স্তম্ভে পূর্ণায়তন

সিংহ, ব্যাঘ্র, মুনি ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত হই-তেছে। সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে দেবালয় নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বৈশাখ মাসে প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। আমরা দেবালয় পরিদর্শন করিয়া কায়ারোহণ স্বামীর, 'নীলায়তাক্ষী' দেবীর সন্দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই। তদনন্তর, সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলকোম্পানীর 'লোকোমোটিভওয়ার্ক শপ' সন্দর্শন করি। সহকারি লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া 'ওয়ার্ক শপের' সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। অতঃপর শকট আরোহণে প্রধান রথ্যা দিয়া নগর সন্দর্শন করিয়া ১৬।৩০ মিনিটের ট্রেণে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই।

মায়াবরম্।

২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১।২২ মিনিটের সময় মায়াবরমে পঁহুছিলাম। ইহা উত্তর ১১।৬।২০ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৯।৪১।৫০ দ্রাঘিমায় কাবেরী তীরে অবস্থিত। কেহ কহিয়া থাকেন, উহা ময়ূরবরম্ শব্দের অপভ্রংশ। ময়ূর—ময়ূরস্বামী। বরম্—পুরম্। অপরে কহেন, মায়া—মহামায়া বা মহালক্ষ্মী। বরম্—পুরম্। অর্থাৎ লক্ষ্মীপুরম্। মায়াবরম্ প্রদেশটী উর্ব্বরা ইহার সর্ব্বদিকে আবাদ,

সর্ব্বপ্রকার শস্য ও ফল সর্ব্বদাই প্রাপ্য; শীতের লেশমাত্র নাই; সদাই যেন বসন্ত বিরাজমান। অধিবাসীদিগের অবস্থা উন্নত, অতএব এই স্থান মায়াবরম্ (লক্ষ্মীপুরম্) এই শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। উহা এস্, আই, রেলওয়ের তঞ্জাবুর জংসন ষ্টেশন হইতে ৪৪ মাইল, ত্রিশিরাপল্লী জংসন ষ্টেশন হইতে ৭৫ মাইল, বিল্বপুর জংসন ষ্টেশন হইতে দক্ষিণদিকে ৭৬ মাইল ও মাদ্রাজ ষ্টেশন হইতে ১৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। রেল-ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে 'কোডনারুর' পুলিশ ষ্টেশনের সম্মুখে ছত্রবাটীতে রাত্রিযাপন করিয়া, প্রাতে কাবেরী ঘাটে আসিলাম। কাবেরীতে পূর্ত্তবিভাগের আবাদি-খাল প্রস্তুত হওয়ায়, শ্রীরঙ্গমের সম্মুখে অর্দ্ধ মাইলের উপর প্রশস্ত হইলেও, এস্থলে উহার পরিসর ১৭৫ ফিটের অধিক হইবে না। উহার উভয় তীরেই গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং উভয় তীরেই প্রাতঃকালে লোক সকল অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকে।

যে দ্বাদশ পুণ্য-সলিলাতে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে, কাবেরী তাহার অন্যতম। * তুলাতে বৃহস্পতি গমন

---

*পুষ্করযোগের বিষয়। যথা,—

"মেষে চ গঙ্গা বৃষভে চ নর্ম্মদা যুগ্মে চ বাণী যমুনা কুলীরে।
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ॥
কাবেরী তৌল্যামলিতাম্রপর্ণী ভীমাখ্যনদ্যা ইতি চাপপুষ্করঃ।
মৃগে চ ভদ্রা ঘটসিন্ধুনদ্যা বাচস্পতৌ মীনগতে পিণাকিনী॥"

বৃহস্পতি মেষরাশিতে গমন করিলে পর গঙ্গায়, বৃষরাশিতে গমন করিলে নর্ম্মদায়, মিথুনে যাইলে সরস্বতীতে, কর্কটে যাইলে যমুনায়, সিংহগত হইলে

করিলে মায়াবরমের কাবেরীঘাটে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে, উহা দ্বাদশ বৎসরান্তে উপস্থিত হয়। তৎকালে দেবতারাও তথায় আসিয়া স্নান করণান্তর ময়ূরনাথ-স্বামীর পূজা করিয়া যান। তুলামাসে কাবেরী-স্নান-কালে মায়াবরমের তীরস্থ বৃহৎ মণ্ডপে ময়ূরনাথস্বামীর মূর্ত্তি প্রত্যহ আনীত হইয়া থাকে। মণ্ডপের ধারে তর-কারির বাজার বসিয়া থাকে। স্নানোপলক্ষে যাহারা আসেন প্রায় সকলেই বাজার করিয়া লইয়া যান। ময়ূর-নাথ-স্বামীর মন্দির ঘাট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দির অতি বৃহৎ ও পৃথক্ তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অপরাপর মন্দিরে ন্যায় ইহাও অতি পুরাকালে চোল-রাজগণ কর্ত্তৃক গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেব দেবীর আলয় পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, আয়তন নিতান্ত কম নহে। মূলবিগ্রহ লিঙ্গাকৃতি ও দেবী 'অভয়াম্বা' নামে বিখ্যাত। মন্দিরের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহার আয় ১৮ হাজার টাকার উপর। নিত্য ভোগে ১৴ মন ।৪ সের তণ্ডুলের অন্ন পাক হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে ১৫ দিবস ও কর্ত্তিকমাসে মাসব্যাপী অতি সমারোহে দেবের উৎসব হইয়া থাকে। আমরা দেব দেবীর অষ্টোত্তরশত নামাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তথা হইতে দুই মাইল

গোদাবরীয়, কন্যাস্থ হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীয়, বৃশ্চিকস্থ হইলে তাম্রপর্ণীয়, ধনুঃস্থ হইলে ভীমাতে, মকরগত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুম্ভে যাইলে সিন্ধুনদীতে ও মীনরাশিতে যাইলে পিণাকিনীয় পুষ্করযোগ হইয়া থাকে।

দূরে 'তিরু-ইন্দুলু' (সংস্কৃত নাম ইন্দুপুরী বা চন্দ্রপুরী) নামক স্থানে পেরুমল রঙ্গনাথের মন্দির সন্দর্শন করিতে আসিলাম। উহা কাবেরীর তীরে অবস্থিত। অর্চ্চকের মুখে শুনিলাম, এই স্থানের অপর নাম 'অন্তরঙ্গম্।' তাহারা কহিল যে, ত্রিশিরাপল্লির সন্নিকটস্থ শ্রীরঙ্গমে 'আদিরঙ্গম্' কুম্ভঘোনে 'মধ্যরঙ্গম্' ও তিরু-ইন্দুলুয় 'অন্তরঙ্গম্' নামে বিষ্ণুর তিন মূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। কিন্তু, এবিষয়ে প্রাদেশিক মত-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহিসুরের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপত্তনকে আদি-রঙ্গম্ নামে কথিত হয়। এখানে এইরূপ কিংবদন্তী আছে, মহারাজ অম্বরীষ 'তিরু-ইন্দুলুতে' পুরাকালে কোন সময়ে কাবেরী তটে মহাবিষ্ণুর তপস্যা করিয়া-ছিলেন। বিষ্ণু তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, শেষ পর্য্যঙ্ক শয়নে প্রত্যক্ষীভূত হন। অম্বরীষ মহারাজ সেই স্থান অবলম্বন করিয়াই মূলমূর্ত্তি র প্রতিষ্ঠা করেন। তিরুমঙ্গৈ আল্বার এই মন্দিরটিকে পরিবর্দ্ধিত করেন। যাহাই হউক, উহার গঠন দৃষ্টে ইহা অতি পুরাকালের বলিয়া দৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য ইহাও অন্যান্য মন্দিরের অনুকরণে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের সম্মুখে ইন্দু-পুষ্করিণী। প্রবাদ যে, ইন্দুদেব উহা খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দির, চারিটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের দরজার উপর বৃহৎ গোপুর। দেব 'পেরুমল রঙ্গনাথস্বামী' ও দেবী 'পেরুমল নায়িকা' নামে প্রসিদ্ধ। দেবদেবীর প্রত্যেকেরই পুরী পৃথক্ ও

সপ্তম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দেবী মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক দেবাসুর-যুদ্ধ-বিষয়ক মূর্ত্তি সকল চিত্রিত রহিয়াছে। দেবালয়ের ভূসম্পত্তি হইতে ৭০০০৲ হাজার টাকার অধিক আয় আছে ও কলেক্টরি হইতে বার্ষিক ২০০০৲ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাত্যহিক ভোগান্নে অনেকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ অন্ন পাইয়া থাকেন। এই স্থানে যে কয়েকটি উৎসব হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে নিম্নের কয়টিই প্রধান।

১। জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চ দিবস ব্যাপী 'তিরুপবিত্র' উৎসব।

২। কর্কট মাসে দশ দিন ব্যাপী 'আড়িপুর'উৎসব।

৩। কন্যা মাসে নয় দিন ব্যাপী 'নবরাত্রোৎসব। এই সময় রামায়ণ পাঠ হইয়া থাকে।

৪। তুলা মাসে একাদশ দিন ব্যাপী 'বৈকুণ্ঠ একা-দশী' উৎসব।

৫। মাঘ মাসে মাঘোৎসব অর্থাৎ স্বামীকে প্রত্যহ দেবালয় হইতে কাবেরী সঙ্গমে লইয়া যাইয়া স্নান করান হয়।

৬। ফাল্গুন মসে ত্রয়োবিংশ দিবস ব্যাপী 'অধ্য-য়ন উৎসব'। এই সময় রামায়ণ মহাভারত ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় পুরাণ সকল পাঠ হইয়া থাকে।

৭। মধু মাসে দশ দিন ব্যাপী 'বসন্তোৎসব' হইয়া থাকে।

তুলা মাসে দক্ষিণদেশের অনেকেই কাবেরীতে স্নান করিতে আইসেন। তৎসময়ে রেল যাত্রীর সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক হইয়া থাকে। এই সময় সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানী পেসেঞ্জার ট্রাফিকে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। আমরা পেরুমল রঙ্গনাথ স্বামী ও রঙ্গনায়িকার দর্শন, অষ্টোত্তর শত অর্চ্চনা ও কর্পূরা-লোক প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই।

মায়াবরমে আগন্তুক দিগের জন্য চারিটী ছত্রবাটী আছে। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের যে দুইটী ছত্র আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকেন ও অপর দুইটী ছত্রে কেবল তুলামাসে ব্রাহ্মণ দিগকে অন্নদান হইয়া থাকে। কোড্নুরেও দুইটী ছত্র আছে তাহাতে দ্বাদশী তিথিতে এবং তুলামাসে ব্রাহ্মণেরা অন্ন পাইয়া থাকে।

মায়াবরম্ সহরটি অতি পুরাতন, রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার। ইহার বায়ু নিতান্ত মন্দ নহে, আহার্য্য দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার সুপ্রতুল, সহরে অনেকগুলি ধনী আয়ার ও আয়াঙ্গার ব্রাহ্মণ বাস করেন।

বৈদ্যেশ্বর কোবিল।

২৫ ডিসেম্বর দিবসে ১২।১৯ মিনিটের সময়ে বৈদ্যে-শ্বর বা বৈদীশবরম্ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। উহা মান্দ্রাজ হইতে ১৬৫ মাইল, বিল্বপুর জংসন হইতে ৬৭ মাইল, তঞ্জাবুর জংসন হইতে ৫২ মাইল ও ত্রিশিরা-পল্লী জংসন হইতে ১৮৩ মাইল দূরে অবস্থিত। রেল-ষ্টেশন হইতে দেবালয় অর্দ্ধ মাইল অন্তর হইবে, রাস্তা অতি কদর্য্য। মন্দিরটি অতি বৃহৎ ও পুরাতন চের-চোল-পাণ্ড্যরাজগণ কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্দ্ধিত হই-য়াছে। মন্দিরটী ৩টী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও প্রবেশ দ্বারে চারিটি বৃহৎ গোপুর। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ 'তিপ্পকুল' পুষ্করিণী, উহার চতুর্দ্দিক গ্রেনা-ইট প্রস্তরের বাঁধান সোপান-শ্রেণি ও তদুপরি মণ্ডপ-শ্রেণী শোভিত রহিয়াছে। কর্ত্তান্ নামে কোন ধনী শ্রেষ্ঠী মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার ও দুইটি নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। সে ব্যক্তি ৬০০০০৲ ষাটিহাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছে ও অবশিষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে ২০০০০৲ বিংশতি হাজার টাকার অধিক খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু, এক্ষণে ইহাতে যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই কুৎসিত রুচির পরিচয় দিতেছে। পশ্চিমদিকে বহিঃ-

প্রকোষ্ঠে অষ্টোত্তর শত বৃহৎ মণ্ডপ পার হইয়া 'দেব সন্নিধি' মণ্ডপে আসিতে হয়। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের মত এ স্থানেও বিগ্রহ পশ্চিমমুখে রহিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর দিকে যে মণ্ডপ আছে তাহার একদিকে একটী কূপ দর্শাইয়া অর্চ্চকেরা কহিল, 'ভগবান্ রামচন্দ্র তাহাতে জটায়ুর অন্তেষ্টিক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই কুপ জটায়ুতীর্থ নামে অভিহিত। এ কথা সত্য হইতে পারে না কারণ রামচন্দ্র জটায়ুর অন্তেষ্টি ক্রিয়া করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া চিত্রকূটে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েন। তিনি বালারি জেলার অন্তর্গত হাম্পি সহরের সন্নিকট 'তুঙ্গভদ্রার' বামতীরে চিত্রকূট গিরি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। বৈদ্যেশ্বর চিত্রকূটের উত্তরে না হইয়া দক্ষিণে স্থিত। চিত্রকুট বৈদ্যেশ্বরের দক্ষিণে নহে।

মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় ৮০০০০৲ হাজার টাকার উপর। ধর্ম্মপুরের শৈব মহন্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ। তাঁহার এক চেলা মন্দিরে থাকিয়া, আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। নিত্য পূজায় ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। আমরা মন্দিরের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। দেবদর্শন ও অর্চ্চনাদি কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

শিবালি।

ইহা একটি প্রসিদ্ধ শৈব-তীর্থ-স্থান। মান্দ্রাজ হইতে ১৬১ মাইল, বিল্বপুর জংসন হইতে ৬৩ মাইল, তঞ্জাবুর জংসন হইতে ৫৬ মাইল ও ত্রিশিরাপল্লী জংসন হইতে ১৮৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরস্থ লিঙ্গ 'ব্রহ্ম-পুরীশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। অতএব, স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। উহা রেল-ষ্টেশন হইতে এক মাইল অন্তরে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণ অতি প্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাঙ্গণ মধ্যে দেব ও দেবীর পৃথক্ পৃথক্ আলয়ও তিপ্পকুল। দেব 'ব্রহ্মপুরীশ্বর' ও দেবী 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নামে অভিহিত। দেব-সম্পত্তির আয়ও অধিক। নিত্য পূজায় ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। উৎসবের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। জ্যৈষ্ঠমাসে দশদিবসব্যাপী 'অশ্বোৎসব'। আশ্বিন মাসে দশদিবসব্যাপী 'নবরাত্রোৎসব।' মাঘমাসে 'শিব-রাত্রোৎসব' ও মধুমাসে দশদিনব্যাপী বসন্তোৎসব। এখানেও ধর্ম্মপুরেশ্ব মহন্তের চেলা থাকিয়া, আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমরা দেবদেবীর অষ্টোত্তরশত অর্চ্চনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হই।

মহাবলিপুর

আমরা ১৮৯২ সালের প্রারম্ভ দিনে চিঙ্গলপট ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত মহাপুণ্যভূমি মহাবলিপুর সন্দর্শনে গমন করিলাম। ইহা উত্তর ১২।৩৬।৫৫ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮০।১৩।৫৫ দ্রাঘিমায়, মান্দ্রাজ সহরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ-ভারতে ইহা পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের একটি অত্যাবশ্যকীয় স্থান। মান্দ্রাজ হইতে তথায় যাইবার দুইটি পথ। প্রথম মান্দ্রাজ হইতে ৭ মাইল দূরে ইষ্টকোষ্ট ক্যানালের পাপাঞ্চৌরি নামক ঘাটে বোট ভাড়া করিয়া, উক্ত ক্যানাল সাহায্যে ৩০ মাইল জলপথে যাইতে হয়। আমরা সমস্ত বোটটি ভাড়া লইয়াছিলাম ও যাতায়াতের ভাড়া ৭৲ টাকা দিয়াছিলাম। বোটে যাতায়াতে আরাম আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাটা খালটি সমুদ্র তীরের অনতি-দূরে সমভাবে গিয়াছে। ইহার জল অতিশয় লবণাক্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্বে ঝাউ গাছের উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ বেলা-ভূমিতে অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বলিয়া, সকলেই উহার আবাদ করিতেছে। ৭ হইতে ১০ বৎসর মধ্যে বৃক্ষগুলি এক-প্রকার বড় হইয়া যায়। তদনন্তর তাহা কাটিয়া উক্ত খাল দিয়া, বিক্রয়ার্থ মান্দ্রাজে পাঠান হইয়া থাকে।

খালের স্থানে স্থানে কাষ্ঠের ডিপোও দেখিলাম এবং যতগুলি বোঝাই বোট দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই কাষ্ঠবোঝাই হইয়া, মান্দ্রাজাভিমুখে আসিতেছে। এই খাল পুঁদিচারীর উত্তর ২০ মাইল দূরে ফরাসী সীমানার মরক্কানম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু নৌকা তেম্বাকম্ নামক স্থান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে।

মহাবলিপুর যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা। এস্, আই, রেল দিয়া চিঙ্গলপুত যাইয়া, ঝট্‌কা (শকট) যোগে ২০ মাইল যাইলে, তথায় পঁহুছান যায়। চিঙ্গলপুত হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ ৬ মাইল যাইলে, পর্ব্বতশিখরোপরি বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের পুণ্যক্ষেত্র। যাহারা কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদারাজস্বামী দর্শন করিয়া, চিঙ্গলপুতে আইসেন। তাঁহাদের অনেকেই বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর সন্দর্শনে যান। উহার অপর নাম শ্রীপক্ষীতীর্থ (তিরুবাড়ীকুণ্ডম্।) তথায় যাত্রী আসিলেই, প্রধান অর্চ্চক ভোগের নিমিত্ত টাকা লইয়া, ভোগ প্রস্তুত করাইয়া রাখে। মধ্যাহ্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ২।৩টি পাত্রে তৈল, ইটের জল ও পরিষ্কার জল রক্ষিত হয়। কাকাতুয়ার ন্যায় শুক্লবর্ণের দুইটি পক্ষী আসিয়া, তৈলপাত্রে মস্তক ডুবাইয়া, তৎপরে ইটের জলে মস্তক ধুইয়া, শুদ্ধজলে স্নান করে। অনন্তর, প্রধান অর্চ্চকের হস্তস্থিত পাত্রে ভোগান্ন তিন গ্রাস খাইয়া জল পান করিয়া, তিনবার দেবালয়ের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করে। পর দিবস আবার যথা সময়ে আইসে। প্রধান অর্চ্চক

আগন্তুক যাত্রীদিগকে কহিয়া দেয় যে উহারা রামেশ্বর তীর্থে গমন করিল; তথা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বারাণসী তীর্থে যাইয়া রাত্রি যাপন করিবে ও পুনরায় মধ্যাহ্নে স্নানাহারের নিমিত্ত এইখানে আসিবে। অতএব উহারা পক্ষী নহে পক্ষীরূপধারী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর, ভক্তবৃন্দকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ঐরূপ করিতেছেন। চারিযুগ ঐরূপ হইয়া আসিতেছে। সামান্য পক্ষী হইলে কি চারিযুগ অমর হইতে পারে? অজ্ঞান ভক্তবৃন্দ তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়া স্বয়ং কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া পক্ষিরূপধারী গৌরীশঙ্করকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব স্তুতি করিয়া মানব জন্মে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইল ভাবিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রধান অর্চ্চককে যথেষ্ঠ দান করিয়া থাকেন।*

স্মার্ত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবে সম্প্রীতি নাই, অর্চ্চক স্মার্ত্ত, আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ক্রটি করেন না। অনতিদূরে মহাবলিপুর পুণ্যক্ষেত্র হইলেও কখন কোনও যাত্রীকে তথায় যাইতে উপদেশ দেন না। অনেক যাত্রীরা পক্ষীতীর্থ হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মহাবলিপুরের বিষয় অবগত আছেন তাঁহারাই তথায় যাইয়া থাকেন। যে সকল পাশ্চাত্য পরিব্রাজ-

---

* কলিকাতা বাগ্‌বাজার নিবাসী শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু এই তীর্থে যাইয়া এই ঘটনাটী স্বয়ং সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ থিয়জফিষ্ট পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের পাচক গয়াপ্রসাদ পাঠকও ইহা সন্দর্শন করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিল।

কেরা শীত ঋতুতে এ প্রদেশ পরিভ্রমণে আইসেন, তাহাদের অনেকেই মহাবলিপুরের হিন্দু (আর্কিটেক্‌চুর‍্যাল) গৃহাদি-নির্ম্মাণ-বিষয়ক শিল্প-নৈনুণ্য কার্য্য সন্দর্শন করেন। যাঁহারা ভারতের পূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য সন্দর্শন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মহাবলিপুরে যাইয়া তাহা সন্দর্শন করিয়া সুখী হইবেন।

অতি প্রত্যুষে 'পাপনৃচৌবির' ঘাটে আসিয়া বোট্ ভাড়া করিয়া মহাবলিপুরের উদ্দেশে গমন করি। বোটে রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি করি। যাইতে যাইতে দুইদিকে বালুকারাশি ও ঝাউবৃক্ষ আবাদ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। বোট বেলা দুই ঘটিকার সময় মহাবলিপুরের ঘাটে আসিল। আমরা পদব্রজে পূর্ব্বাভিমুখে মহাবলিপুরের দিকে যাইতে যাইতে একটি ক্ষুদ্রমণ্ডপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে একটি সামান্য পাহাড়-শ্রেণিতে অসম্পূর্ণ মন্দিরত্রয় দেখিলাম। তিন খণ্ড পাহাড় কাটিয়া, মন্দিরাকৃতিতে পরিণিত হইয়াছে। তাহাদিগের মেজে থামালের উপর সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ, কিন্তু মূলস্থানে কোনও দেবতা দেখিলাম না। বোধ হয় সম্পূর্ণ হইলে, মূলস্থানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইত। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে যাইতে যাইতে রাস্তার দক্ষিণদিকে এক পর্ব্বতশ্রেণীর নীচে এক প্রশস্ত পুষ্করিণী ও পর্ব্বতের গায়ে পাথর কাটিয়া একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে দুইটি পরিষ্কার মনোহর মন্দির দেখিলাম। উভয় মন্দিরই

এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। তাহার প্রথমটিতে বিনায়কের মূর্ত্তি দেখিলাম। অপরটি মহাবলি চক্রবর্ত্তীর মণ্ডপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্ট-ভুজার মূর্ত্তি, বাম দেওয়ালে কূর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি ও সম্মুখ দেওয়ালে বহু দেব-দেবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের খনি দৃষ্ট হইল। তথা হইতে অগ্রসর হইয়া, পাহাড়ের গায়ে নানাবিধ ক্ষোদিত মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হইল। দীর্ঘে ৯ ফুট ঊর্দ্ধে ৪৩ ফুট, দুইটি বৃহৎ হস্তী, কয়েকটি সিংহ, অনেকগুলি দেবদেবী, গোপিকা, মারুতি ও সর্ব্ব মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-নাগ-নারীর (ঊর্দ্ধ-ভাগ নারী ও অধোভাগ সর্পাকৃতি) মূর্ত্তি, একপদে দণ্ডায়মান ঊর্দ্ধবাহু যোগী ইত্যাদি নানাবিধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একস্থানে পাহাড় কাটিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কিন্তু কোনটিতে মূর্ত্তি নাই। এই মণ্ডপের দক্ষিণভাগে অপর একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হইল। উহা কৃষ্ণ-মণ্ডপ নামে খ্যাত, উহার সম্মুখের স্তম্ভগুলি প্রস্তরে নির্ম্মিত। কিন্তু পশ্চাৎভাগের দেওয়াল পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত। উক্ত দেওয়ালে অনেকগুলি পৌরাণিক চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গোপ গোপিকা গাভী আশ্রয় লইয়াছে। আর এক স্থানে গোপ-বালক গাভীদোহন করিতেছে। এই মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে বর্ম্ম ও বর্ম্মের

পূর্ব্বদিকে শয়ান-বিষ্ণু মন্দির। একস্থানে দুইটি হনুমানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ইহারা পরস্পরের গায়ে উকুন দেখিতেছে, একটি বানর শাবক স্তনপান করিতেছে। এই পাহাড়টি দূর হইতে দেখিলে বৃহৎ মনুষ্যাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। কেহ বলেন উহা বলিরাজার মূর্ত্তি. পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা উহাকে জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পাহাড়ের স্থানে স্থানে ১৪টি গহ্বর দৃষ্ট হয়।

পুরাকালে পুণ্ডরীক ঋষি বহুদিবস ক্ষীরোদ তীরে আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাবিষ্ণু তাঁহার তপস্যার সন্তুষ্ট হইয়া, স্থলশয়ান মূর্ত্তিতে ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলম্বন করিয়া, স্থলশয়ান স্বামীর মন্দির বলিরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন দৃষ্টে অতি পুরাতন বলিয়া অনুমিত হইল। এই মন্দিরের তিনটি গোপুর আছে। পশ্চিমদিকের পর্ব্বতোপরিস্থ গোপুর অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। অপর দুইটি পূর্ব্বদিকে নির্ম্মিত আছে। সর্ব্ব পূর্ব্বদিকেরটি অসম্পূর্ণ ও অপরটি সম্পূর্ণ। ইহার শিল্পনৈপুণ্য কার্য্যগুলি দেখিয়া, অধিক দিবসের বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বদিকে উভয় গোপুরের মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। মন্দির মধ্যে মহাবিষ্ণু দর্শন করিয়া দেখিলাম, প্রস্তরোপরি কেবল বিষ্ণুমূর্ত্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর শেষপর্য্যঙ্ক দৃষ্ট হইল না। সেই জন্য ঐ মূর্ত্তি স্থল-শয়ান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মন্দিরের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে জমী পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ বর্ত্মের অপর পার্শ্বে ৭ ঘর শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের বাটী। তাঁহারাই মন্দিরের অর্চ্চক। তাঁহারা মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। উক্ত পতিত জমীর উত্তরদিকে শূদ্রাদিগের আবাসস্থান। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে উত্তরমুখে যে বর্ত্ম গিয়াছে, তাহার উত্তর সীমানায় স্তম্ভোপরি একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের গায়ে পৌরাণিকী দেবদেবী-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। উৎসবের সময় বিষ্ণুমূর্ত্তি এই মণ্ডপে বিশ্রাম করেন। মণ্ডপের শতহস্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে উচ্চ জমীখণ্ডের উপর হিন্দু-দেবদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও কৃষ্ণ পাথরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল।

মন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে সাগরে যাইবার পথের দক্ষিণভাগে গ্রেনাইট প্রস্তরে বাঁধান বৃহৎ পুষ্করিণী ও বামভাগে মণ্ডপ; এই পুষ্করিণীতে তেপ্পকুল উৎসব হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবালয়ের তেপ্পকুলের জলের ন্যায় ইহার জল দূষিত নহে, অধিকন্তু পানোপযোগী সুমিষ্ট, নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। মণ্ডপটি অতি পুরাতন, সংস্কারাভাবে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, উভয়ই অতি পুরাতন তাহার সন্দেহ নাই। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে যাইয়া সমুদ্রতীরে ভগ্ন শিবালয় দৃষ্ট হইল; ইহার অধিকাংশ বালুকায় চাপা পড়িয়াছিল, বালুরাশি সরাইয়া অনেক পরিমানে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গঠন প্রনালীদৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমন্দির

অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অনুমিত হইল। সামুদ্রিক হাওয়া প্রভাবে গ্রেনাইট প্রস্তরেও লোনা ধরিয়াছে মূলস্থানে কৃষ্ণপ্রস্তরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। পশ্চিমদিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থল-শয়ান মহাবিষ্ণু মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইল। এই মন্দিরের পূর্ব্বভাগে সাগরগর্ভে ভাটার সময় মন্দিরের কএকটি চূড়া অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী আছে যে, মন্দিরের পূর্ব্বভাগে বহুদূরে সমুদ্র ছিল, পূর্ব্ব-উত্তর মনসুনের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তীর ভূমি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। যে সকল প্রস্তরে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আশ-পাশের মৃত্তিকা ধুইয়া যাওয়াতে মন্দির বসিয়া গিয়াছে। মহাবলি চক্রবর্ত্তী নামে কোন মহারাজা এতৎ সমস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে এই স্থলে বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল। মহাবলি চক্রবর্ত্তী বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, মঠ ভাঙ্গিয়া হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাবলি চক্রবর্ত্তী কোন্ সময়ের লোক তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কেহ কহেন, তিনি চালুক্যবংশীয় মল্ল; অপরে কহেন, বিরোচন পুত্র বলিরাজ চক্রবর্ত্তী ও ইহাই তাহার রাজধানী। অতএব ইহার নাম মহাবলিপুর। আবার অপরে কহিয়া থাকেন, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিরাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন ও তপস্যান্তে ইহা নির্ম্মাণ করেন। কোন্‌টী সত্য আর কোন্‌টী অসত্য, তাহা স্থির করিবার উপায়

নাই। দেবালয় দৃষ্টে উহার বয়ঃক্রম ১২শত বৎসরেরও উপর বলিয়া বোধ হয়। তামিলেরা এই স্থানকে মহাবলিবরম্ কহিয়া থাকে। বরম্ অর্থে পুরম্।

অনন্তর, পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের পশ্চিমোত্তর ভাগে কোন পুরাতন ইমারতের ভিত্তি খনন দৃষ্ট হইল। এখানে বর্ষার সময় মধ্যে মধ্যে পুরাতন তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কৃষক আমাদিগকে দুইটি তাম্রমুদ্রা দিয়াছিল। উহাতে অস্পষ্ট অক্ষর রহিয়াছে। তৎপরে তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত গন্তব্য পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিয়া, লাইট হাউসের দিকে আসিলাম। পথিমধ্যে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। পর্ব্বতোপরি অসম্পূর্ণ হিন্দু-মন্দির ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া, লাইট হাউস নির্ম্মিত হইয়াছে ও উপরে উঠিবার জন্য, সিঁড়িও রহিয়াছে। যে পাহাড়ে লাইট হাউস তাহার অর্দ্ধ নিম্নদেশে পূর্ব্বগা কাটিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এই মণ্ডপের পশ্চিম দেওয়ালে ৩টী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে সকল প্রকোষ্ঠেই লিঙ্গ না থাকিলেও, দেওয়ালে পার্ব্বতী পরমেশ্বর ও নন্দীমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। মণ্ডপের দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্টভুজা সিংহারোহণে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত, অসুরের হস্তে গদা, দেবীর চতুর্দ্দিকে অন্যান্য দেবীরা ও অসুরের চতুর্দ্দিকে অপর অসুরগণ যুদ্ধবেশে পরস্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে অনন্ত পর্য্যঙ্কে বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার-

চতুর্দ্দিকে দেব ও ঋষিগণ তাঁহার স্তবে ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারে দ্বারপালমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

তদনন্তর, তথা হইতে দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধ মাইল দূরে যাইয়া ৫টী ছোট বড় রথ, একটি বৃহৎ হস্তী, একটি সিংহ ও একটি নন্দীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। উহার প্রত্যেকই এক এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত; রথগুলির গঠন অতি পরিপাটী নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, যেন ছাঁচে সমস্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের কারণিস্ ও উপরের সুচারু কার্য্য অতি পরিপাটি। ভারত খণ্ড যে এক সময়ে গৃহাদিনির্ম্মাণ-শাস্ত্রের (আর্কিটেক্চুর্য্যাল্) চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তাহা দেখিলেই স্পষ্টীকৃত হইবে। উত্তর দিকেরটি দীর্ঘ প্রস্থে ১১ ফুট ও উর্দ্ধে ২০ ফুট হইবে, ২য়টি দীর্ঘে ১৬ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুট ও উর্দ্ধে ২০ ফুট হইবে। ৩য়টি দীর্ঘে ৪২ ফুট প্রস্থে ২৫ ফুট ও উর্দ্ধে ২৫ ফুট হইবে, ইহা অশনিপাতে ফাটিয়া গিয়াছে ও ইহার ফাট দিয়া ভিতর হইতে সূর্য্যালোক দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কহে ভূমিকম্পে এইরূপ হইয়াছে। ৪র্থটি দীর্ঘে ২৭ ফুট প্রস্থে ২৫ ফুট ও উর্দ্ধে ৩৪ ফুট হইবে। ৫মটি কিয়দ্দূরে অর্জ্জুনের রথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উপরিভাগের কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যেরূপ বহির্দ্দেশের অবয়ব, প্রকোষ্ঠ সেরূপ নহে; কোনটি অসম্পূর্ণ অব-

স্থায় রহিয়াছে। দেব স্থাপনের নিদর্শন পাইলাম না। যে মহাত্মার সময়ে ও যাহার ব্যয়ে এই সকল নির্ম্মিত হইতেছিল বিগ্রহ স্থাপন কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া থাকিবেন। সংস্কৃত অনুশাসন পত্র ক্ষোদিত আছে, তাহার কোন-টিতে সময় নির্দ্দেশ না থাকায়, পুরাতন তত্ত্ববিদেরা অক্ষর সন্দর্শন করিয়া খৃঃ ৭ম শতাব্দির বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তদনন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লাইট হাইস্ পাহাড়ের নিকট দিয়া রথ্যার উপর পশ্চিমাভিমুখে অল্পদূর আসিলেই, একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হইল। উহার প্রাঙ্গণের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্বোত্তর মুখে আসিয়া রাস্তার উত্তর ভাগে পর্ব্বতো-পরি কয়েকটী মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া বৃহৎ পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে নূতন বিশ্রাম-ডাক-বাঙ্গলাও তাহার উদ্যান দেখিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার সময় সমস্ত ঘোর হইয়া আসিলে আমরা আমাদিগের পোতে আসিলাম। বাহকেরা আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া পর দিন-সাড়ে আট ঘটি-কার সময় পাপান্ চৌরিঘাটে নৌকা আনিয়া দিল।

তিরুবল্লুর।

১৮৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমরা চিঙ্গলপুর জেলার অন্তর্গত তিরুবল্লুর নামক মহাতীর্থ সন্দর্শনে যাই, উহা মান্দ্রাজ আরকোনম্ রেল লাইনের ধারে ও মান্দ্রাজ হইতে ২৬ মাইল দূরে। তিরুবল্লুরের নিকট যে রেলষ্টেশন তাহা 'ত্রিবেল্লুর' নামে কথিত; কারণ সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ রেলের তঞ্জাবুর নাগপত্তম লাইনের ধারে তিরুবল্লুর নামে আর একটি বিষ্ণুধাম রহিয়াছে, উহা মান্দ্রাজ হইতে রেলপথে ২৫১ মাইল ও তঞ্জাবুর জংসন হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ উভয় পুণ্যক্ষেত্র এক মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, একই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং উভয়ই বিষ্ণুধাম। চিঙ্গলপুত্ত তিরুবল্লুর রেল ষ্টেশন হইতে উত্তরদিকে ১॥০ মাইল দূরে 'হৃৎতাপ নাশিনী' নামক বৃহৎ তীর্থের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই তীর্থটি নবকোনবিশিষ্ট, উহার চতুর্দ্দিক গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপানে বাঁধান; উক্ত তীর্থের উত্তরদিকে রথ্যা, উহার উত্তরে দেবালয় প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে প্রস্তর স্তম্ভোপরি অনাবৃত মণ্ডপ। মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বারোপরি বৃহৎ গোপুর। ভিতরে দুইটি পৃথক পৃথক মন্দির ও উৎসব মণ্ডপ রহিয়াছে। একটিতে বীর-রাঘব-স্বামী, অপরটিতে

কনকবল্লী মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবের নাম বীর-রাঘব স্বামী হইলেও চতুর্হস্ত মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার নাভি হইতে কমলনাল বহির্গত হইয়াছে তদুপরিস্থিত একটি পদ্মের উপর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণু শালিগোত্রজ ঋষির মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিয়া অভয় দিতেছেন এবং বামহস্ত প্রসারণ করিয়া ব্রহ্মাকে জ্ঞানোপদেশ দিতেছেন, ইহার অপর দুইটী হস্তে শঙ্খ ও চক্র বিরাজমান রহিয়াছে।

দেবের উৎপত্তির বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, পুরাকালে শালিগোত্রজ মহর্ষি বহু দিবস হৃৎতাপ নাশিনীর তটে তপস্যা করিলে বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া উক্ত মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া, বরপ্রদানে সম্মত হইলে, ঋষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে মহাপাপীও যেন উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া হৃৎতাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। বিষ্ণু, 'তথাস্তু' কহিলেও ঋষির সন্দেহ থাকিলে বিষ্ণু ভক্তের সন্দেহ দূর করণোদ্দেশে তাঁহার মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া তদ্বিষয়ে সত্য করিয়াছিলেন। তখন হইতে উক্ত পুষ্করিণী 'হৃৎতাপ নাশিনী' নামে বিশ্রুত হইয়াছে, অদ্যাপিও লোকে দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া হৃৎতাপ হইতে নিস্তার পাইবার আশায় উহাতে সংকল্প পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া থাকে। যে স্থানে বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঋষিবর সেইস্থলে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মহাবিষ্ণুর সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন। দেবালয়টি বড়কলৈ শ্রীবৈষ্ণবদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কর্নূলের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'অহোবলম্' মঠের অধিপতি শ্রীনিবাসস্বামী এইস্থানে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীরঙ্গমাদি ধাম দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন।

কনকবল্লী মাতার বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী যে, দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষের পরে অযোধ্যায় রাজা হইয়া প্রজারঞ্জনব্রত পালনার্থ দূতমুখে সীতার চরিত্রাপবাদ জ্ঞাত হইয়া সীতাকে বনবাস দিবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ উদ্‌যাপনের সময় স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ সমাধা করেন; ইহা সেই মূর্ত্তির অনুরূপ।

মন্দিরটির গঠন পুরাতন, সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এই দেবালয়েও কুরুচির পরিচায়ক কুৎসিত চিত্রিত মূর্ত্তির অভাব নাই; এখানেও অনেকগুলি কুরুচির পরিচারক মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম।

দেবালয়ে প্রত্যহ চারিবার পূজা হইয়া থাকে প্রাতঃ-পূজায় ৵২৷৹ সের তণ্ডুলের অন্নভোগ, মধ্যাহ্ন পূজায় দধি দুগ্ধাদি ভোগ, অপরাহ্ণ পূজায় পায়স পিষ্টকাদি ভোগ এবং সায়াহ্ন পূজায় ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। প্রত্যহ ৷৷২ বাইসদের তণ্ডুলের অন্নপাক হইয়া থাকে। দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০০৲ টাকা আয়ের এক-খানি দেবত্তর গ্রাম আছে। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী অমাবস্যা ও শুক্ল প্রতিপদে দেব দেবীর দর্শন করিতে "দরজা-

উদ্ধি” নামে ৵০ এক আনার হিসাবে মাশুল দিতে হয় অন্ত দিবসে উহা দিতে হয় না, দেবের অষ্টোত্তরশত তুলসী ও দেবীর অষ্টোত্তরশত কুঙ্কুম অর্চ্চনা করাইতে দক্ষিণা হিসাবে ৵১০ আড়াই আনা দিতে হয়। প্রতি শুক্রবার কনকবল্লী মাতার প্রদক্ষিণ উৎসব অতি সমারোহে হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসবের সময় রামায়ণাদি পাঠ হইয়া থাকে।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নির্ম্মিত পুরাতন ত্রিপস্নোর দুর্গ ও পূর্ব্ব দক্ষিণ দশ মাইল দূরে শ্রীপরম্বদুর গ্রাম। ইহা শ্রীরামানুজাচার্য্যের জন্মস্থান এজন্য বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কোএম্বতোর।

১৮৯২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারিতে কোএম্বতোর সন্দর্শন করিতে আসিয়া, তথাকার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত অন্নস্বামী-রাও বিএ, বিএল, মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম। কোএম্বতোর শব্দ ‘কোবতুর’ শব্দের অপভ্রংশ। এপ্রদেশটি অতি পুরাতন। ইহার কিংবদন্তী এইরূপ যে, পঞ্চ-পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস কালে কোবতুর জঙ্গলে (এখন ইহাকে ‘মুত্তু পলয়মের’ জঙ্গল কহে) কিয়ৎকাল আশ্রয় ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কোএম্বতোর ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত 'ধারাপুর' পুরাতন 'বিরাটপুর' বলিয়া কথিত আছে। ইহাতেই পাণ্ডবেরা এক বৎসর গুপ্ত-বাস করিয়াছিলেন। 'কোল্লেগাল' নামক পাহাড়ে ও জঙ্গলে তাঁহারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া অপর আর একটী কিংবদন্তী আছে। এপ্রদেশে সর্ব্বত্রই প্রস্তরের পুরাতন সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা 'পাণ্ডবকুলি' নামে খ্যাত। ঐরূপ প্রস্তর সমাধি দক্ষিণ অরুবাদূর অন্তর্গত 'হরিকাণ্ড-নেল্লুরের' নিকটে বালিবাজার ছাউনি নামে বিখ্যাত।

সুপ্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা টলোমি ১১০ খৃঃ চের রাজপুত্রের রাজধানীকে 'করুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে তৎসময়ে চের-রাজারা দক্ষিণ প্রদেশে প্রবল ও প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। চের-রাজদিগের এক বংশ কোএম্বতোর প্রদেশের 'করুর' নামক স্থানে থকিয়া, স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। ৮৭৮ খৃঃ চোলবংশীয় রাজারা 'চের-রাজবংশ' নষ্ট করিয়া, 'করুর্' 'কঙ্গু' 'কর্ণাট' ও 'তলকাদ' অধিকার করিয়া, দুই শতাব্দী কাল তাহা শাসন করেন। ১০৮০ খৃঃ বল্লালবংশীয় বিনয়াদিত্য 'কর্ণাট' অধিকার করেন ও তাঁহার পুত্র বল্লাল রায় 'কঙ্গু' 'কবেতুর' 'চেরম্' (বর্ত্তমান সলম্) 'অনেমল্' অধিকার করেন এবং 'তলকাদে' থাকিয়া, তৎসমস্ত শাসন করেন। ১৩৪৪ খৃঃ হাম্পির অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজা হরিহর রায়ালু এপ্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া

লয়েন, তদবধি উহা তাহাদিগের অধিকারে থাকে। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে, উহা মধুরার অধীনে আইসে। ১৫০৯ শকাব্দের একটি তাম্রশাসনে উহাই প্রতীয়মান হইতেছে। ১৬২৩ হইতে ১৬৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে মহিসুর-রাজ চিক্কদেব 'কোএম্বতোর' 'করুর্' 'ইরোৎ' 'ধারাপুরম্' অধিকার করিয়া লয়েন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোএম্বতোর মহিশুর রাজ্যাভিভুক্ত থাকিয়া, পরে ব্রিটীশ-শাসনে আসিয়াছে।

সহর কোএম্বতোর তন্নামক ডিষ্ট্রীক্ট ও তালুকের প্রধান নগর, মান্দ্রাজ রেলওয়ের সাউথ ওয়েষ্ট লাইনের "পোদ্নুরমুত্ত পালেয়ম্" শাখা লাইনের কোএম্বতোর একটি ষ্টেশন, ইহা পোদনুর জংশন হইতে ৪মাইল মাত্র। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাহাতে সহরের রাস্তাগুলি ভাল পরিষ্কার থাকে। বাটীগুলি অধিকাংশ ইষ্টক নির্ম্মিত ও কুন্তলাচ্ছাদিত। সমুদ্র-সমতল হইতে ১৩৪৮ ফুট উচ্চ বলিয়া, আব হাওয়া স্বাস্থ্যকর ও গ্রীষ্মকালে ইহার উত্তাপ কষ্টকর হয় না। জল অতি উত্তম বলিয়া লোক্যাল্ য়্যাড্‌মিনিষ্টেশনের হেড্ কোয়াটার্ হইয়াছে। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট কলেক্টর ও ডিষ্ট্রীক্ট জজের কাছারি। চতুর্থ সার্কেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুলিস্ বিভাগের ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল ও ডিঃ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, বনবিভাগের ডিঃ কন্‌জারভেটর, জেলার সার্জ্জন লোক্যাল্ ফণ্ড ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ

আফিস্ আদি সমস্তই আছে। এখনকার সেণ্ট্রাল জেলে ১২২১জন কারাবাসীর স্থান আছে এবং একটি সব্ জেলও আছে। মিউনিসিপ্যাল ডাক্তারখানায় অনেক-গুলি লোক সুচিকিৎসা পাইয়া থাকে, খৃষ্টানদিগের তিন সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বিদ্যমান আছে। এখানে রোমান ক্যাথলিকদিগের বিশপ্ থাকেন। এই স্থানে কফি প্রস্তুতের দুইটি কারখানা আছে। একটি মেসার্স ষ্টেনস্ এণ্ড কোং অপর মেসার্স পিয়ার্স্ লেস্‌লি এণ্ড কোং তন্মধ্যে মেসার্স ষ্টেনস্ এণ্ড কোংর কারখানা উৎকৃষ্ট, তাহাতে ৪০০ শত লোক কার্য্য করিতেছে। এখানে একটি সুতা প্রস্তুতের কল ও দুইটি তুলার গাইট বাঁধা কল আছে। নূতন টাউনহল গৃহ আট হাজার পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে ও নূতন নেটিভ ক্লব্ বাটী ৩০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; উক্ত নেটিভ ক্লবে লংটেনিস্ খেলিবার ও সংবাদপত্র পাঠ করিবার বন্দোবস্ত থাকায়, দেশীয় কৃতবিদ্য সকলেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিয়া, সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। টাউন-হল-কম্পাউণ্ডে আর একটি সংবাদ-পত্র পাঠ করিবার ক্লব আছে। তথায়ও অনেকে উপস্থিত হইয়া, সংবাদপত্র পাঠে ও মিষ্টালাপে প্রাতঃ-কাল ও সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যাল বাজার নিতান্ত মন্দ নহে। মিউনিসি-প্যাল শাখা ডাক্তারখানা সহরের মধ্যস্থলে বলিয়া অনেকেই তথা হইতে ঔষধ পাইয়া থাকেন। জোসেফ্

কোং'র ঔষধের দোকানে সর্ব্ব প্রকার ইংরাজী ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। কো-অপারেটিভ্ ষ্টোরে সর্ব্ব-প্রকার বিলাতী দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে একটি প্রাইভেট্ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, হাই-স্কুল, লণ্ডন মিশন স্কুল, রোমান্ ক্যাথলিক স্কুল নরমাল স্কুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় থাকায়, বালক বালিকা-দিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের পবলিক ডাক-বাঙ্গালা ও হিন্দুদিগের 'রঙ্গাপ্পারাও' ছত্রে আগন্তুকেরা স্থান পাইয়া থাকেন।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে 'পেরুর' নামক স্থানে 'মেলচিদম্বর' নামে পুরাতন প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থ। লোকে কহিয়া থাকে, দেবের এতদূর প্রভাব যে, টিপু-সুল-তানেরও দেব-সম্পত্তি বা দেবালয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই। মূল-মন্দির চের-রাজদিগের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদিগের কৃত সাতটি মন্দিরের অন্যতম। (অপর মন্দিরগুলির বিষয় পরে প্রদত্ত হইবে।)

অপরাহ্ণে আমরা মেল-চিদম্বরম্ সন্দর্শনে যাইয়া, রাস্তায় দুইটি মঠ দেখিলাম। একটি শৈবদিগের সন্ন্যাসী মঠ নামে বিখ্যাত। অপরটি লিঙ্গায়ৎদিগের স্কন্দলিঙ্গ-স্বামী মঠ নামে প্রসিদ্ধ। উভয়ই সামান্য মঠ বলিয়া প্রতীতি হইল। পেরুরে উপস্থিত হইয়া, বাঁধাপুষ্করিণী ও তাহার শতহস্ত পশ্চিমদিকে মন্দির, প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর ও উভয়ের মধ্যস্থলে গ্রে-প্রস্তরের

বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ দৃষ্ট হইল। উহার শিল্পকার্য্য অতি পরিপাটী। স্তম্ভের নিম্নদেশের পশ্চিম গায়ে একটি গাভীর স্তন হইতে লিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে। দক্ষিণ গায়ে ত্রিশূলাকৃতি, পূর্ব্ব গায়ে বিনায়ক মূর্ত্তি ও উত্তর গায়ে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সুন্দরদেব উক্ত মূর্ত্তিতে জ্যৈষ্ঠমাসে ভূমি খনন করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত মাসে তাঁহার উৎসব হইয়া থাকে। ধ্বজস্তম্ভ বেষ্টন করিয়া, চারিটি স্তম্ভের উপর একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। তদনন্তর গোপুরের ভিতর দিয়া, বহিঃপ্রাকার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারাভ্যন্তরে যাইয়া, প্রথমে গ্রে-প্রস্তরে নির্ম্মিত কনক সভা মণ্ডপ দেখিলাম। ইহার যে কয়েকটি স্তম্ভ আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে পৌরাণিকী ভাস্কর-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বহির্ভাগে অনেকগুলি স্তম্ভ দেখিলাম, উহা সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ নির্ম্মাণের জন্য সংগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু, কোন কারণবশতঃ উহা পূর্ণ হয় নাই। ঐ সকল স্তম্ভের কার্য্য একই রূপ হইলেও, অতি পরিপাটী। নটরাজার গৃহটীর কারুকার্য্য অতি সুন্দর, তথায় দেবের নটমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। উহা দশভুজ একপাদে নটবেশে দণ্ডায়মান। তদনন্তর, মূল মন্দির সন্দর্শন করি, উহা মরকত নীল রঙের প্রস্তরে নির্ম্মিত ও তাহার বহির্দ্দেশে চারিদিকেই নানা অনুশাসন পত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে দুইটি মণ্ডপ; মূলের নিকটস্থ মণ্ডপটি পুরাতন হইলেও, তাহার জীর্ণ

সংস্কার হইয়া যাওয়ায় নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্মুখের দ্বিতীয় মণ্ডপ ১৮৮৩ অব্দে দেবস্থানের ইন্‌স্পেক্টর স্কন্দস্বামী মুদেলিয়ারের যত্নে পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপের স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী বাঁধান কূপ; উহা সিংহতীর্থ নামে অভিহিত ও তাহার জলে দেবের অভিষেকাদি কার্য্য হইয়া থাকে। এই দেব 'মেল' অর্থাৎ পশ্চিম চিদম্বর নামে অভিহিত হইলেও, মহাদেব লিঙ্গরূপী চিদাকাশরূপী নহেন।

দেবীর মন্দির পৃথক্ অবস্থিত। ইহার মূলস্থান (যে স্থানে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে) পুরাতন। সম্মুখের মণ্ডপ ১৮৮৩ খৃঃ নির্ম্মিত। দেবীর নাম 'মরকতবল্লী' অথবা 'মরকত-অম্মা'। প্রত্যহ দেবের ছয়বার অভিষেক-কার্য্য হইয়া থাকে। দ্বাদশ মাসের বিশেষ উৎসব যথা;—অগ্রহায়ণ মাসে দশদিবসব্যাপী উৎসব হয়। ইহার শেষ স্নান আর্দ্রা নক্ষত্রে হইয়া থাকে। পুষ্যামাসে পুষ্যা নক্ষত্রে রথোৎসব হয়। মাঘমাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে উৎসব হয়। ফাল্গুনমাসে একাদশ দিবসব্যাপী ব্রহ্মোৎসব শুক্ল পঞ্চমীতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ণিমায় শেষ হয়। চৈত্রমাসে পূর্ণিমাতে এক দিবস উৎসব হইয়া থাকে। বৈশাখে দশদিনব্যাপী বসন্ত উৎসব শুক্ল ষষ্ঠীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে সুন্দর মূর্ত্তির দশদিনব্যাপী রূপোৎসব হইয়া উত্তরফল্গুনীতে শেষ হয়। আষাঢ় মাসে পূর্ব্ব-

ফল্গুণীতে দেবীর নদী স্নান উৎসব হইয়া থাকে, শ্রাবণ মাসে মূলানক্ষত্রে দেবের নদী স্নানোৎসব। ভাদ্রমাসে অসুর-সংহার উৎসব। আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসব ও কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে দীপালোক উৎসব হইয়া থাকে।

এ প্রদেশে এই মন্দিরটি প্রসিদ্ধ, ফারগোসন্ সাহেব ইহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ইয়োরোপ পরিব্রাজক ও প্রদেশীয় গবর্ণর হইতে অধস্তন কর্ম্মচারীরা কোএম্ব-তোরে পদার্পণ করিলেই 'মেলচিদম্বর' না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চেররাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাতটি শৈব মন্দিরের মধ্যে এইটি অন্যতম মন্দির, অতএব অপর ছয়টির নাম সকলেই জানিতে ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া এস্থলে প্রদত্ত হইল।

২য়। ভবানীসহরে কাবেরী ভবানী সঙ্গমের মধ্য-স্থলে 'সঙ্গমেশ্বর স্বামী'র প্রসিদ্ধ মন্দির।

৩য়। করুর সহরে 'পশুপতীশ্বর' স্বামীর দেবালয়। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে কোন গাভী বল্মীকির উপর দাঁড়াইত ও তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত। গাভীর স্বামী দুগ্ধ না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। এক দিবস উক্ত গাভীকে বল্মীকোপরি দাঁড়াইতে ও তাহার দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, অকস্মাৎ যষ্টি দ্বারা গাভীকে তাড়না করিলে, গাভী আঘাতে চমকিয়া সরিয়া যায়। তাহার ক্ষুরাঘাতে

বাল্মীক ভগ্ন হইলে, তাহার মধ্যে ক্ষুরাঙ্কিত লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। তদনন্তর সেই অনাদিলিঙ্গের উপর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪র্থ। 'পলনদ্' তালুকের অন্তর্গত 'পাপনাশী স্বামীর' মন্দির।

৫ম। 'ইরোড্' তালুকের অন্তর্গত 'কোদমুড়ির' মন্দির।

৬ষ্ঠ। 'বেঞ্জ মঙ্গুদলুর' মন্দির।

৭। 'তিরু-মুরু-গোম্পুণ্ডির' মন্দির।

আমরা অম্নস্বামীরাও মহাশয়ের যত্নে মেলচিদম্বরের দর্শন, পূজা ও কোএম্বতোরের সমস্ত অফিস্ বাটী, স্কুল-বাটী, টাউনহল ক্লব, হাঁসপাতাল ও কফির কারখানা সন্দর্শন করিয়াছিলাম।

ত্রিচুর।

আমরা ১৮৯২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারিতে কোএম্বতোর হইতে ত্রিচুর যাত্রা করি। ত্রিচুর যাইতে হইলে, মান্দ্রাজ রেলওয়ের সাউথওয়েষ্ট লাইনের 'শোরনুর' ষ্টেশনে নামিয়া ২৬ মাইল গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। ষ্টেশন্

হইতে পাকারাস্তায় যাইয়া, পশ্চিমমুখে পালঘাট নামক নদী পার হইতে হয়। এই নদী কোচিন ও ব্রিটীশ রাজ্যের সীমানা। অতএব নদীর উপর যে লৌহসেতু আছে, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও অপর অর্দ্ধাংশ কোচিন গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নদী পার হইবামাত্র রাস্তার বামভাগে একটী প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে কোচিন রাজের বিশ্রাম প্রাসাদ। ত্রিচুর হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা এই প্রাসাদে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। ইহা এক দ্বিতল বাটী, রাজোচিত আসবাবে সুসজ্জিত। বাটীটি নদীর তিরোপরি হইলেও প্রাঙ্গণ হইতে নদীতে নামিবার কোন ঘাট নাই। কিন্তু এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের পশ্চাৎ ভাগে ও নদী তীরে রাজাদিগের অন্নছত্র বাটীর সম্মুখে পাকা ঘাট আছে। উক্ত ছত্রে ব্রাহ্মণেরাই অন্ন পাইয়া থাকেন। অনেক ব্রাহ্মণে সিদা (আহার্য্য দ্রব্য) লইয়া স্বয়ং পাক করিয়া আহার করে। প্রাসাদের দক্ষিণদিকে নদীর ধারে পুরাতন প্রাসাদ বাটীতে ওভার্শিয়ার ও রেভেনিউ ইনস্‌পেক্টরের আবাস স্থান হইয়াছে। শোরনুর গ্রামের ভিতর রাস্তার উপর ভট্টর ব্রাহ্মণ ক্লব স্থাপন করিয়াছে। তথায় প্রত্যেকে ২ আনা হইতে ৪ আনা দিলে প্রস্তুতান্ন পাইয়া থাকে। আমরা গমন কালে উক্ত ক্লবে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। উক্ত দিবস রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় ত্রিচুরে পৌঁছি। তথাকার দাওয়ানপেস্কার শ্রীযুক্ত শঙ্কর-আইয়া মহাশয় আমাদিগের আসিবার সংবাদ

পূর্ব্বে পাইয়া আমাদিগের থাকিবার বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সেই বাটীতে রাত্রিযাপন করি।

ত্রিচুর, কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ত্রিচুর ডিষ্ট্রীক্টের হেড্ কোয়ার্টর। ইহা উত্তর ১০।৩২ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৬।১৫ দ্রাঘিমায় স্থিত। ইহা অতি পুরাতন সহর। পরশুরাম স্বয়ং ত্রিচুরে থাকিয়া, শিবালয় স্থাপন করেন ও এই স্থানকে তিরু-শিব-পুর নামে অভিহিত করেন। ত্রিচুরের অপর কথা বলিবার পূর্ব্বে, পরশুরাম হইতে 'কেরল্' উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। কেরল উৎপত্তি নামক সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ধরিত্রীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করণানন্তর বিশ্বামিত্র ঋষির পরামর্শে বৃহৎ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে কশ্যপকে ধরিত্রী দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। তখন ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে ধরিত্রী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে পরশুরাম ঋষিগণের কুহক বুঝিয়া এবং আপন সত্য পালন করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া, সুব্রহ্মণ্য স্বামীর শরণাপন্ন হয়েন। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বরুণদেবের আশ্রয় লইতে আদেশ করেন।

পরশুরাম তাঁহার আদেশে কন্যাকুমারীতে যাইয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত বরুণদেবের উগ্র তপস্যা করিলে, জলদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে 'তিনি যতদূর পর্য্যন্ত আপন পরশু নিক্ষেপ করিবেন, তাহার বাসস্থানের জন্য ততদূর সমুদ্র গর্ভ

প্রদান করিবেন। পরন্তু রাম কন্যাকুমারীতে থাকিয়া সজোরে উত্তরদিকে পরশু নিক্ষেপ করিলে তাহা 'দক্ষিণ কেনারার' অন্তর্গত 'গোকর্ণে' পতিত হয়। বরুণ-দেবও কন্যাকুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত একখণ্ড ভূভাগ সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরশুরামকে প্রদান করেন; সেই ভূখণ্ড 'কেরল' নামে প্রসিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান, 'ত্রিবঙ্কুল' 'কোচিন' ও 'মালেবার' কেরলের অন্তর্গত, উক্ত ভূখণ্ড পরশুরামের তপোবলে সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া পরশুরাম-ক্ষেত্র নামে বিশ্রুত হইয়াছে। তিনি মলবর পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্বভাগ 'চেরমণ্ডল' হইতে প্রজা আনাইয়া স্বক্ষেত্রে বাস করান ও উহাকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করেন; কিন্তু, তাহারা সর্পভয়ে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। পরশুরাম পুনরায় কৃষ্ণানদীর তীর হইতে ৬৪ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া 'কেরলকে' ৬৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ এক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন ও তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য নার্য্য* নামে শূদ্রজাতি আনাইয়া প্রত্যেক গ্রামে বাস করান। যাহাতে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের আচার ভ্রষ্ট করিয়া দেন। কেরল বাসিরা পুরশ্চূড় অর্থাৎ পুরুষ মস্তকের পুরোভাগে শিখা রাখে। যোষিৎগণ পুরোভাগে ঝুটী বাঁধে।

---

* নার্য্য হইতে নায়ীয়র তাহা হইতে নেয়ার শব্দ অপভ্রংশ হইয়াছে।

কেরল ব্রাহ্মণগণ নম্বুত্তিরী (নম্বু—বেদ+তিরী—বেত্তা.) অর্থাৎ বেদবেত্তা নামে অভিহিত। উহাদিগের আবাসভূমিকে 'মন' অথবা 'ইল্লোম' কহে। উহাদিগের বাটী মধ্যস্থলে হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণ অতি বৃহৎ, তাহার একাংশ নাগকে অর্পিত হয়। অপর দিকে গৃহ-শ্মশান দাহভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে। যোষিৎগণকে 'অন্তর্জ্জনা' অথবা 'অকতমার' কহে। উহারা মোটা বস্ত্র পরিধান করে। উহাদের আভরণ, হস্তে পিত্তল বলয়, গলায় স্বর্ণ কণ্ঠহার, কাণে ইয়ারিং মাত্র। কদাচ নাক বিধায় না, কপালে কুঙ্কুম লাগায় না, ললাটে চন্দনের তিলক এবং নেত্রে আকর্ণ পর্য্যন্ত কজ্জল পরিয়া থাকে। প্রত্যেক অন্তর্জ্জনার একটী দাসী থাকে, তাহাদিগকে 'বৃষলী' বা 'পিন্নত্তী' কহে। যখন অন্তর্জ্জনা বহির্দ্দেশে আইসে, তৎকালে তাহারা অপর একখণ্ড বস্ত্রে গাত্রাবরণ ও তালপত্রের ছাতা দিয়া, অপরের দৃষ্টি হইতে আপন মুখ রক্ষা করে এবং বৃষলী অগ্রে অগ্রে আসিতে থাকে।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা ৬৪ প্রকার আচার পালন করিয়া থাকে। তাহার তালিকা, যথা।—

১। মার্জ্জনী কাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করিবে না।

২। পরিধান বহির্বস্ত্র খুলিয়া স্নান করিবে না।

৩। বহির্বাসে গাত্র মার্জ্জনা করিবে না।

৪। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিবে না।

৫। স্নান করিবার পূর্ব্বে রন্ধন করিবে না।

৬। পূর্ব্ব রাত্রির উদ্বৃত্ত জল ব্যবহার করিবে না।

৭। স্নানের সময় চিন্তা করিবে না।

৮। কোন বিশেষ উদ্দেশে জল আনিয়া অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করিবে না।

৯। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্পর্শ করিলে স্নান করিবে।

১০। অস্পর্শীয় জাতি সন্নিকটে আসিলে স্নান করিবে।

১১। পতিত জাতির স্পৃষ্ট কুপ বা সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে।

১২। যে স্থানে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে, তথায় জল না দিলে, সে স্থানে পা দিবে না।

১৩। স্বমতের চিহ্ন কপালে ধারণ করিবে।

১৪। যাদু বা তুক্ করিবে না।

১৫। পূর্ব্ব দিবসের অন্ন ত্যাগ করিবে।

১৬। সন্তান-ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

১৭। শিবোপাসক কদাপি শিব-প্রসাদ ত্যাগ করিবে না।

১৮। হস্ত দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিবে না।

১৯। মাহিষ ঘৃতে হোম করিবে না।

২০। বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়ায় মাহিষ ঘৃত ব্যবহার করিবে না।

২১। সম্প্রদায় নিয়মে আহার করিবে।

২২। পতিত জাতির স্পর্শাদিজনিত অবস্থায় পান করিবে না।

২৩। পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

২৪। গুরুদক্ষিণা যথাশক্তি দিবে।

২৫। রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়া বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না।

২৬। কন্যা বিক্রয় করিবে না।

২৭। ব্রত লইয়া উদ্‌যাপন করিবে।

২৮। রজস্বলাকে পৃথক্ থাকিতে হইবে না।

২৯। ব্রাহ্মণে সূতা কাটিবে না।

৩০। ব্রাহ্মণে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে না।

৩১। ব্রাহ্মণে শূদ্রের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিবে না।

৩২। পিতা, পিতামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহী মাতামহীদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য ও পিতৃব্যাদিগের উদ্দেশে শাস্ত্রানুসারে পিণ্ড দিবে।

৩৩। অমাবস্যায় বাৎসরিক কার্য্য শেষ করিবেনা।

৩৪। সংবৎসর গত হইলে সপিণ্ড দান করিবে।

৩৫। নক্ষত্রানুসারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে। তিথি অনুসারে নহে।

৩৬। জাতাশৌচান্তে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৭। দত্তক স্বপিতা ও গৃহিত পিতার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে বাধ্য।

৩৮। মৃতকে আপন ইল্লোমের প্রাঙ্গণে দাহ করিবে।

৩৯। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোষিৎগণের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না।

৪০। সদা পরজন্মের জন্য কামনা করিবে না।

৪১। পিতা সন্ন্যাসী লইলে পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করিবে না।

৪২। অন্তর্জ্জনা পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে না। ভ্রষ্টা হইলে রাজ-সঙ্ঘটিত জুরি কর্ত্তৃক বিচারিত হইবে। এতদ্বিষয় পরে বলা যাইবে।

৪৩। অন্তর্জ্জনা আপন আপন তালপত্রের ছত্র এবং বৃষলী না লইয়া অন্যত্র গমন করিবে না।

৪৪। যোষিৎগণ নাক বিধাইবে না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণ পিত্তল বলয়, রজত ইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর আভরণ ধারণ করিবে না। অপর যোষিৎগণ হস্তে, কণ্ঠে ও মস্তকে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে।

৪৫। ব্রাহ্মণ মাদক দ্রব্য সেবন করিলে সমাজচ্যুত হইবে।

৪৬। ব্রাহ্মণ বিবাহিতা অন্তর্জ্জনাতে গমন করিবে, অন্য অন্তর্জ্জনাতে গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। এতদ্বিষয়ও পরে বলা যাইবে।

৪৭। শূদ্র দেবতা স্পর্শ করিবে না।

৪৮। এক দ্রব্য কোন দেবকে অর্পণ করিয়া, পুনরায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না।

৪৯। বিবাহাদি কার্য্যে হোম করিবে।

৫০। ভট্টর-ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে থাকিয়া, অন্য স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ বা অভিবাদন করিবে

না। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কখনই অভিবাদন করিবে না।

৫১। পুরুষ এবং যোষিৎগণ শুভ্রবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে। যোষিৎদিগের অন্তর ও বহির্ব্বাস থাকিবে, অন্তর্ব্বাস পঞ্চহস্ত-পরিমিত ও তদ্দ্বারা হিন্দুস্থানী পুরুষের ন্যায় কাছা দিবে, বহির্ব্বাস সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোটিদেশে বাঁধিবে। পুরুষের অন্তর্ব্বাস কৌপীন ও বহির্ব্বাস সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোটিদেশে বন্ধন করিবে।

৫২। ব্রাহ্মণে গোমেধ করিবে না।

৫৩। একজন ব্রাহ্মণে শিব ও বিষ্ণুর উভয় দেবের পূজা করিবে না। হয় শিবোপাসক, নচেৎ বিষ্ণু-উপাসক হইবে।

৫৪। বিবাহিত ব্রাহ্মণ একটিমাত্র গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। ভট্টর-ব্রাহ্মণে অন্ততঃ দুইটি গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে।

৫৫। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্ত্রবিধানে পাণিগ্রহণ করিবে।

৫৬। ব্রাহ্মণের অপর পুত্রেরা বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদনান্তর নার্য্যার যোষিৎকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে গ্রহণ করিবে। এতদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

৫৭। মৃতের উদ্দেশে পক্কান্ন পিণ্ড প্রদত্ত হইবে।

৫৮। বিধবা অন্তর্জ্জনা মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ব্রহ্মচারিণী হইবে।

৫৯। সতীদাহ নিষিদ্ধ।

৬০। সকলে পুরশ্চূড় হইবে।

৬১। যাহারা 'ইল্লোম' 'মন' বা 'তারবদ্' সম্পত্তির বিভাগ চাহিবে, তাহারা সমাজচ্যুত হইবে।

৬২। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গমের পর হইবে। নার্য্য ও ক্ষত্রিয় জাতির তালিবন্ধক্রিয়া পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে হইবে। পরে, প্রাপ্ত-যৌবনে গন্ধর্ব্ববিধানে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিবে। এতদ্বিষয় পরে বলা হইবে।

৬৩। নার্য্যারমণী অন্তজ্জনাকে প্রসবাবস্থায় শুশ্রূষা করিবে ও অন্নাদি দিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা প্রসবাবস্থায় নার্য্যান্ন আহার করিয়া পতিতা হইবে না।

৬৪। নম্বুতিরী ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন আহারের পর ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে, ভট্টর ব্রাহ্মণ তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া থাকে।

নম্বুত্তিরীরা অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, শাস্ত্রবিধানে প্রাতঃশৌচাদি সমাপনান্তে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান করিয়া, নগ্নগাত্রে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে গমনপূর্ব্বক আহ্নিকাদি সমাপন করেন এবং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেদাদি পাঠে অতিবাহিত করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহার করেন। পরে অপরাহ্নে সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তৈল মর্দ্দন ও স্নান করিয়া, পুনরায় দেবালয়ে যাইয়া, সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদাদি পাঠে ৯টা পর্য্যন্ত রত থাকিয়া, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় ও পরে আহার

করিয়া শয়ন করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইহাঁরা হিন্দু-রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ ইংরাজের অধীনে চাকরী করেন নাই।

নম্বুত্তিরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই বেদাচার্য্য বন্ধনের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে ও শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ব্রত পালন করিয়া থাকে। বেদাচার্য্য শিষ্যের মস্তক হস্তে ধরিয়া, ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে থাকে। শিষ্যও তালে তালে স্বরের সহিত বেদ অভ্যাস করিতে থাকে।

কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই দার পরিগ্রহ করে বলিয়া, অনেক নম্বুত্তিরী কন্যা অবিবাহিতা থাকে ও তজ্জন্য বহু বিবাহের প্রথা চলিত আছে। কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গম হইবার পরে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যাহারা পুষ্পবতী হইবার পর অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গলে তদবস্থায় কোন ব্রাহ্মণ তালি নামক মঙ্গল-সূত্র শাস্ত্রবিধানে বাঁধিয়া দিলে, মৃতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইতে পারে। কন্যার বিবাহে পিতাকে বহুল ব্যয় বহন করিতে হয়, প্রথম ভাবি দম্পতির কোষ্ঠি গণনায় মিল হইলে, যৌতুকের মূল্য কমবেশী দুই হাজার টাকা স্থির হয়। উক্ত কার্য্য কন্যার 'ইল্লোমে' সমারোহে সম্পাদন হইয়া থাকে। তৎকালে উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধবেরা আমন্ত্রিত হইয়া

উপস্থিত থাকে। বরকর্ত্তা আপন পুত্রের জন্য কন্যা-কর্ত্তার নিকট কন্যার করপার্থী হয়, কন্যাকর্ত্তা বাক্‌দান করিলে, পরিণয়ের শুভদিন স্থির হয়। বর শুভদিনে শুভক্ষণে হস্তে মঙ্গলসূত্র ধারণ করিয়া বংশদণ্ড লইয়া নার্য্যজাতি-দেহরক্ষকে পরিবৃত হইয়া কন্যার 'ইল্লোমে আইসে। নার্য্যজাতি-যোষিৎগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণীর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া ইল্লোমের সন্নিকটে থাকিয়া বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক আনয়ন করে, আলো দ্বারা আরোত্তি করিয়া 'অষ্টমাঙ্গল্যম্' নামে অষ্টবিধ তুক্ করিতে থাকে। তদনন্তর বর ও কন্যা পৃথক পৃথক কক্ষে নীত হয় ও সেই কক্ষে চর্ব্ব্যচোষ্য আহার করে, উক্ত আহার্য্যকে 'অয়-নিভন' কহে। তদনন্তর বর বংশদণ্ড গ্রহণ করে, কন্যা দর্পণ ও তীর হস্তে গ্রহণ করে। তদনন্তর কন্যার পিতা বরের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে, কোন নার্য্যা যুবতী কন্যার মাতার সদৃশা হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক ধীরে ধীরে দোলাইতে থাকে। পরে বর বিবাহ সভায় আগমন করে, ঐ সভার একদেশে একটি পর্দ্দা থাকে। উক্ত পর্দ্দায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার পশ্চাতে অন্তর্জ্জনা ও ধনী নার্য্য-যোষিৎগণ থাকিয়া সমস্বরে তালে তালে বৈকুর (পক্ষী বিশেষ) ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। এদিকে কন্যা বরের সম্মুখে আসিয়া বরের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার গলদেশে মাল্য প্রদানপূর্ব্বক বরণ করে। তদনন্তর বরকন্যা পর-স্পরে শুভদৃষ্টি করিতে থাকে। তৎকালে বেদমন্ত্রো-

চ্চারিত হইতে থাকে। কন্যার পিতা বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যৌতুক্ সহিত কন্যাকে বরের হস্তে সম্প্রদান করিলে, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তাহাতে 'উদকে পূর্ব্বং' নামক ক্রিয়া শেষ হয়। তদনন্তর বরকন্যা সপ্তপদ গমনানন্তর উপবেশন করিয়া হোম কার্য্য শেষ করেন। তখন পিতা কন্যাকে ভর্ত্তার সহধর্ম্মিণী হইয়া গৃহাশ্রমের সহায়তা করিতে উপদেশ দেন, অনন্তর, জামাতাকে কহেন এই কন্যাকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণী ভাবিও ও যত্ন করিও। তদনন্তর বর কন্যাকে লইয়া আপন 'ইল্লোমে' আইসে; কন্যা অন্তর্জনা কর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়া গৃহকার্য্যে দীক্ষিতা হয় অর্থাৎ কন্যা অন্তঃপ্রাঙ্গণে একটি জুইফুলের গাছ রোপণ করিয়া তাহাতে তদ্দিবস হইতে প্রত্যহ জল প্রদান করিতে থাকিবে, তিন দিবস হোম কার্য্য হইবে। চতুর্থ দিবসে নির্দ্দিষ্ট ঘরের মেজেতে গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর পীতবর্ণের বস্ত্র পাতিয়া পান সুপারী ও ধান্যের রাশি করা হয়, উক্ত গৃহের অপর পার্শ্বে মসলন্দ মাদুরের শয্যা থাকে ও তাহার চতুর্দ্দিকে ধান্যের সারি দেওয়া হয়, নবদম্পতি শয্যায় উপবেশন করিলে, দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পুরোহিত বহির্ভাগে থাকিয়া তৎকালোচিত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকে। বর তাহা পুনরাবৃত্ত করিতে থাকে। তদনন্তর স্ত্রী স্বামীকে অন্ন প্রদান করে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে গর্ভাধান ক্রিয়া সমাধা হয়, অতঃপর নবদম্পতি পূর্ব্বোক্ত শয্যায় একত্র শয়ন করিয়া বিভাবরী যাপন করে। পঞ্চম দিবসে

বর বাহুর মঙ্গলসূত্র ও হস্তস্থিত বংশদণ্ড পরিত্যাগ করে।

শুনিলাম অনেক সময়েই যুবতী অন্তর্জনা বিবাহের চতুর্থদিবসে গর্ভিণী হইয়া থাকে; গর্ভের তৃতীয়, পঞ্চম এবং নবম মাসে বিশেষ বিশেষ সংস্কার কার্য্য হইয়া থাকে। তৎকালে হোমাদি কার্য্যও হইয়া থাকে। প্রথম সংস্কারে ভর্ত্তা সহধর্ম্মিণীর নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শজারুর কাটা দিয়া একটী ঊর্দ্ধ ঋজুরেখা, টানিয়া দেয়। দ্বিতীয় সংস্কারে অশ্বথ ও অপর কয়েকটি বৃক্ষের কুঁড়ি হস্তে রগড়াইয়া কোন বিশেষ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া গর্ভিণীর নাসারন্ধ্রে পূর্ব্বোক্ত কুঁড়ির রস ঢালিয়া দেয়। প্রসবান্তে প্রসূতি ও সন্ততি উভয়কে স্নান করিতে হয়। তৎকালে নার্য্যা রমণী প্রসূতির সেবা করিয়া থাকে এবং পক্কান্নও আনিয়া দিয়া থাকে, দেশাচার ভেদে ব্রাহ্মণ প্রসূতির নার্য্যান্ন ভক্ষণে দোষ স্পর্শে না। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণে স্নান না করিয়া পাণীয়গ্রহণ করে না তথায় আবার সময়ে বিশেষ নার্য্যান্ন ভক্ষণের বিধিও আছে।

জন্মাইবার একাদশ দিবসে পিতা সন্তানের নামকরণ, ষণ্মাসে অন্নাশন প্রদান, তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ, পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমীতে বিদ্যারম্ভ; সপ্তম বর্ষে কর্ণবেদ ও উপনয়ন কার্য্য সমাধা করেন। তদনন্তর পুত্র বেদাচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন ও বেদাদিপাঠ করিতে থাকে। বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন কার্য্য

সমাধা করে। জ্যেষ্ঠ হইলে দারপরিগ্রহ করিবে, কনিষ্ঠ হইলে, ক্ষত্রিয়া অথবা নেয়ার যুবতীকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে সম্বন্ধে লইবে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিযা যথা। দাহকার্য্য নিজ 'ইল্লোমের একাংশে সম্পাদিত হয়, চিতার উপর দেহ রক্ষিত হইলে, আত্মীয়গণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃতের মুখোপরি পক্কান্ন পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র মৃতের নবদ্বারে নয়খণ্ড স্বর্ণ রক্ষা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চিতায় অগ্নি প্রদান করে। দেহ দগ্ধ হইলে, চিতায় জল প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় ও স্নান করে। দশদিন অশৌচগ্রহণ করে, একাহারী থাকে। তৎকালে লবণাক্ত দ্রব্য আহার করে না। বাৎসরিক দিবসে সপিণ্ডকরণ ও বাৎসরিক নক্ষত্রে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

নম্বুত্তিরীদিগের বেশের আড়ম্বর নাই। শুভ্রবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করে, পুরুষের অন্তর্ব্বাস কৌপীন, বহির্ব্বাস চারি হস্ত পরিমিত ১ খণ্ড বস্ত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোমরে বদ্ধ ও স্কন্ধে এক দোছোট বা গামছা ব্যবহার করে। কেহ কেহ কোটিদেশে রজত কোমরবন্ধ পরিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণীরা সাধারণতঃ সতী ও সাধ্বী পতিসেবায় রত থাকে, কদাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। অতএব 'ইল্লোমের' বহির্ভাগে যাইতে হইলে, সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তাল ছত্র হস্তে করিয়া গমন করিয়া থাকে। যদি কোন অন্তর্জ্জনা কোন কারণে ভ্রষ্টা হয়, সে

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার হস্তস্থ সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তালছত্র কোন সূত্রে কাড়িয়া লইয়া, গৃহ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

যেরূপে ভ্রষ্টা অন্তর্জ্জনার বিচার নিষ্পত্তি হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ সংগৃহীত হইল। কোন অন্তর্জ্জনার সতীত্বের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, 'ইল্লোমের' 'কর্ণবেন' (অর্থাৎ ষ্টেটের ম্যানেজার) ও 'বন্ধন' তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে। অন্তর্জ্জনার বৃষলীর ও অপরের সাক্ষ্য লইয়া, তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিলে 'সধানোম' নামে বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ করিয়া, প্রহরী নিযুক্ত করে এবং * রাজাকে তদ্বিষয় সংবাদ দেয়। রাজা অন্তর্জ্জনার কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্য বিচার সমিতি নির্দ্দেশ করিয়া, অনুজ্ঞা পত্র দেন। ঐ বিচার সমিতিকে স্মার্ত্তবিচার সমিতি কহে। উহাতে একজন রাজার প্রতিনিধি, দুই জন শ্রৌত বিচারক ও দুই জন স্মার্ত্তবিচারক থাকে। তাহারা নিকটস্থ দেবালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, অপর সকলে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র পঠিত হয়। রাজার নিকট হইতেও দুই ব্যক্তি আইসে, এক ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষক, অপরকে 'অসকোয়ম্' কহে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিচার ঠিক হইতেছে কিনা তাহা সন্দর্শন করিতে থাকে। অনন্তর সভ্যরা যথায় কলঙ্কিনী

---

* মালবরে হইলে, জেমোরিণকে, কোচিনে হইলে কোচিনরাজকে এবং ত্রিবঙ্কুর হইলে, ত্রিবঙ্কুররাজকে ইত্যাদি।

পঞ্চম ঘরে আবদ্ধ থাকে, তাহার অভিমুখে গমন করিতে থাকে। শান্তিরক্ষক প্রাঙ্গণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করে সভ্যরা পঞ্চম কক্ষের দ্বারদেশে আইসে, বৃষলী ত্বরিতাগমনে তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া, গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মানা হয়। সভ্যগণ তাহাকে আপনাদিগের গতি রোধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, বৃষলী প্রত্যুত্তরে কহে, 'কোন অন্তর্জ্জনা উক্ত গৃহে অবস্থিতি করিতেছে।' তৎশ্রবণে তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রশ্ন করে, 'ইহা পঞ্চম ঘর, কোন্ অন্তর্জ্জনা আসিয়াছে?' বৃষলী উত্তরে কহে, 'অমুক অন্তর্জ্জনা আসিয়াছে।' তাহারা তাহার তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। বৃষলীও জটিল উত্তর দিতে থাকে। ক্রমে পাকেপ্রকারে অন্তর্জ্জনার চরিত্র কলঙ্কিত বলিয়া দেয়। তদনন্তর সভ্যরা কলঙ্কিনীকে নানা প্রশ্ন করিয়া, নিজ মুখে নিজ কলঙ্ক বার্ত্তা প্রকাশ করাইতে চেষ্টা করে। অন্তর্জ্জনা বৃষলীর পশ্চাতে থাকিয়া, ক্ষুদ্র স্বরে তাহার কর্ণে প্রশ্নের সদুত্তর কহে, বৃষলী তাহা সভ্যদিগকে কহিতে থাকে, নিজ মুখে আপন কলঙ্ক স্বীকার না করিলে অন্তর্জ্জনাকে দোষী করা হয় না, অনেক সময় তাহা স্বীকার করাইতে অনেক দিন কাটিয়া যায়। এদিকে গৃহস্থ সমাজচ্যুত হইয়া পিতৃ উদ্দেশে পিতৃনক্ষত্রে তর্পণ শ্রাদ্ধ অথবা নিত্যনৈমিত্তিক বেদাধ্যয়ন করিতে অক্ষম হয়। বিচার-সমিতির সভ্যগণ ও অপর নম্বুত্তিরীদিগের আহার ব্যয় বহন করিতে বাধ্য হয়। অতএব কলঙ্কিনীকে কখন ভয়

প্রদর্শন, কথন অনুনয় বিনয়, কথন সাধ্যসাধনা করিয়া অথবা তাহাকে অনাহারে রাখিয়া কলঙ্ক স্বীকার করাইতে যত্নের ক্রুটী করে না। প্রকৃত কলঙ্কিনী হইলে প্রায় কলঙ্ক স্বীকার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত কলঙ্কিনী না হয় সভ্যরা তাহার পদোপরি ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সেই মর্ম্মে মন্তব্য লিখিয়া রাজার নিকট পাঠান। কলঙ্ক স্বীকার করিলে তখন প্রকৃত বিচার আরম্ভ হয়, সভ্যরা দেবালয়ে অথবা ইল্লোমের বহির্মণ্ডপে আসিয়া সকলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধারণের সম্মুখে বিবৃত করিতে থাকে, সভ্যরা প্রকৃত বিবরণ দিতেছে কি না 'অসক্কোয়ম্' তাহা শ্রবণ করিতে থাকে, সে বাক্‌নিষ্পত্তি করে না, কিন্তু কোন বাক্যের ফের ঘটিলেই আপন স্কন্ধস্থ উত্তরীয় ভূমিতে রাখিবে, তাহা সন্দর্শন করিয়া প্রধান সভ্য ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবে, সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত 'অসক্কোয়ম্' আপন উত্তরীয় ভূমি হইতে উঠাইবে না।

শুনা গিয়াছে অনেক সময় ভুল সংশোধন করিতে অক্ষম হইয়া বিচার-সমিতির সভ্যগণ পঞ্চম গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কলঙ্কিনীর দোষারোপ স্থির হইলে, সে সকলের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করে তাহাকে নানা-প্রশ্ন করা হইতে থাকে। সেও তাহার প্রত্যুত্তর দিতে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে কাহার কর্তৃক বিপথগামিনী

হইয়াছে তাহার নাম স্বমুখে কহিবে না, অথচ পারদারিকের নাম জানিবার আবশ্যক। অতএব বিচার-সমিতির সভ্য একে একে গ্রামস্থ সকল লোকের নাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে ও কলঙ্কিনী 'না না' করিয়া উত্তর দিবে। প্রকৃত নাম উচ্চারিত হইলে, চুপ করিয়া থাকিবে তখন সেই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইবে। পরে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলে তাহার বাক্যের সত্যতার বিষয় স্থির করিবার জন্য তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করা হইবে ও সেই সকল জেরা প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইলে, সেই ব্যক্তিকে দোষী স্থির করা হইবে। তখন বিচার কার্য্য শেষ করিয়া প্রধান বিচারক বিচারের সারাংশ লিখিয়া রাজার নিকট আসিবে ও সমস্ত বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিয়া, কোন ভট্টরের নাম করিয়া কহিবে, যে পারদারিক অমুক 'ইল্লোমের' অমুক অন্তর্জ্জনাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে. সে তাহার নাম জ্ঞাত আছে। অনন্তর ঐ ভট্টর তাহার নাম উচ্চারণ করিবার জন্য রজত মুদ্রা পাইয়া, তাহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নিকটস্থ জলাশয়ে যাইয়া, সমস্তশরীর নিমজ্জনপূর্ব্বক পাপপ্রক্ষালন করিয়া, স্বগৃহে গমন করে। তদনন্তর, কলঙ্কিনীকে সকলের সম্মুখে হাততালি দিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। উহাকে 'কোট্টল' কহে। প্রথমে বিচারের সারার্থ তাহার সম্মুখে পঠিত হইবে। নার্য্যা জাতির কোন স্ত্রী আসিয়া, তাহার সতীত্বের চিহ্নের স্বরূপ ছত্র কাড়িয়া লইবে। অপরে হাততালি

দিতে থাকিবে। এইরূপ পঞ্চম গৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। তখন সে যথা ইচ্ছা যাইতে সমর্থা হয়। বারবিলাসিনী হইতে পারে অথবা যে কলঙ্কিনী করিয়াছে, তাহার সহিত থাকিতে পারে। ব্যভিচার-কারী পুরুষও সমাজচ্যুত হয়। উভয়েই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, 'নম্বিয়ার' ও 'চক্কিয়ার' নামে অভিহিত হয় এবং তাহাদের বংশজাতগণ অস্পর্শীয় আম্বাল-বাসীর মধ্যে গণ্য হয়। অসতীত্বের এরূপ কঠিন দণ্ড থাকায়, উহাদিগের মধ্যে অসতীর সংখ্যা খুবই কম। অসতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে, তাহার জ্ঞাতিরা যেন সে মরিয়াছে, এরূপ ক্রন্দন করে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অন্যান্য 'ইল্লোমের' ব্রাহ্মণ-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদের সহিত আপন 'ইল্লোমে' এক পংক্তিতে আহার করত সমাজভুক্ত হইয়া, পূর্ব্ববৎ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। নম্বুত্তিরী-দিগের সকলেরই ভূসম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণ 'ইল্লোম' নামে অভিহিত ও তাহার আয়ে উহারা দিনাতিপাত করিতেছে। উহারা পরশরীরজাত ছুম্পর্শা-শৌচের ভয়ে সহরে আসিতে ভাল বাসেনা। 'ইল্লোমে' থিয়ারজাতি প্রভৃতি নীচজাতি আসিতে পায় না। পথিমধ্যে কোন নীচ শূদ্রকে আসিতে দেখিলে, 'আয়া আয়া' বলিয়া চীৎকার করে। তাহারা তাহা শুনিবা-মাত্র অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করে।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

যথা,—'তিরুনবোয়যোগম্' 'ত্রিচুরযোগম্' ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য 'বদ্ধন' নামে অভিহিত।

উৎকৃষ্ট নম্বুত্তিরীরা 'নম্বুত্রিপদ' বা 'অধ্যন' নামে অভিহিত। উহাদিগের মধ্যে 'অঝুবণচেরী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'মনর' কর্ত্তা 'তম্বুরুকল অর্থাৎ মহারাজ নামে অভিহিত। এইরূপ আরও অষ্ট শ্রেষ্ঠ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা 'অষ্ট-গৃহ-অধ্যন' নামে অভিহিত ও তাহাদিগের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে।

'অগ্নিহোত্রী' দিগকে 'অকিত্তিরী' অধ্যন কহে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সোম-যাগ করিতে সমর্থ, তাহারা 'চোমতিরী' অথবা 'সোমযাগীপদ'। যাহারা 'অধনোম্' যাগ করিতে সমর্থ, তাহারা 'অদিতিরী' বা 'অদিশ্লেরিপদ' নামে অভিহিত ও তাহারা বিশেষ আকৃতির ইয়ারিং পরিয়া থাকে।

যাহারা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যোগে রত নহে, তাহারা 'ভট্টবৃত্তিকর' বা 'ভট্টত্তিরী' নামে অভিহিত। উহারা পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা,—১ বদ্ধন্। ২ বৈদিকন্। ৩ স্মার্ত্তন্। ৪ তান্ত্রী। ৫ শাঁন্তি।

১। 'বদ্ধনূরা' উয়িক্কন্ নামে অভিহিত। ইহারা বেদাচার্য্য অর্থাৎ বালকদিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও পূজা করেন।

২। 'বৈদিকন্' ইহারা বৈদিক কার্য্যের মতামত দিয়া থাকেন ও পূজাদির সময় বদ্ধনুদিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করেন।

৩। 'স্মার্ত্তন' ইহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ী ও আচারাদি মীমাংসা করিয়া থাকেন।

৪। 'তান্ত্রী' ইহাঁরা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। 'শান্তি' ইহাঁরা নিত্য পূজাদি কার্য্যে রত থাকেন।

নিম্নে কয়েক সম্প্রদায়ের পতিত ব্রাহ্মণের বিষয় প্রদত্ত হইল। যথা,—

১। 'মুস্‌সদ' অষ্ট-ঘর বৈদ্য অষ্ট মুস্‌সদ নামে খ্যাত। পরশুরামের আদেশে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। উহারা অদ্যাপি অষ্ট-বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ উহাদিগের উপজীবিকা ও উহারা অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শী। উহারা বেদাধ্যয়ন, যাগ অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না।

২। অষ্ট-ঘর ব্রাহ্মণ ইহারা পরশুরামের আজ্ঞায় মন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারা অদ্যাপি 'মন্ত্রীক' নামে অভিহিত।

৩। পুরাকালে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আয়ুধ ধারণ করিয়াছিল, তাহারা অদ্যাপি 'আয়ুধপাণি' 'শস্ত্রাঙ্গকার' অথবা 'রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত হইতেছে। উহাদিগের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছিল। তাহাদিগের নায়ককে নম্বুত্তিরী ও অধিনায়ক বা সেনাপতিকে 'ইদপল্লী-নম্বুত্তিরী' কহে। এক্ষণে উহারা যাত্রা ব্যবসা করে এবং তৎকালে ঢাল তরবারি লইয়া, খেলার অভিনয় করিয়া

থাকে। নম্বুত্তিরীদিগের বিবাহ ও সপিণ্ডকরণে উহাদিগের খেলার অভিনয় হইয়া থাকে। উত্তর মালবরে উহারা 'নম্বিদি' নামে অভিহিত।

৪। যে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট গ্রাম পাইয়াছিল, তাহারা 'গ্রামী' নামে অভিহিত। আদৌ তাহারা ৬৪ গ্রামে থাকিত। এক্ষণে খাস মালবরে দশ বংশ ও কোচিনে আট বংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। 'উরিল-পরিশ-মুস্সদ' অথবা 'পরদর'। পরশুরাম ধরিত্রীকে নিক্ষত্রিয় করিয়া, যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষালন করিবার উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, উহাদিগকে দান করিয়াছিলেন।

৬। 'নম্বিদী' ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন সময়ে কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পতিত হইয়াছিল। উত্তর মালবরে ইহারা নার্য্যার দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পৌরহিত্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে রাজহা-নম্বুত্তিরী কহে।

৭। 'ইলায়দ' ইহারা দক্ষিণ মালবরে নার্য্যারদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরহিত্য করিয়া থাকে।

৮। 'পন্নিয়ুর-গ্রাম-নম্বুত্তিরী' ইহারা গ্রাম্য দেবতার অনিষ্ট করিয়া পতিত হইয়াছে।

৯। 'পয়ন্নুর-গ্রাম-নম্বুত্তিরী' ইহারা উত্তর মালবরে ও দক্ষিণ কাণারার 'অম্বুবন' অথবা 'তিরুমুম্পু' নামে অভিহিত ও 'মরুমক্কতয়ম' দায়াদ মানিয়া থাকে। যদিও ইহারা অন্য নম্বুত্তিরীদিগের মত বিবাহ করে, তথাচ সন্তান পিতৃসম্পত্তি পায় না, মাতৃ সম্পত্তির অধিকারী

হয়। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, কোন বৈদিক নম্বু-ত্তিরীকে কন্যা সম্প্রদান করে। বিবাহের সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় ও ভর্ত্তা সমাজচ্যুত হইয়া, কন্যার গৃহে আসিয়া বাস করে ও কন্যার 'তারবদ' সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হয় এবং তাহাদিগের সন্ততি মাতৃ 'তার-বদে' পরিবারভুক্ত হইয়া যায়।

১০। 'পিদারম্মর' ইহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং সুরাপায়ী ও ভূতরোজা, সর্পরোজারাও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, উহাদিগের স্ত্রীগণ ঘোষা (পর্দানবিশ) নহে।

'ভট্টর-ব্রাহ্মণ'। অতি পুরাকালে মালবরে যে সকল পরদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিয়াছিল উহাদিগকে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা ভট্টর কহিত। সেই নাম এক্ষণে 'ভট্টর' নামে পরিণত হইয়াছে। উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, নম্বুত্তিরীরা উহাদিগের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি উহাদিগের সহিত আদান প্রদান করে নাই। উহারা নম্বুত্তিরীদিগের অনুকরণে অন্তর ও বহির্ব্বাস পরিয়া থাকে ও নার্য্যার রমণীর সাহত গন্ধর্ব্ববিধান সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগের যোষিৎগণ তামিলদিগের মতন বস্ত্র পরিধান করিলেও রেবকি ব্যবহার করে না ও নাক বিধায় না উহাদিগের অনেকেরই ভূসম্পত্তি আছে এক্ষণে অনেকেই কৃষি বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছে।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের বিষয় বলা হইতেছে। মাল-

বরের ক্ষত্রিয়েরা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা,—
১। কোবিল-তিরুমল-পদ। ২। ইরড়ি। ৩। নিডুঙ্গড়ি।
৪। বিলড়ি। প্রথম সম্প্রদায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে,
অপরে তাহা করে না। প্রথম সম্প্রদায়ের কন্যার
তালিবন্ধন কার্য্য ব্রাহ্মণদ্বারায় হইয়া থাকে। অপর
সম্প্রদায়ের কন্যার বিবাহ বেপুর, অথবা 'কেঙ্গনোর'
রাজবংশীয় কোন যুবার সহিত সম্পাদিত হয়।

উহাদিগের মধ্যে কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া নার্য্যার জাতীর
মতন গন্ধর্ব্ববিধানে স্বজাতীয় যুবককে সম্বন্ধে গ্রহণ
করে। ইহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কতায়ম' দায়াদ প্রচলিত
আছে।

ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইহারা
'ত্রিপ্প স্বরূপম্' নামে অভিহিত। রাজকুমারীদিগের তালি-
বন্ধন ব্রাহ্মণে করিয়া থাকে; কিন্তু বয়স্থা হইয়া গন্ধর্ব্ব-
বিধানে 'তিরুমলপদ' ক্ষত্রিয় যুবককে সম্বন্ধে লইয়া থাকে।
কোচিন রাজবংশ 'পেরুম্ পদপ্-স্বরূপম্' ও জেমোরিন
রাজবংশ 'নেতিয়ীরুপ্প্-স্বরূপম্' নামে অভিহিত। রাজ-
কন্যাদিগের তালিবন্ধন ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়া থাকে;
বয়ঃস্থা হইলে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে।

অম্পলবাসী। ইহারা দেবালয়ের কার্য্যে জীবিকা
নির্ব্বাহ করে, উহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়
আছে। উহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কতায়ম্' দায়াদ প্রচ-
লিত। ভাগিনেয় মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে বাধ্য।
তাহাদিগের কয়েকটীর সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। 'নম্বিদি'। উহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে, অপরে গ্রহণ করে না।

২। 'গুরুক্কুল'। উহারা উপবীত ধারণ করে, দেবালয় পরিষ্কৃত ও দেবসেবার জন্য পুষ্পচয়ন এবং দেবালয়ে দুগ্ধ ঘৃত যোগাইয়া থাকে।

৩। 'মুত্তুড়ু'। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, ব্রাহ্মণ দিগের আচার ও ধর্ম্মসংস্কার পালন করিয়া থাকে, দেবোৎসবের সময় স্কন্ধে করিয়া দেবের ভোগমূর্ত্তি বহন করে ও অন্য সময়ে দেবালয়ের সিঁড়ি পরিষ্কার করে। উহাদিগের মধ্যে 'মিতাক্ষরী দায়াদ' চলিত। তাহাদিগের বাটীতে অপর ব্রাহ্মণে অন্নপাক করিয়া আহার করিয়া থাকে ও তাহাদিগের প্রস্তুতান্ন অপর অম্পালবাসীরা ভোজন করিয়া থাকে।

৪। 'অতিক্কল্'। ইহারা উপবীত ধারণ করে ও দুর্গা, চামুণ্ডাদি গ্রাম্যদেবতার পূজা করে।

৫। 'চক্কিয়ার'। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ও দেবালয়ে নৃত্য করে, দেবোৎসবের সময় রামায়ণ ও মহাভারতের অংশ বিশেষের অভিনয় করে, উহাদিগের যোষিৎ 'ইল্লোত অম্মা' নামে অভিহিত। যে সকল অন্তর্জ্জনারা ভ্রষ্টা হইয়া পুত্রপ্রসব করে ও তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের উপনয়ন হয়, তাহারা সমাজচ্যুত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই সম্প্রদায় ভুক্ত হয়।

৬। 'নম্বিয়ার'। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভ্রষ্টা অন্তর্জ্জনার পুত্র উপবীত হইবার পূর্ব্বে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া

এই শ্রেণী ভুক্ত হয়। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না দেবালয়ে জয়ঢাক বাজাইয়া থাকে।

৭। 'পুষ্পকম্'। উহাদিগকে 'নম্বিসন' কহে। উহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে কথিত আছে, কোন নম্বুত্তিরী ঋতুমতী ভার্য্যায় গমন করিলে, তাহাতে তাহার ভার্য্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করে। তদনন্তর তাহাদিগের উক্ত নাম হইয়াছে। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, দেবালয়ের নিত্য পূজার পুষ্প আহরণ করে। উহাদিগের যোষিৎগণ অন্তর্জ্জনার মত বস্ত্র পরিধান করে ও পুষ্পিনী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

৮। 'পিসরোতি'। উহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে কিংবদন্তী যে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় গুরুর অনুমতি লইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া, শিখায় তিনটিমাত্র কেশ রাখিয়া দেয়। পরে উলঙ্গ হইয়া ঝম্প দিয়া জলে মধ্যে প্রবেশ করত উক্ত তিন গাছি কেশ হস্ত দ্বারা উৎপাটন করিয়া ফেলে; পরে তাহার গুরু নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ণে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, শিষ্য জল হইতে উঠিয়া উলঙ্গাবস্থায় উত্তর দিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্ব হইতে কোন ভট্টর ব্রাহ্মণের সহিত নিয়ম থাকে যে, সে শিষ্যকে পথিমধ্যে ভুলাইয়া স্বগৃহে আনাইয়া বস্ত্র ও আহার দিবে। শিষ্য কৌপীন পরিধান ও আহার করিয়া গুরুর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। ইহাই মালবরের সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম। কোন সময়ে কোন শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

মস্তক মুণ্ডন করত জলে অবতীর্ণ হইয়া ভুলক্রমে দুই গাছি মাত্র কেশ উৎপাটন করিয়া গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়া প্রস্থান করিলে, গুরু তৃতীয় কেশ উৎপাটিত হয় নাই জানিয়া, শিষ্যকে 'পিসারওটি' অর্থাৎ শিষ্য পলাইয়াছে কহিয়াছিল। সেই কারণ শিষ্য পরিত্যক্ত ও পতিত হয়। শিষ্যের ব্রাহ্মণত্ব পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল। তাহার সন্ন্যাস গ্রহণও হইল না। সে ব্যক্তি গৃহে প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত মিলিত হইল ও তাহার সন্ত-তীরা 'পিসারোতি' নামে খ্যাত হইল। উহারা মৃতদেহ দাহ করে না, লবণ দিয়া মৃৎসমাধি করে।

৯। 'বারিয়ার'। ইহারা দেবালয়-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে ও সানাই বাজায়।

১০। 'থিয়ধুন্নী'। ইহারা দেবালয়ে মণ্ডপ-মেজেতে দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে। তৎকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদুপরি লম্ফ প্রদান করিয়া নানাবিধ ভয়ানক কার্য্য প্রদর্শন করে।

১১। 'পথুবল' নামে অপর সম্প্রদায় দেবালয়ের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

১২। 'পিথরণ' নামে অপর সম্প্রদায় গ্রাম্য দেব-তার উদ্দেশে পশুবলি করিয়া থাকে।

১৩। 'মরব' নামে অপর সম্প্রদায় দেবালয়ে ঢাক ও কাঁসী বাজায়।

নার্য্যর জাতি। নার্য্যর শব্দের অর্থ নারীসম্বন্ধীয়। উহার অপভ্রংশ 'নায়ার' উহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীতে গণনা

করিলেও, উহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

এক্ষণে অনেকে নম্বুত্তিরীদিগের দাসত্ব করিলেও, পূর্ব্বে ইহারা সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। রেজিমেণ্টের নাম 'নাদ' ছিল। প্রত্যেক 'নাদে' ১৫০ 'তোড়া', প্রত্যেক 'তোড়ায়' ৪টী নার্য্য সেনা থাকিত। অতএব 'নাদে' ৬০০ শত নার্য্যর সেনা থাকিত।

নার্য্যরদিগের মধ্যে অষ্টাদশ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। 'নার্য্যর' অর্থাৎ নায়ক, সেনা বা প্রভু।

২। 'মেলবন' (মেলবন—শ্রেষ্ঠনায়ক) ইহারই অপভ্রংশ 'মেলন'।

৩। 'মেনোক্ক' (মেল—উপর+নোক্কদর্শন) অর্থাৎ দর্শক নার্য্যর।

৪। 'মুপ্পিল-নার্য্যর'—শ্রেষ্ঠ নার্য্যর।

৫। 'পড়নায়ক' অর্থাৎ যোদ্ধানার্য্যর।

৬। কুরূপ-নার্য্যর'—দুর্গরক্ষক।

৭। 'কৈমল' (কৈ—হস্তী+মল—চিহ্ন) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

৮। 'পনিক্কর'।

৯। 'কিরীয়ত্ত'।

১০। 'মুত্তুর'।

১১। 'বয়ে নার্য্যর'।

১২। 'কেদাবু'।

১৩। 'কর্ত্তাবু'।

১৪। 'ইবাদি'।

১৫। 'নিত্তুন-গাদি'।

১৬। 'কন্নাডে'।

১৭। 'মন্নডিয়ার'।

১৮। 'মনবালম্'।

উহাদিগের মধ্যে ব্যবসাভেদে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

১। যাহারা নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের 'ইল্লোমে' পুরুষানুক্রমে দাসের কার্য্য করিতেছে তাহারা 'শূদ্রম্' অথবা 'পরিয়পেওবর' নামধেয়।

২। যাহারা রাজসংসারে রাজার দেহ-রক্ষকরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহারা 'চর্ণাবর' নামে অভিহিত।

৩। যাহারা নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের পাল্কী পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা 'পল্লিচ্যন' নামধেয়।

৪। যাহারা নম্বুত্তিরীও অম্পালবাসীদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পুরুষানুক্রমে সহায়তা করিতেছে, তাহাবা 'অত্তিকুরিটি' নামধেয়।

৫। যাহারা পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের ও 'ইল্লো-মের' জন্য তৈল প্রস্তুত করে, তাহারা 'বট্টকটেন' নাম-ধেয়।

৬। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে খোলা ও টালি প্রস্তুত করে, তাহারা 'অম্বরণ' নামধেয়।

৭। যাহারা পুরুষানুক্রমে জেমোরিন রাজার ভৃত্য, তাহারা 'উরলি' নামে খ্যাত।

৮। যাহারা পুরুষানুক্রমে রজকের কার্য্য করিতেছে, তাহারা 'বেলুথিদেন' নামে অভিহিত।

৯। যাহরা পুরুষানুক্রমে নরসুন্দরের কার্য্য করিতেছে, তাহারা 'বেলক্কথলবেন' নামে অভিহিত।

নার্য্যর জাতির মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষায় পারদর্শী। উহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কত্তায়ম্' দায়াদ প্রচলিত। পুরুষে বিবাহ করে না, কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া গন্ধর্ব্ববিধানে সম্বন্ধ লইয়া থাকে। সন্তান-সন্ততি 'তারবদ' ধনে প্রতিপালিত এবং মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হয়। ঔরসজাত পিতার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সম্পত্তির ম্যানেজার। তাহার স্বাক্ষরে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, কেবল সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতে পারে না।

উহাদিগের পরিচ্ছদের বিশেষ আড়ম্বর নাই। স্ত্রীগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্তর্ব্বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গাত্রে আবরণ দেয় না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে রাস্তায় গমনের সময়, কেহ কেহ একখানা রুমাল দিয়া বক্ষঃস্থল আবৃত করে। রাজা, রাজকুমার অথবা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে উহারা কদাচ বক্ষঃস্থলে আবরণ রাখিবে না। তাহা করিলে, তাহাদিগকে অসম্মান করা হইবে। শৈশবে নিম্নের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া, রৌপ্য অথবা সীসার

রিং পরিতে থাকে ও ক্রমে রিংএর ব্যাস বৃদ্ধি করিলে, ছিদ্র বাড়িতে থাকে। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক বালিকার কর্ণে ১॥০ ইঞ্চির অধিক রিং দেখিয়াছি। উহারা গলদেশে স্বর্ণহার, হস্তে নানাবিধ বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ও মস্তকে নানাবিধ সিঁথি এবং কোমরে কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। নার্য্যারদিগের পুরুষগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্তর্ব্বহির্ব্বাস পরিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে অনেকে কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। উহারা শৈশবে হস্তে বলয় ও গলদেশে হার পরিয়া থাকে। যৌবনে কোমরবন্ধ ও কর্ণে ইয়ারিং ব্যবহার করে। পুরুষে পুরশ্চূড়, উহারা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া সম্মুখভাগে শিখা রাখে। স্ত্রীগণের কেশ অত্যন্ত লম্বা হয়; এমন কি, অনেকের চুল খুলিয়া দিলে, হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে। * উহারা অতিশয় শুদ্ধাচারে থাকে।

পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে কন্যার তালিবন্ধন বা 'কেত্তু-কল্যানম্' সংস্কার হইয়া থাকে। তৎকালে বাটীর সম্মুখের পাণ্ডাল (আটচালা) উত্তমরূপে সজ্জিত হয়, শুভদিনে ও শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয়। গৃহস্বামিনী

---

*"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাম্।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥"

আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে আহার করায় এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করে। কোন কোন বাটীতে চারি দিবস পর্য্যন্ত ভোজ চলে ও এই কার্য্য অতি সমারোহে হইয়া থাকে। এককালে 'তারবদের' সমস্ত কন্যার তালি-বন্ধন সংস্কার সম্পাদিত হয়। তালিবন্ধনকারী বালক নম্বুত্তিরী, ভট্টর ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। উহাদিগকে 'মনবল্লন' অথবা 'মনলন' কহে।

কেত্তু কল্যান-বন্ধনের প্রধান অঙ্গ যথা,—শুভদিনে লগ্ন স্থির; অষ্ট-মাঙ্গল্যম্ অষ্টবিধ তুক্ সম্পাদন; 'মন-বল্লনের' সমারোহে বিবাহ মণ্ডপে শুভক্ষণে আগমন; ভ্রাতৃগণ দ্বারা বালিকাদিগকে তথায় আনয়ন ও 'মন-বল্লনের' পার্শ্বে স্থাপন এবং জ্যোতিষী পণিক্কর কর্ত্তৃক শুভলগ্ন নির্দ্দেশ করিয়া কহিলে 'মনবল্লন' কর্ত্তৃক বালিকা-দিগের কণ্ঠে তালিবন্ধন ও তৎসময়ে উপস্থিত বয়ো-জ্যেষ্ঠদিগের 'আহা আহা' করিয়া জয়প্রকাশ করা। তদনন্তর আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দেওয়া। ইহার পর 'মনবল্লন' তিন দিবস 'তারবদে' থাকিয়া, চতুর্থ দিবসে সকল বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে বিবাহ-পরিচ্ছদ ছিন্ন ও বিবাহ-বন্ধন মুক্ত করিয়া, তালিবন্ধন কার্য্যের মূল্যস্বরূপ উপহার লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তদবধি বালিকার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই কার্য্যকে 'কেত্তু কল্যানম্' কহে।

কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে, গৃহ-স্বামিনীর অনু-মতি লইয়া কোন পুরুষকে আপন সম্বন্ধে নিয়োগ

করিতে পারে, অথবা গৃহস্বামিনী আপন ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুত্তিরী ভট্টর অথবা স্বজাতীয় উৎকৃষ্ট বংশজাত যুবার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া পণিক্কর সাহায্যে পোতমরি প্রদানের শুভলগ্ন স্থির করে। কন্যা অবশ্য ঐ নির্ব্বাচনে সম্মতি প্রদান করিবে। উক্ত সম্বন্ধকে 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ কহে। নির্ব্বাচিত পুরুষ কাপড় ও মাখিবার জন্য তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে শুভদিনে যুবতীর বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়, যুবকও তৎকালে দেয় বস্তু লইয়া তথায় আইসে, গৃহস্বামিনী পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করে। তদনন্তর, যুবক আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে গৃহস্বামিনীর হস্তে আনীত বস্ত্র অর্পণ করে, তিনি যুবতীর হস্তে তাহা প্রদান করিলে, যুবতী গ্রহণ করিবামাত্র সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। তখন, উপস্থিত আত্মীয়গণ 'আহা আহা' করিয়া আপন আপন সম্মতি প্রদান করে। পরে, যুবতীর নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে যুবক গমন করিয়া রাত্রিযাপন করে ও তদবধি অবিবাদে যুবতীর সন্নিধানে যাতায়াত করিতে থাকে। স্বজাতি হইলে রাত্রিকালে আহার করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ হইলে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। ইহাকে হিন্দুস্মৃত্যুক্ত গান্ধর্ব্ববিবাহ বলা যাইতে পারে। যত দিন প্রণয় ও ও ভালবাসা থাকে, তত দিন যুবতীর নিকট যুবক আইসে ও প্রতি মাসে মাখিবার তৈলের মূল্য দিয়া থাকে; পরন্তু যুবক সঙ্গতিপন্ন হইলে যুবতীকে অলঙ্কারাদি দিয়া থাকে ও সেই সমস্ত যুবতীর স্ত্রীধনে পরিগণিত

হয় ; কিন্তু যুবতীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীধন তারবদের সম্পত্তি হয়। উভয়ের মনে মনে মনোমালিন্য ঘটিলে সহজেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়। যুবতী যুবা-প্রদত্ত বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়, পুনরায় উভয়েই অপরের সহিত সম্বন্ধ নিয়োগে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হয়।

যুবতী এক সময়ে একটিমাত্র 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ লইয়া থাকে, তৎ সময়ে অপরের সহিত ব্যভিচার করে না।

শুনিলাম, পূর্ব্বকালে কাহারও২ একাধিক 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্য্যায়ক্রমে যুবতীর সহিত সহবাস করিত। তাহারা পাণ্ডবদিগের ন্যায় নিয়মে আবদ্ধ থাকিত ; অর্থাৎ যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট থাকিত তখন যুবতীর গৃহদ্বারে স্বজাতি হইলে অস্ত্র ও ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড রক্ষিত হইত, তাহা দেখিয়া অপরে সে দিকে অগ্রসর হইত না। যুবতী নিয়মিত সময়ের মধ্যে 'গুণদোষ-কারী' ভিন্ন অপরের সহিত বাক্যালাপও করিত না। নার্য্যর যুবতীগণ এই সনাতন নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছে। যে হিসাবে দ্রৌপদী সতীপদ বাচ্যা, ইহাদিগকেও সেই হিসাবে সতীসাধ্বী বলা যাইতে পারে। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভিণী হইয়া থাকে তাহাকেই সন্তানের পিতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে ; ঔরস সন্তান পিতার পিণ্ড দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মাতৃ'তারবন্দ্' সম্পত্তিতে লালিত পালিত হইয়া মাতুলের পিণ্ডাধিকারী

ও মাতুল সম্পত্তিতে আজীবন প্রতিপালিত হয়। যদি কোন নার্য্যরের ভগ্নী না থাকে অথবা ভগ্নী বন্ধ্যা হয়, বংশরক্ষা ও পিণ্ড দিবার জন্য দত্তক ভগ্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ও ভগিনীকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, ভ্রূণহত্যা আদি পাপ কদাচ শ্রুত হয় না। যুবতী আপন ঘরে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে।

এখন অনেক নার্য্যরজাতি ইংরাজী শিক্ষায় কৃত-বিদ্য হইয়াছেন ও কার্য্যোপলক্ষে দূরদূরান্তর যাইতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া যুবতীগণ আপন 'তারবদ' কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আপন 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধকারির অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা অতি বিরল। কোন যুবতী দক্ষিণ মালবরের সীমা 'কোর-পুজা' নদের পরপারে যাইবে না। অতএব আপন 'গুণ-দোষ-কারণ' সম্বন্ধ উক্ত নদের অপর পারে যাইলে তাহারা যাইতে পারে না।

বলা বাহুল্য, এক হিসাবে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ প্রথা অতি পুরাতন, কারণ মহাভারতে আমরা জ্ঞাত আছি যে, শ্বেতকেতু মহর্ষি আপন মাতাকে অন্য পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া পরিণয় সম্বন্ধ প্রবর্ত্তন করেন। অতএব শ্বেতকেতুর পূর্ব্বে সমস্ত ভারতখণ্ডে নিয়োগ প্রথাই চলিত ছিল; আবার যখন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তখন ক্ষত্রিয়-রমণীগণ ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধ-নিয়োগে লইয়া পুত্রোৎ-

পাদন করিয়াছিলেন। কেরলদেশ পরশুরামক্ষেত্র বলিয়া উক্ত নিয়ম ক্ষত্রিয়কুলে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

'অগথিথর' নার্য্যর নামে এক পতিত ভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। উহাদিগের বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে যে, 'পালঘাটের' কোন ক্ষত্রিয় রাজা নীচ-কুলোদ্ভবা একটী সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন এবং স্বভবনে আনয়ন করিতে মন্ত্রীকে অনুজ্ঞা দেন, মন্ত্রী তৎকার্য্য গর্হিত মনে করিয়া, রাত্রিকালে রাজরাণীকে পাহাড়িনী-বেশে ভূষিত করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজাও তাহাকে পাহাড়িনী ভাবিয়া, কামবিমুগ্ধতাবশত তাহার সহিত রাত্রিযাপন করেন। পরদিবস মন্ত্রী প্রকৃত বিবরণ বলিলেও, রাজা আপন কার্য্য গর্হিত বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং সমাজচ্যুত হয়েন। তাহার বংশধরেরা অগথিথর নার্য্যর নামে কথিত হইতেছে। রাজ্যস্থ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ রাজাকে পতিত শুনিয়া, আপন আপন 'ইল্লোম্' ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া যায়। এখনও গ্রামের যে অংশে 'অগথিথর' বাস করে, তথায় অন্য নার্য্যর প্রবেশ করিলে, আপনাকে পতিত ভাবিয়া স্নান না করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করে না। ব্রাহ্মণ অথবা অপর নার্য্যর জাতি উহাদিগের কন্যার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয় না। অতএব উহাদিগের স্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগের কন্যার তালিবন্ধন ও বয়োপ্রাপ্তে সম্বন্ধ-প্রথা অপর নার্য্যর জাতির ন্যায়।

'পুতুপত্তর' নামে এক সম্প্রদায় আছে। উহারা গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। উহাদিগের কন্যার পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে পিতা মাতা বর স্থির করিয়া বাক্‌দান প্রদান করে। তখন ভাবী জামাতার ভগ্নী আসিয়া, কন্যার গলে তালিসূত্র বন্ধন করিয়া দেয়। উহাতে বিবাহ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিতে করিতে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, ভর্ত্তা আসিয়া তাহাকে স্বভবনে লইয়া যায় এবং তদবধি উভয়ে দম্পতী-রূপে বাস করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তান জন্মি-বার পূর্ব্বে বিধবা হইলে, কন্যা দ্বাদশ দিবসে পিতৃভবনে আইসে। তৎকালে মৃতভর্ত্তৃ-বংশীয় দুই জন যোষিৎ সঙ্গে আসিয়া, তাহার পিতৃভবন পর্য্যন্ত পঁৌছাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এদিকে বিধবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠে, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক পিতা মাতা শোক করিতে থাকে ও বিধবাকে আলয়ে লইয়া যাইয়া নূতন বস্ত্র প্রদান করে। বিধবা তাহা পরিধান করিয়া, মস্তক আবৃত রাখে ও পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে। সন্তান প্রসব করিয়া বিধবা হইলে, পতিগৃহেই বাস করে। পুনরায় পতিগ্রহণ করে না; কিন্তু কন্যা প্রসব করিয়া বিধবা হইলে, পিতৃভবনে প্রত্যাগত হইয়া, পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

'কনিয়ার-পণিক্কর'। ইহারা গ্রহাচার্য্য ও পণ্ডিত। ইহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে প্রবাদ এই যে, 'পালুর-ভর্ত্তার' নামে কোন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ

পারদর্শী ছিলেন। কোন সময়ে অপর স্থানে যাইবার উদ্দেশে কুক্ষণে কোন নদী পদব্রজে পার হইতেছিলেন, অকস্মাৎ স্রোতে ভাসিয়া যান। অনেক কষ্টে তীর-প্রাপ্ত হইলেও রাত্রিপ্রযুক্ত অন্যত্রে যাইতে অক্ষম হইয়া, নিকটস্থ কোন থিয়ার জাতির বাটীর 'পায়ালে' (রক্) শয়ন করিয়া থাকেন। থিয়ার আপন পত্নীর সহিত কলহ করিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়া-ছিল। 'থিয়ারণী' পতি প্রত্যাবৃত্ত হইবে ভাবিয়া, অর্দ্ধ রাত্রে দরজা খুলিয়া পায়ালে, পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীকে শয়নাবস্থায় দেখিয়া, অন্ধকারে আপন ভর্ত্তা ভাবিয়া, তাহাকে তদবস্থায় গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া শয়ন করায়। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞালাভ করিয়া, পূর্ব্ব অশুভ স্মরণপূর্ব্বক থিয়া-রণীর সংসর্গজনিত পাপে আপনাকে পতিত ভাবিয়া, তাহার সহিত কিছুকাল সহবাস করিতে থাকেন। পরে তৎসহবাস সম্ভূত যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করান ; বালক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দক্ষ হইয়া 'গনকান' নামে প্রসিদ্ধ হয়, ক্রমে সেই শব্দের অপভ্রংশ 'কনিকান' 'কনিয়ান্' ও 'কনিয়ার' উৎপত্তি হইয়াছে। কনিয়ারে গৃহাচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকে ; শুভাশুভ কার্য্য স্থির করিয়া দেয়, জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করে, দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকে ; রোগীর ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দেয়, এমন কি কনিয়ারের মত না লইয়া কোন গৃহস্থ বীজবপন বা বৃক্ষরোপণ করিবে না, এক স্থান

হইতে অপর স্থানে গমন করিবে না, কোন কার্য্য আরম্ভ অথবা ঋণদান বা ঋণগ্রহণ করিবে না, খত লিখিবে না, অধিক কি, ক্ষৌরকর্ম্ম পর্য্যন্ত করিবে না। প্রসবকালে, অন্নপ্রাশনের, চূড়াকরণের, উপনয়নের, সমাবর্ত্তনের ও বিবাহের সময় কনিয়ারের মত আবশ্যক; অতএব আপন বাটীতে বসিয়া 'কনিয়ার' জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও গৃহস্থ স্বেচ্ছা অনুসারে পারিতোষিক দিয়া কনিয়ারের সহিত প্রণয় রাখে। ইহারা জমীর উপর খড়ির রেখা টানিয়া কড়ি রাখিয়া গণনা করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি গণনা উদ্দেশে আসিলে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে থলি হইতে কড়ি বাহির করিয়া মেজের উপর রাখে এবং দক্ষিণহস্তে তাহা একটী একটী করিয়া সরাইতে সরাইতে মন্ত্রোচ্চারণ করে। জমীতে খড়ির রেখা টানিয়া ১২টি প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করে। তদনন্তর গণপতি, সূর্য্য, বৃহস্পতি, সরস্বতী ও আপন গুরুর উদ্দেশে এক সারিতে ৫টি কড়ি ধীরে ধীরে রাখে, গণনা শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণপতি আদি পূজা করে ও আপন দক্ষিণা লইয়া আগন্তুককে গণনার ফল জ্ঞাপন করিয়া দেয়। ইহাদিগের মধ্যে 'পলিয়াণ্ডি' প্রথা চলিত আছে, অর্থাৎ উহারা দুই, তিন বা চারি ভাই মিলিত হইয়া এক পত্নী গ্রহণ করে, উহাদিগের মধ্যে অনেক অবিবাহিতা কন্যা থাকিয়া যায়, তাহারা

নার্য্যার জাতির কন্যার মত সম্বন্ধ করিয়া লয় ও তৎগর্ভজাত সন্তান সন্ততি মাতুল অন্নে প্রতিপালিত হয়। কনিয়ারের পুত্রেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

'থিয়ারজাতি' উহাদিগকে ইরুবন্ এবং চোগন্ কহে উহারা আদৌ কোন দ্বীপ হইতে আসিয়া থাকিবে, কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে, উহারা সিংহলদ্বীপ হইতে আসিয়াছিল ও সঙ্গে 'তেঙ্গায়মরম্' (নারিকেল গাছ) আনিয়া কেরলে রোপণ করিয়াছিল। উহাদিগের উপ-জীবিকা সেগো, নারিকেল ও তালগাছের রসে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা অথবা রস জ্বালাইয়া গুড় প্রস্তুত করা। উহারা হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ, উহাদিগের যোষিৎগণ বিশেষ 'তনেনোর'-থিয়ারদিগের স্ত্রীগণ অতি সুন্দরী। নার্য্যারদিগের ন্যায় পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে উহা-দিগের কন্যার গলে তালিবন্ধন সংস্কার হইয়া থাকে ও ভাবী সম্বন্ধীয় পুরুষ তালি বাঁধিয়া দিয়া থাকে, তবে কন্যা পিত্রালয়ে থাকে, যুবতী হইয়া সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত পুরুষের সহিত সহবাস করিতে থাকে। উহাদিগের মধ্যেও 'মরুমক্কতায়ম্ দায়াদ' প্রচলিত আছে। উহা-দিগের পুরোহিতকে 'থনটুন' কহে।

আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সকলেই পতিত জাতি। তাহারা দশ হস্ত ব্যবধানে আসিলে অপরে স্নান করিয়া মুক্ত হয়। শিল্পীরা 'কম্মল্লের' নামে অভিহিত; ক্ষৌরকারকে

'বেলন' রজককে 'বন্নন্' মাদুর নির্ম্মাতাকে 'কোরবন' ভেল্কীকারকে 'পুল্লুবন' মৎস্তজীবিকে 'মুক্কুবর' নিষাদকে 'নয়ড়ী' যাদুকরকে 'পরয়ন্' কর্ষোপজীবিকে 'পুনয়ন্' অথবা 'চেরুমন্' কহে।

এ প্রদেশে 'পোলিয়াণ্ড্রি' অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণ প্রথা, অস্পর্শীয় জাতির মধ্যে দেখা যায়। 'চৌঘাট' এবং আতিপুর তালুকের 'থিয়ার' জাতি (তাড়িওয়ালা); 'কম্মল্লের' জাতি যথা, 'তোচিন' (সূত্রধর) 'পেরকল্লন' (কর্ম্মকার) 'থট্টন' (স্বর্ণকার) 'মুসারি' (কাঁশারী) দিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত; সুতরাং উহাদিগের মধ্যে অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যায়। তাহারা পিতৃগৃহে থাকিয়া কোন বৈদেশিক যুবাকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে, তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি 'বিত্তিল-পিরন্ন' (গৃহে জাত) নামে অভিহিত হয় ও মাতুল ভবনে থাকিয়া লালিত পালিত হয়।

অতি পুরাকালে মিসর, আরব ও তুর্কীস্থান হইতে বৈদেশিক সওদাগরেরা দক্ষিণ পশ্চিম মনসুনে পণ্যদ্রব্য লইয়া মালবর উপকূলে আসিত, আবার পূর্ব্ব উত্তর বায়ুতে মালবর জাত পণ্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত। মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে অনেক খৃষ্ট উপাসক বাণিজ্য উপলক্ষে মালবরে আসা যাওয়া করিত। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই থিয়ার ও অপর যে সকল জাতির মধ্যে পোলিয়াণ্ড্রি প্রথা প্রচলিত

আছে, তাহাদিগের যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মালবরে বাস করিয়াছিল। তাহারা অদ্যাপি 'সিরিয়' খৃষ্টান নামে অভিহিত হইতেছে। ইহারা ত্রিবঙ্কুর কোচিন ও মালবরের সর্ব্ব স্থানেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহারা হিন্দু আচরণে থাকিত ও কদাচ গোহত্যা করিত না বলিয়া অপর নিকৃষ্ট হিন্দু জাতি তাহাদিগকে ঘৃণা করিত না, পরন্তু আপন আপন কন্যা সম্প্রদান করিত এবং তাহা-দিগের মতেও অনেকে দীক্ষিত হইত। কিন্তু পোর্টু-গিজেরা আসিয়া গোমাংস আহার করিতে থাকিলে তদনুকরণে পূর্ব্বোক্ত সিরিয় খৃষ্টানেরাও গোমাংস আহার করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, মালবরিরা উহাদিগকে নীচ বলিয়া তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করে এবং তদবধি উহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়; কিন্তু মিশন-রিদিগের যত্নে এক্ষণে তাহারা পুনরায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে।

আরব, পারস্য ও মিশরাদি দেশের মহম্মদীয় সওদাগরগণ খৃষ্টানদিগের ন্যায় মালবরে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে থিয়ারজাতি আদি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এ প্রদেশে বাস করিতেছে।" তাহারা 'মাপ্পিল্লা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ। পূর্ব্বে ইহারা ত্রিবঙ্কুর, কোচিন ও জামরী রাজ-সংসারে সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। যৎকালে পর্টু-গিজেরা মালবরে আইসে, তখন হিন্দুরাজগণ 'মাপ্পিল্লা' সেনাবলে তাহাদিগকে বহুবার নিরস্ত করিয়াছিল, কিন্তু

এক্ষণে 'মাপ্পিল্লা' দিগের অবস্থা হীন হইয়াছে; উহারা সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত, উহাদিগের প্রধান মসজিদ্ কোদঙ্গল্লুরে। উহাদিগের কাজিকে 'কদিয়র' ও কোরাণ উপদেষ্টাকে 'মোল্লা' কহে। ভজনাগৃহে যে এক-জন করিয়া থাকে, তাহাকে মুক্তী কহে। মালবরে মাপ্পিল্লাদিগের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেরলের মধ্যে ত্রিচুর পুণ্যভূমি। পরশুরাম যে বটবৃক্ষতলে থাকিত, লোকে তাহা অদ্যাপি শিবমন্দিরের সম্মুখে দেখাইয়া দেয় ও উহাকে 'শ্রীমূল' স্থান কহে। দেবালয়ের গঠনপ্রণালী পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইল। পোতা থামাল পর্য্যন্ত গ্রেনাইট প্রস্তরে ও তদুপরি ল্যাটারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা জৈনমন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ল্যাটারাইট প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গায়ে ৩টি মঠ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য আপন শিষ্য-চতুষ্টয় সুরেশ্বরা-চার্য্য, পদ্মপাদ, হস্তামল ও তোটকের সহিত কিয়ৎকাল এই দেবালয়ে অবস্থিতি করেন এবং চারি শিষ্যের জন্য চারিটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কালবশে একটি মঠ লোপ পাইয়াছে এবং অদ্যাপি তিনটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এপ্রবাদ সত্য হইতে পারে না, সুরেশ্বর আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য এক সময়ের লোক ছিলেন না। 'থিয়সফি' মাসিকপত্রে ৮ এন্ ভাস্বাচার্য্যলিখিত গবেষণাপূর্ণ 'শঙ্ক-

রের সময় নির্দ্ধারণ নামক প্রবন্ধে ইহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। সে যাহা হউক ৩টি মঠের একটির মঠাধ্যক্ষ সম্প্রতি মানবলীলা সংবরণ করিবার সময়ে শিষ্যনিয়োগ করিয়া যান নাই। উক্ত মঠে যে ভূসম্পত্তির আয় আছে, তাহা হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণকুমার আহার পাইয়া বেদশিক্ষা করিতেছে। এই মঠটি সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে, উহার উত্তরদিকে যে দুইটি মঠ তাহাদিগকে 'স্বামীয়ার' কহে, অর্থাৎ তাহার স্বামী বা মঠাধিকারী আছে। উহার ভূসম্পত্তির আয় নিতান্ত মন্দ নহে। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ ইচ্ছামত প্রাতে আহার পাইয়া থাকে। দেবালয়ের চারিদিকে প্রশস্ত পাকা রাস্তা; ঐ রাস্তাকে 'প্রদক্ষিণবল্লী' কহে। উহার তিন দিকে দোকানাদি বসিয়াছে। দেবালয়ের উত্তর দিকে একটি বৃহৎ বাঁধান পুষ্করিণী, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও নায়ারজাতি অবগাহন করিয়া থাকে। উক্ত পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে দেওয়ান-পেস্কার ও মাজিষ্ট্রেট-কোর্ট এবং উত্তরতীরে কোচিন-রাজের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের বায়ুকোণে পল্লু-তেবর-কুভু নামে ক্ষুদ্র দেবালয়, উহার প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। যখন কোচিনরাজ ত্রিচুরে আসিয়া থাকেন, উক্ত সরোবরে স্নান করিয়া দেবপূজা করেন। অতএব ঐ উভয়ই প্রাসাদের অঙ্গ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ডিষ্ট্রীক্ট জেলে পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় কয়েদির জন্য

পৃথক্ পৃথক্ আবাস, পৃথক্ পৃথক্ কূপ ও পৃথক্ পৃথক্ রন্ধনের ব্যবস্থা আছে; অতএব জেলে যাইলেও অপ-রাধীকে জাতিচ্যুত হইতে হয় না, অথবা অস্পর্শীয় জাতির সহিত একত্রে সহবাস বা শয়ন করিতে হয় না। কোচিন-গবর্ণমেণ্ট অপরাধীর জাতিত্বের উপর হস্তক্ষেপ করেন না; এ সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কোচিন-রাজের নিকট শিক্ষা পাইতে পারেন।

শিক্ষা বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে; বালক দিগের জন্য দুইটি হাইস্কুল ও প্রাইমেরিস্কুল এবং বালিকাদিগের কারণ সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল বাটিটী বৃহৎ, উহাতে ৩৭০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে, শিক্ষাদিবার জন্য ১৮জন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বালকদিগের 'টুইশন্' ফিতে অর্দ্ধেক খরচ উঠে ও অপর অর্দ্ধেক কোচিনরাজ বহন করেন। অপর হাইস্কুলটী এপিস্কোপল-চর্চ্চ সোহাইটী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহাতে ১৬০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে। উক্ত চর্চ্চ সোসাইটীর একটি প্রাইমেরিস্কুলও আছে। জুবিলী উপলক্ষে কোচিন-গবর্ণমেণ্ট একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহাতে ১১০টি বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। উহাতে গান, ছুঁচের কার্য্য এবং মালবারি ও ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছুঁচের কার্য্যের জন্য লেডি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, গান শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী এবং ইংরাজী ও মালবা-রির জন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বালিকারা

বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে। বালিকাদিগের মধ্যে ২২টি ব্রাহ্মণ-কন্যা ও অবশিষ্টগুলি নার্য্যরজাতির কন্যা। অপর মিশনারীদিগের চারিটি বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহার দুইটিতে সৎশূদ্রের ও অপর দুইটিতে খৃষ্টান ও অসৎ-শূদ্রের বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে। এইস্থানে প্রাইমারি শিক্ষা-বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে। একটি নরম্যান স্কুল আছে, তাহাতে ৩০টী ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে।

এখানেও খৃষ্টান মিশনারীদিগের আধিপত্য নিতান্ত কম নহে। মিশনারি-প্রটেষ্টান্-চর্চ্চ ও রোমান্ ক্যাথলিক-চ্যাপল তাহা বিদিত করিয়া দিতেছে।

ক্যানটন্‌মেণ্টের নৈর্ঋতকোণে 'ব্যাক্-ওয়াটার' ঘাট। এখান হইতে ব্যাক্-ওয়াটার সাহায্যে কোচিন-পোত যাতায়াত করিয়া থাকে।

ত্রিচুরের রাস্তাগুলি দাওয়ান পেস্কার মহাশয়ের যত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য দ্রব্যও সুপ্রতুল, এখানে তণ্ডুল অন্নই প্রধান আহার। পনস্, আলু, সিম্, বেগুণ, কদলী ইত্যাদি তরকারিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্তু মরিচ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যুষে দাওয়ান পেস্কারের সহিত সহর পরিদর্শন করিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের সমভিব্যাহারে জুবিলী বালিকা বিদ্যালয় দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। উচ্চ শ্রেণীর বালিকারা

মালবরি ও ইংরাজী পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিল এবং মালবরি, সংস্কৃত ও হিন্দি গীত গাইয়াছিল। হাই-স্কুল অবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকিলেও, স্কুল-বাটীর ভিতর গমন করিয়া সন্দর্শন করিয়াছিলাম। অপরাহ্নে দাওয়ান পেস্কার মহাশয় কোন আম্বালবাসিনীকে আনাইয়া বীণাসহযোগে গীত গাওযাইয়া ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন বর্দ্ধিষ্ঠ নার্য্যর বাটীতে যাইয়া, গৃহের ব্যবস্থা, শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা, স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ ও আভরণ সন্দর্শন করিয়া, বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। রাত্রিতে দাওয়ান পেস্কার প্রমুখাৎ মালবরিদিগের আচার ব্যবহারের জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রবণ করিলাম। পর-দিন প্রাতে ক্যান্টনমেণ্ট ব্যাক্-ওয়াটার ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিলাম। অনন্তর, রাত্রিকালে আহারান্তে শক-টারোহণে শোরনুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মালবরিরা সৌরমানে সংবৎসর গণনা করিয়া থাকে ও ভাদ্রপদে নূতন সংবৎ-সর আরম্ভ করে। এখন উহাদিগের ১০৬৭ বৎসর চলি-তেছে। এক মতে কেরলের রাজা চেরুমল-পেরুমল স্বরাজ্যকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া, ত্রিবঙ্কুর, কোচিন ও কালিকট নাম দিয়া, উহাতে তিনজন রাজা স্থাপিত করত যে দিন হইতে মহম্মদীয় যাজকের সহিত মক্কা উদ্দেশে গমন করেন সেইদিন হইতে নূতন 'কোইলম্' সংবৎসর গণনা হইতেছে। এই হিসাবে ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ, কোচিন-রাজবংশ ও জামরী রাজবংশ ততদিনের পুরা-

তন। অপর প্রবাদ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যৎকালে চারিটি শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিচুরের শিবালয়ে বাস করিতেছিলেন, কেরলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার যশোগৌরবে ব্যথিত হইয়া, তাঁহার সিদ্ধি-পরীক্ষার অভিপ্রায়ে মন্ত্রণা করত কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিটীশ মালবরের অন্তর্গত দুইটি বহুদূরস্থিত স্থানে একই দিবসে একই সময়ে পণ্ডিত সভা স্থাপন করিয়া, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে প্রত্যেক সভামণ্ডলীতে একই সময়ে উপস্থিত হইয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে আহ্বান করিলে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বসিদ্ধি-প্রভাবে উভয় স্থানেই একই সময়ে উপস্থিত হইয়া বেদ ও উপনিষৎ হইতে স্বমত-পোষক মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, অপর মত খণ্ডন ও আপন অদ্বৈত মত স্থাপন পূর্ব্বক পণ্ডিতমণ্ডলীকে অদ্বৈতমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বিষয় চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশে সেই দিবস হইতে নূতন সংবৎসর গণনা হইতে থাকে। যে স্থলে সভা হইয়াছিল, তাহা 'কোল্লিউম' (নূতন সংবৎসর) নামে প্রসিদ্ধ হয়। এক্ষণে তাহার অপভ্রংশ 'কোইলম্' হইয়াছে। এই উভয় স্থানই কেরলদেশে একটি কোচিন রাজ্যে ও অপরটি ব্রিটীশ মালবরে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে সমাধিস্থ হয়েন অতএব ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। পরন্তু আরব উপকূলে সফাই নামক স্থানে চেরুমল পেরুমলের সমাধিগৃহে যে অনুশাসন পত্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে

২১২ হিজরীতে (৮২৭ খৃঃ) চেরুমল-পেরুমল সফাই নগরে উপস্থিত হন ও ২১৬ হিজরীতে (৮৩১ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন এইরূপ লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ২১০ হিজরীতে (৮২৫ খৃঃ) স্বরাজ্য পরিত্যাগ করেন ও সেই দিন হইতে কোইলম সংবৎসর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

কালিকট

আমরা ১৮৯২ খৃঃ ৮ই জানুয়ারিতে ত্রিচুর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মান্দ্রাজ সাউথ-ওয়েষ্ট মেলট্রেনযোগে ১৫।৪৫মিনিটের সময় কালিকটে উপস্থিত হইলাম। ইহা উত্তর ১১।১৫ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৫।৪৯ দ্রাঘীমায় অবস্থিত। ইহা বহুকালাবধি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অন্তর্গত জামরীর রাজধানী; এক্ষণে ব্রিটীশ দক্ষিণ মালবরের হেডকোয়াটার, প্রতীচ্য-উপকুলিক প্রধান বন্দর এবং পাশ্চাত্য ইতিহাসের সহিত পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দির শেষ হইতে জড়িত।

পরশুরামকর্ত্তৃক কেরল উদ্ধার, প্রজাসৃষ্টি ও আদিম বাসীদিগের আচার, ব্যবহার অন্যত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহা প্রতীচ্য-বন্দর বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে মিশর, আরব ও পারসিক নাবিকেরা মালবরে আসিত এবং তথা হইতে মরিচ ও অপর পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া যাইত। মহম্মদীয় যাজকেরা স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কেরলের তদানীন্তন নরপতি চেরুমল-পেরুমলের শুভ-দৃষ্টিতে পতিত হয়। রাজা তুর্কিস্থানের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগকরণানন্তর সফাই নগরে যাইলে, মন-বিক্রম-সামরী কালিকটের অংশ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহা হইতেই সামরীবংশের উৎপত্তি ও উহারই

অপভ্রংশ জামরী হইয়াছে। মালবরিদিগের মতে ৮২৫ খৃঃ অব্দে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অতএব জামরী বংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। ইহারা মপ্লিল্লাসেনা সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিত।

১৪৮৬ খৃঃ প্রসিদ্ধ পর্টুগিজ পরিব্রাজক 'কোবিল-হাম্' মিশর হইয়া, আরবীয় পোত সাহায্যে কালিকট সন্দর্শনে আইসেন। তদনন্তর, ১৮৯৮ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ 'ভাষ-কো-ডি-গামা' উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্বকুল হইয়া আরব্য উপসাগরে আসেন এবং কোন আরব-নাবিকের সাহায্যে তথা হইতে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। জামরী প্রথমতঃ স্বরাজ্যে পর্টুগিজদিগকে কুটী নির্ম্মাণ করিতে অনুজ্ঞা দেন নাই; কিন্তু তাহারা পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া ১৫১৩ খৃঃ অব্দে কুটী নির্ম্মাণ করিবার অনুজ্ঞা পাইয়াছিল। তদ্রূপ ইষ্টইণ্ডিয়া কোং ১৬১৬ খৃঃ, ফরাসিরা ১৭২২ খৃঃ ও দিনামারেরা ১৭৫১ খৃঃ অব্দে কুটী নির্ম্মাণ করিতে অনুজ্ঞা পাইয়াছিল।

মহিস্মুরের সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি মালবর আক্রমণ করিলে, জামরী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃঃ টিপুসুলতানের সহিত সন্ধি হইলে, ইংরাজেরা উত্তর মালবরে আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তদবধি জামরী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বশ্য হইয়াছেন। ক্রমে জামরীর রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মালবরের শাসনভার আপনহস্তে লইয়াছেন,

জামরী ও রাজকুমারীগণ এক্ষণে বৃত্তিভোগী হইয়াছেন'।

অন্যত্র বলা গিয়াছে জামরীবংশে বিবাহ প্রথা নাই; নার্য্যরদিগের ন্যায় শৈশবে রাজকুমারীদিগের তালিবন্ধন কার্য্য হয় ও প্রাপ্তযৌবনে কুমারীগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধজাত পুত্র মাতৃভবনে থাকিয়া তারবদধনে প্রতিপালিত হয় ও চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে কুমারী আবাস পরিত্যাগ করিয়া, কুমার আবাসে বাস করিতে থাকে। তখন হইতে কুমারী মহলে কদাচ আইসে না, কিন্তু কুমারী-তারবদের আয় হইতে ভরণপোষণোপযুক্ত বৃত্তি পাইয়া থাকে। বয়োধিক্যানুসারে প্রথম সামোরিরাজা, দ্বিতীয় ইরাদিপদ বা ইরানূপদ, তৃতীয় মুনরপদ, চতুর্থ ইদথ্রলূপদ ও পঞ্চম নতুথ্রপদ কুমার নামে অভিহিত হয়। ইহারা বিবাহ করে না, নার্য্যর যুবতীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে; ইহাকে পরশুরাম সম্বন্ধ কহিয়া থাকে। বর্ত্তমান জামরী পরলোক প্রাপ্ত হইলে, প্রথম রাজকুমার তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন। তখন তিনি মানস মঞ্জিরা পুষ্করিণীর সন্নিকটে 'মন-বিক্রম-সামরী' প্রাসাদ বাটীর প্রাঙ্গণে শাস্ত্রোক্ত বিধানে গদিতে অভিষিক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট জামরী প্রাসাদে যাইবেন, তখন হইতে মালিকানা হিসাবে ৭০ হাজার টাকা মাসহরা পাইবেন। জামরীর ভূসম্পত্তির আয়ও নিতান্ত কম নহে। তিনি আয়ভোগ করেন কিন্তু ভূসম্পত্তি হস্তা-

স্তর করিতে সমর্থ নহেন। বর্ত্তমান জামরী মহারাজ মনবিক্রম জামরীর বয়স ৭২ বৎসরের ন্যূন নহে, গদীতে চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের উপর রহিয়াছেন, তাঁহার রাজক্ষমতা আপন ষ্টেটের মধ্যে পরিচালনা করেন। স্বয়ং প্রজাদিগের আবেদন শুনিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করেন না। তিনি পরিমিত ব্যয়ী, বালকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য অবৈতনিক কেরলস্কুল স্থাপন করিয়া কেরলবাসীদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্থ করিয়া দিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহেম সাহেব তাহার দেশহিতৈশিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যশ্রেণিভুক্ত করিয়া, মহারাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।*

কুমারীরা দেবালয়ে গমন ভিন্ন অন্য সময়ে প্রাসাদের বহির্ভাগে আইসে না। অনেকেই মাতৃভাষায় সুশিক্ষিতা, হিসাবপত্র রাখিতে সমর্থা ও সংস্কৃতে অভিজ্ঞা। ইহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী রাণীপদবাচ্যা, অপর সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহার পরলোক গমনে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা তাহার পদে নিযুক্তা হয়েন। ইহারা সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন, নিত্যনৈমিত্তিক খরচের বন্দোবস্ত করেন। রাজকুমারদিগের ভরণপোষণের বৃত্তি

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

দিয়া থাকেন। আদৌ রাণীবংশ এক হইলেও, ক্রমে তিন রাণীবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—'নূতন কোবিলবাসী পুদিয়া', 'পশ্চিম কোবিলবাসী পতিনৃহরী' ও 'পূর্ব্ব কোবিলবাসী কৌশকী'। প্রথম ও দ্বিতীয় রাণী-বংশ কালিকটের সন্নিকট 'কল্লে' নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। তৃতীয় রাণীবংশ 'তিরুর' রেলষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূরে বাস করিতেছেন। এই তিন রাণীবংশ হইতে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কুমার জামরীপদে অভিষিক্ত হন। প্রত্যেক রাণীবংশ মাসিক পেন্‌সন্‌ পাইয়া থাকেন ও প্রত্যেক বংশের ভূসম্পত্তিও যথেষ্ট আছে।

পূর্ব্বোক্ত মানস-মঞ্জিরা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক বাঁধান ও চারিদিকে রাজবর্ত্ম; উহার পূর্ব্বদিকে জর্ম্মণদিগের চর্চ্চ ও হাইস্কুল; দক্ষিণদিকে উহাদিগের ওয়ার্কসপ্‌; পশ্চিম দিকে কালিকট-কলেজ-বাটী ও নূতন জুবিলী টাউন হল্‌। পূর্ব্বোক্ত ওয়ার্ক-সপের অনতিদূরে কলেক্টর কোর্ট, ট্রেজরি-বিল্‌ডিং প্রভৃতি অবস্থিত রহিয়াছে।

সহরের অপর দিকে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। উহা 'তালি' পুষ্করিণী নামে খ্যাত। ইহার চতুর্দ্দিকে বাঁধান ঘাট ও রাজবর্ত্ম; ইহার দক্ষিণ তীরে মনবিক্রম-সামরীর প্রতিষ্ঠিত 'তালি' নামক দেবালয়। চারি বৎসর পূর্ব্বে দেবালয়ের পূর্ণ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। মেজে থাগাল পর্য্যন্ত গ্রেনাইট প্রস্তরে ও উপরের দেওয়াল লেটারেট প্রস্তরে নির্ম্মিত। উহা খোলা দ্বারা আচ্ছাদিত, ইহার গর্ভ-গৃহটি দীর্ঘ-প্রস্থে ৮ ফিটমাত্র ও তাহার চারিদিকে

মণ্ডপ। প্রাঙ্গণ প্রাচীরটীও বৃহৎ এবং দেবালয়ের ন্যায় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দেবালয়ের ভূসম্পত্তির আয় ২ দুই সহস্র টাকারও অধিক। নিত্য সেবায় উহা ব্যয় হইয়া থাকে।

পুষ্করিণীর পূর্ব্ব তীরে জামরীর পুরাতন প্রাসাদ বাটীতে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কেরল' বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণের ও সৎশূদ্রের বালক বিনা বেতনে ফার্ষ্ট আর্ট পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইয়া থাকে। দেবালয়ের সন্নিকটে ব্রাহ্মণদিগের বাস, তাহারা অন্যস্পর্শাশৌচের ভয়ে নগরের অন্যত্র বাস করেন না।

বীচবর্ত্মের ধারের দৃশ্য অতি মনোহর; এস্থানের বায়ু অতি উত্তম বলিয়া সাহেবদিগের আবাসবাটী, হোটেল, লাইব্রেরী, ক্লব, কষ্টম হাউস্, লাইট হাউস্ ও সওদাগরদিগের ফারম আদি বীচবর্ত্মের উপর রহিয়াছে। উহার পশ্চাৎ দিকে পণ্যদ্রব্যের বৃহৎ বাজার, 'কল্লে' নদীর ধারে কাষ্ঠের আড়ত ও তাহারই সন্নিকটে 'কল্লে' রেল-ষ্টেশন। 'কল্লে' ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে জামরীর, রাজকুমারীদিগের ও রাজকুমারদিগের পৃথক্ পৃথক্ বাটী। তাহার এক দিকে নম্বুত্তিরীদিগের ও অপর দিকে নার্য্যরদিগের আবাস, এই পল্লীতে থিয়র বা অপর পতিত জাতি প্রবেশ করিতে পারে না। প্রত্যেক আবাস বাটীতে উদ্যান দৃষ্ট হইল। ইহা একটী পল্লীমাত্র; ইহাকে নগর বলিতে পারা যায় না।

আমরা রেল-ষ্টেশন হইতে নির্দ্দিষ্ট আবাস বাটীতে

আসিয়া কোচিনের দেওয়ান-পেস্কারের আত্মজের সহিত ডিষ্ট্রীক্ট কোর্ট, সব-জজ-কোর্ট, মুন্সুবি কোর্ট প্রভৃতি সন্দর্শন ও কয়েকটী কর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ করিয়া বীচবর্ত্মে কিছুকাল যাইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলাম। পরে, লাইট হাউস, পোষ্ট আফিস, কষ্টম হাউস্, ক্লব ও লাইব্রেরী সন্দর্শন করিয়া বাজারের ভিতর হইয়া 'মানস-মঞ্জিরা' সরোবরতীরে কলেজ বাটী ও জুবিলী টাউন হল পরিদর্শন করিয়া জর্ম্মাণ-ওয়ার্কসপের নিকট হইয়া, কলেক্টর কোর্ট, ট্রেজরী-বিল্ডিং সন্দর্শন করিলাম; পর দিবস প্রাতে তালি দেবালয়ের নিকটস্থ ব্রাহ্মণপল্লীতে আসিয়া, কৃতবিদ্য কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দেশীয় রিডিংরুম, 'সমূহমট' 'তালি দেবালয়' ও 'জামরী প্রাসাদ' যথাক্রমে সন্দর্শন করিলাম। অপরাহ্নে জামরীদিগের বাসভবন সন্দর্শন করিতে 'কল্লেতে' গমন করিলাম। তথায় একটি বাঁধান পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে জামরী প্রাসাদ, পশ্চিম তীরে নার্য্যরদিগের বাস ও উত্তর তীরে জামরী অন্নছত্র, বাটীর পশ্চাদ্ভাগে নম্বুত্তিরীদিগের আবাস। পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে রাজকুমারদিগের ও অগ্নিকোণে রাজকুমারীদিগের প্রাসাদ বাটী সন্দর্শন করিলাম।

পঞ্চম রাজকুমার কৃষ্ণরাজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী। বৈদেশিক আগন্তুক আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

তৎপর দিবস ডিষ্ট্রীক্ট জেল ও 'মঙ্গলুর' খোলা প্রস্তুত কারখানা সন্দর্শন করি। মালবরে মরিচ, কফি, চা ও নারিকেল তৈলাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে তণ্ডুলান্ন ভোজন করে, রন্ধনকার্য্যে ও দীপ জ্বালাইতে নারিকেল তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও লিঙ্গায়ৎ শূদ্রগণ নিরামিষভোজী হইলেও পলাণ্ডু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। অপর জাতি আমিষ ভোজন করিয়া থাকে। এখানে মৎস্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

জামরীপ্রাসাদ ও 'তালি' মন্দির ভিন্ন এখানে আর কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এখানে এক প্রকার ছিট্ কাপড় প্রস্তুত হইত তাহাই 'কালিকো' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এখন তাহা প্রস্তুত হয় না, তবে কালিকট চেক নামে নানা প্রকার ছিট্কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।